



নিউইয়র্কের অ্যাসেম্বলি
ডিস্ট্রিক্ট-২৪ এ প্রাইমারি
নির্বাচনে বিজয়ী
জামিলা পৃষ্ঠা ২০

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 23 July 2026, 10th Year, Issue 488, 40 Pages

বৃহস্পতিবার, ২৩ জুলাই ২০২৬, ৮ শ্রাবণ ১৪৩৩, ৯ সফর ১৪৪৮, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৮৮, পৃষ্ঠা ৪০

বাংলাদেশি গবেষকের
আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি
পৃষ্ঠা ২৭



রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন

রাষ্ট্রপতি পদে পরিবর্তন আসছে

ঢাকা ডেস্ক

ক্ষমতা গ্রহণের পাঁচ মাসের মাথায় রাষ্ট্রপতি পদে পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার। আগামী সপ্তাহে পদত্যাগ করতে পারেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন।

সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির মেয়াদ পাঁচ বছর। কিন্তু ইতোমধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে বঙ্গভবনে বার্তা পাঠানো হয়েছে। রাষ্ট্রপতির দপ্তরে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে বঙ্গভবন সূত্র জানিয়েছে।

আইন অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের ক্ষেত্রে তাঁকে স্পিকারের উদ্দেশে নিজ স্বাক্ষরে পদত্যাগপত্র জমা দিতে হবে। রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

গ্রিন কার্ডে বাংলাদেশের নাম উপরের সারিতে

২০২৫ সালের হিসাব

অভিবাসনের কড়াকড়ি এই সময়ে বাংলাদেশের নাম এই ‘বৃদ্ধির তালিকায়’ থাকা একধরনের প্রতীকী স্বস্তির।

ইব্রাহিম চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের পরিসংখ্যান দপ্তর সম্প্রতি ২০২৫ অর্থবছরের গ্রিন কার্ড-সংক্রান্ত যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, তাতে সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো নামগুলোর একটি বাংলাদেশ। যে দেশগুলোতে গ্রিন কার্ডপ্রাপ্তদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, তার তালিকায় ফিলিপাইনের পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, ইথিওপিয়া, গুয়াতেমালা, সিরিয়া এবং ইয়েমেন।

অভিবাসনের কড়াকড়ি এই সময়ে, যখন ট্রান্সপ প্রশাসনের নীতিতে একের পর এক দরজা বন্ধ হচ্ছে, তখন বাংলাদেশের নাম এই “বৃদ্ধির তালিকায়” থাকাটা একধরনের প্রতীকী স্বস্তির খবর, যদিও পুরো ছবিটা এতটা সরল নয়। আমরা জানি, সাময়িক নিষেধাজ্ঞার বোড়াজালে ইমিগ্র্যান্ট ভিসা প্রদান গত জানুয়ারি থেকে স্থগিত রয়েছে। এ পরিস্থিতির অবসান হবে

■ বাংলাদেশি অভিবাসনের ইতিহাস মূলত এই পারিবারিক শিকল বেয়েই এগিয়েছে।

■ সংখ্যার হিসেবে ২০২৫ সালে বাংলাদেশিদের গ্রিন কার্ডপ্রাপ্তি বেড়েছে



হবে, কেউ বলতে পারছেন না। ২০২৬ সালের পরিসংখ্যান যখন প্রকাশ হবে, তখন সংখ্যাগুলো অনেকটাই পাল্টে যেতে পারে।

২০২৫ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রে মোট ১৩ লাখ ২০ হাজার ৮০ জন গ্রিন কার্ড পেয়েছেন। আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৩৭ হাজার কম, শতাংশের হিসেবে যা আড়াই শতাংশের মতো পতন। এর মধ্যে ৭ লাখ ৪৬ হাজার ৮৩০ জন আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে থেকে স্ট্যাটাস পরিবর্তন করেছেন। বাকি ৫ লাখ ৭৩ হাজার ২৬০ জন নতুন করে দেশটিতে পা রেখেছেন। কিন্তু এই সামগ্রিক পতনের আড়ালে যে আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাস ঘটেছে, সেটিই আসল গল্প। উত্তর আমেরিকা থেকে আসা গ্রিন কার্ডধারীর সংখ্যা ৫ লাখ ৮৪ হাজার থেকে কমে ৪ লাখ ৯৩ হাজারে নেমেছে। এশিয়া থেকে আসা সংখ্যা ৪ লাখ ৩১

হাজার থেকে বেড়ে ৪ লাখ ৬০ হাজারে পৌঁছেছে। আফ্রিকা থেকে আসা সংখ্যাও ১ লাখ ১৭ হাজার থেকে বেড়ে ১ লাখ ৪২ হাজার হয়েছে। অর্থাৎ কিউবার মতো দেশ থেকে আসা মানুষের সংখ্যা যেভাবে অর্ধেকেরও নিচে নেমে গেছে— ১ লাখ ৭৮ হাজার থেকে ৮৪ হাজার ৮২০-এ—সেই শূন্যস্থান অনেকটাই পূরণ করেছে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো, যার মধ্যে বাংলাদেশও একটি উল্লেখযোগ্য অংশীদার।

এই পরিসংখ্যানের পেছনের মানবিক গল্পটাই আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। বাংলাদেশ থেকে যারা গ্রিন কার্ড পাচ্ছেন, তাদের সিংহভাগই পরিবারভিত্তিক ক্যাটাগরিতে—মার্কিন নাগরিকের সরাসরি স্বজন বা পারিবারিক অগ্রাধিকার ভিসার মাধ্যমে। জাতীয়

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

নজরুলকে দল থেকে বহিস্কার, এমপি পদ নিয়ে প্রশ্ন

নৈতিক স্থলন

দলের প্রাথমিক তদন্তেই গাজী নজরুলের নৈতিক স্থলনের প্রমাণ পেয়ে তাকে দল থেকে বহিস্কারের সিদ্ধান্ত নেয় জামায়াত।

ঢাকা ডেস্ক

ব্যক্তিগত মুহুর্তের ভিডিও প্রকাশের ঘটনায় সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামকে দল থেকে বহিস্কার করেছে জামায়াত। গাজী নজরুল ইসলাম সাতক্ষীরা-৪ আসনের এমপি। দল থেকে বহিস্কার করায় এখন তার এমপি পদ থাকবে কিনা এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ বলছেন দল বহিস্কার করায় তার এমপি পদ থাকবে না। আবার কেউ বলছেন, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তার এমপি পদ যাবে না যদি না তিনি দুই বছরের বেশি দণ্ডে দণ্ডিত হন। জামায়াত জানিয়েছে দল থেকে বহিস্কার করার বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে দ্রুতই জানিয়ে দেয়া হবে। দলটির আইনজীবী শিশির মনির জানিয়েছেন, দল বহিস্কার করায় গাজী নজরুল ইসলামের এমপি পদ থাকবে না।

জাতীয় সংসদের একটি সূত্রও একই মত দিয়েছে। তবে সিনিয়র



সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলাম

আইনজীবী ড. শাহদীন মালিক মানবজমিনকে জানিয়েছেন, দল থেকে বহিস্কারের কারণে গাজী নজরুল ইসলামের এমপি পদ যাবে না। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ যদি ফলো করা হয়। তরুণীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহুর্তের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর জামায়াতের কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য গাজী নজরুল ইসলাম দাবি করেন ওই তরুণী তার দ্বিতীয় স্ত্রী। পরে প্রথম স্ত্রী, ওই তরুণীর বাবাও বিয়ের বিষয়ে কথা বলেন। নজরুল বিয়ের দাবি করলেও বিয়ের প্রক্রিয়া, তারিখ এবং বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের সময় নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ঘটনাপ্রবাহে তথ্য মিলেছে, একটি অপরাধকে চাপা দিতে এমপি আরও অনেকগুলো অনিয়ম করেছেন। মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
646-444-2266

LHSCA
PCA Training
Day Care

JAMAICA
JACKSON HEIGHTS
BROOKLYN
BRONX
LONG ISLAND

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান ?

আপনি কি বাড়ীর হিটিং বিল নিয়ে চিন্তিত ?

আমরা বয়লার পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনার বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ক্লিন হিট লাগিয়ে থাকি

সরকারী অনুদানে \$ 8000-\$10000 ডলার

বিস্তারিত জানতে কল করুন: 914-222-9477, 914-989-0089

GREE MECHANICAL YONKERS Contact: 1900 Central Park Avenue, Yonkers, New York 10710

তোফায়েল চৌধুরী

INJURED? **আপনি কি আহত হয়েছেন?**

WE SPECIALIZE IN **আমরা যেসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ**

☞ CAR ACCIDENTS ☞ WORK RELATED ACCIDENTS ☞ গাড়ি দুর্ঘটনা ☞ কর্মস্থল-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা

☞ SLIP/TRIP & FALLS ☞ পিছলে পড়া/হাঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়া

☞ CONSTRUCTION ACCIDENTS ☞ নির্মাণকাজ-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা

“HAVE YOU BEEN IN AN Uber-Lyft CAR ACCIDENTS OR WAS A PASSENGER IN ONE”
আপনি কি উবার বা লিফট গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছেন অথবা এমন দুর্ঘটনায় যাত্রী ছিলেন?

■ ■ কেউ যদি আপনার ক্ষতির জন্য দায়ী হয়, তাহলে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার আপনার আছে। আমরা অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সঙ্গে আপনার পাশে আছি।

Abu Ahmed, Esq. Upman Ahmed, Esq.

AHMED LAW FIRM Call Now: (718) 848-9595
104-09 113th Street, South Richmond Hill, NY 11419

www.ahmedattorneys.com



Queens Social Adult
Day Care Center Inc

কুইন্স সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক



কুইন্স সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরনের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রাহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- ▶ নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ▶ ফিন্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ▶ ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- ▶ নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- ▶ চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ▶ ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- ▶ টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ▶ ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- ▶ সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা
- ▶ শিক্ষা কার্যক্রম
- ▶ কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ▶ গ্রন্থাগার
- ▶ শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম
- ▶ ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ▶ ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- ▶ রিলাক্সেশন ক্লিন ট্রেনিং
- ▶ পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- ▶ মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- ▶ পিকনিক
- ▶ যাদুঘর ভ্রমণ
- ▶ সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- ▶ নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- ▶ শান্ত সময়
- ▶ ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- ▶ কেরাম বোর্ড
- ▶ লুডু
- ▶ দাবা
- ▶ ধাঁধা
- ▶ অধ্যয়ন



For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com



ABRAMS
LAW GROUP

24/7

SERIOUS ACCIDENT AND INJURY ATTORNEYS

CALL NOW

718.997.9797

আমরা বাংলা কথা বলি

CAR ACCIDENTS

CONSTRUCTION ACCIDENTS

TRUCK ACCIDENTS

Millions of Dollars

RECOVERED FOR OUR CLIENTS

Melanie Abrams
NY Injury Attorney

Office Locations:

📍 Forest Hills

📍 Valley Stream

INJURED
আপনি কি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন?

abramslawgroupny.com

জ্যামাইকার সার্টিফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি



মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যন্ত্রসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- আইমারি কেমার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, অস্ত্রাব, ইন্টেক্স, সন্মোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হৃৎ ও ওমকার হার্টের জন্য মাল্টিডক্সিন
- জন্ম, মৃত্যু, চিকিৎসা সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (মিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুরেন্স দ্বারা রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্ক্রিন ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ভ্রূণ টেস্ট করা হয়
- স্ক্রিন-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় স্টিক দেওয়া হয়।
- প্রোগনালি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অভিজ্ঞ যন্ত্রসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা গায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
- আমাদের অফিস গায় ৭ দিনই খোলা।



আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের স্বাস্থ্যের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, অ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, টোন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।



রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715



Gehil Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাকগ্রাউন্ড *ক্রেডিট কার্ড মেটোর *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ারসি ভিসা প্রসেসিং

- > Do you want apply for a green card?
- > Are you being deported?
- > Are you having credit card problems?
- > Are you unable to pay your debts?
- > Has your bank account been sealed?
- > Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সক্ষা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ



আমরা বাংলায় কথা বলি



আসিফ মুর্তজা



মিশিগানে তিন দিন ব্যাপী ওয়াজ মাহফিল ও কিরাআত প্রতিযোগিতা

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে বাংলাদেশি মুসলিম কমিউনিটি অব মিশিগানের উদ্যোগে ডেট্রোটে তিন দিনব্যাপী ওয়াজ মাহফিল ও কিরাআত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৭ জুলাই শুরু হওয়া এ ধর্মীয়

আয়োজন ১৯ জুলাই আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। প্রতিদিন আসর থেকে ইশা পর্যন্ত বায়তুল মোকাররম মসজিদের পার্কিং লটে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রখ্যাত আলেম, উলামা, মাশায়েখ, হাফেজ, ক্বারী, উস্তাদ,

ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও সম্মানিত মেহমান বৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। তাদের উপস্থিতি ও মূল্যবান বক্তব্যে পুরো মাহফিল প্রাণবন্ত ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল কিরাআত প্রতিযোগিতা, এতে অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতা শেষে প্রতিযোগীদের হাতে

পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। নারীদের বয়ান শোনার জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল। তিন দিনব্যাপী ওয়াজ মাহফিল ও কিরাআত প্রতিযোগিতায় বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে এবং বিভিন্ন স্টেট থেকে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

এমন সুন্দর ইসলামী মাহফিল আয়োজন করার জন্য আয়োজকদের প্রতি অংশগ্রহণকারীরা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তরুণ প্রজন্মের মাঝে ইসলামের সুমহান আদর্শ পৌঁছে দিতে এমন ব্যতিক্রমী আয়োজন সত্যিই প্রশংসনীয় বলে মন্তব্য করেছেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা।

প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন হতে পারে: আনিসুল

ঢাকা ডেস্ক

জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেছেন, সময়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় দেশের সংবিধান সংশোধন হয়েছে। জাতীয় পার্টির শাসনামলেও সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। প্রয়োজনে বর্তমান সময়েও সংবিধান সংশোধন হতে পারে। তবে তা হতে হবে দেশের স্বার্থ, গণতন্ত্রের বিকাশ ও জনগণের প্রত্যাশার আলোকে।

বুধবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানে নিজের রাজনৈতিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত জাপার যৌথ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার।

নির্বাচনব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা আরও সুদৃঢ় করার আহ্বান জানিয়ে জাপার চেয়ারম্যান বলেন, ‘আসাম স্থানীয় সরকার নির্বাচন যেন অংশগ্রহণমূলক, অবাধ, সঠিক, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়, সে জন্য সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।’

বিএনপি বিপ্লবের সন্তান: রিজভী

ঢাকা অফিস

বিএনপির মধ্যে বিপ্লবের শক্তি অন্তর্নিহিত বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা



রুহুল কবির রিজভী

ও বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনগুলো (যুবদল, ছাত্রদল, শ্রমিক দল ও স্বেচ্ছাসেবক দল) বিপ্লবের সন্তান। বহুদলীয় গণতন্ত্র ও মুক্তকণ্ঠে কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই বিএনপির জন্ম।

মঙ্গলবার রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যুবদলের সাবেক সহসভাপতি প্রয়াত জাকির হোসেন নামুর আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিলে রিজভী এসব কথা বলেন।

হতাশা নয়, কঠোর পরিশ্রমে বিশ্বাসী হয়ে দলের আদর্শকে বুকে ধারণ করে নেতা-কর্মীদের এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে রুহুল কবির রিজভী বলেন, দীর্ঘ ১৭ বছরের ফ্যাসিবাদের অবসান এবং শত প্রতিকূলতা পেরিয়ে দলের শীর্ষ নেতার দেশে ফেরা ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়া প্রমাণ করে যে, কারও শ্রম বা আত্মদান কখনো বৃথা যায় না।

বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের প্রশংসা করে রিজভী বলেন, সরকার ফ্যামিলি কার্ডের পরিসর বাড়ছে এবং কৃষক কার্ড দিচ্ছে। এক-দুই বছর পর এসবের সুফল যখন মানুষের হাতে পৌঁছাবে, তখন জাকির হোসেন নামুর মতো মানুষের আত্মদান সার্থক হবে।

দীর্ঘ ১৭ বছর বাড়িঘর ও আত্মীয়স্বজন ছাড়া প্রবাসে নানা নিপীড়ন সহ্য করে দলের চেয়ারম্যানের দেশে ফেরা এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়াকে একটি ‘বড় ও অস্বাভাবিক ঘটনা’ হিসেবে উল্লেখ করে নেতা-কর্মীদের তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখার আহ্বান জানান রিজভী। বিগত প্রহসনের ‘আমি ও ডামি’ নির্বাচনের পর তৈরি হওয়া হতাশা কাটিয়ে এই বিজয়কে বড় অর্জন হিসেবে আখ্যা দেন তিনি।

বক্তব্যে ৪৫ বছর পর শহীদ জিয়াউর রহমানের হত্যাকারীকে গ্রেপ্তারের প্রসঙ্গ টেনে বিচারহীনতা ও যড়যন্ত্রের কড়া সমালোচনা করেন রিজভী। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘এই ৪৫ বছর সে কোথায় ছিল? আন্তর্জাতিক বা দেশের ভেতরে কারা তাকে আশ্রয় দিয়েছে?’

একই সঙ্গে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে রিজভী বলেন, সে সময় তিনি অন্য দেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তাঁকে অস্ত্র দেওয়া হয়েছিল। দেশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁকে কারা ব্যবহার করেছিল, তা আজ আলোচনার সময় এসেছে।

জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে মুক্তি, ওয়াশিংটন, আবু সাঈদদের ওপর পুলিশের সঙ্গে মিলে গুলি চালিয়ে রক্তের বন্যা বইয়ে দেওয়া হাজার হাজার আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর তাদের কারা আশ্রয় দিয়েছে, সে বিষয়েও জবাব চাওয়ার দাবি করেন তিনি।

Dhaka Furniture's & Mattress

BEST QUALITY • BEST PRICES • BEST SERVICE

QUALITY YOU CAN TRUST | WIDE SELECTION FOR EVERY HOME | EXCELLENT SERVICE EVERY TIME | FAST & RELIABLE DELIVERY

জ্যামাইকা শাখার স্থান পরিবর্তন

149-14 Jamaica Ave (Near Sutphin blvd) (E,F,J & LIRR Train)

LIMITED TIME

22-PIECE PACKAGE DEAL

\$1499

ONLY

\$99

\$149

\$99

Twin \$79 | Full \$89 | Queen \$99

WE HAVE 2 CONVENIENT LOCATIONS

LOCATION 1

Address Changed

NEAR SUTPHIN BLVD

149-14 Jamaica Avenue, NY 11432

Cell: 347-233-3371

LOCATION 2

32-68 Steinway Street, Astoria, NY 11103

Cell: 718-274-9555



Dr. GeeCee Pat



DBA
SARAH HOME CARE



Dr. Shahjadi Parvin
(Sarah)

**PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION
OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE**

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email: info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens,
Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Elderplan Homefirst, | 5. Senior whole Health |
| 2. Healthfirst | 6. Village Care Max |
| 3. Anthem BCBS | 7. Centerlight |
| 4. Elderserve (River-spring) | 8. Hamaspik Choice |
| | 9. OPWDD/CHHA |

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

**We Speak Bengali, English, Hindi
Urdu & Spanish**

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

**We are a Nonprofit Organization recognized
as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the
Internnal Revenue Code.**



সম্পাদকীয় বিশ্বকাপ শেষ, উৎসব কি শেষ?

এক মাসেরও বেশি সময় ধরে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উৎসবের নাম ছিল—ফিফা বিশ্বকাপ। এখন শেষ বাঁশি বেজে গেছে। ট্রফি নতুন চ্যাম্পিয়নের হাতে উঠেছে। স্টেডিয়ামের আলো নিভতে শুরু করেছে। রঙিন পতাকাগুলো গুটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বিশ্বকাপ কি সত্যিই শেষ? হয়তো মার্চের খেলা শেষ হয়েছে, কিন্তু মানুষের ভেতরে যে আবেগ, যে স্মৃতি, যে ঐক্যের অনুভূতি তৈরি হয়েছে, তা এত সহজে শেষ হওয়ার নয়। পৃথিবীতে এমন খুব কম আয়োজন আছে, যা একই সময়ে একই আবেগে কোটি কোটি মানুষকে যুক্ত করতে পারে। ভাষা আলাদা, ধর্ম আলাদা, সংস্কৃতি আলাদা, রাজনৈতিক মতাদর্শ আলাদা—তবুও একটি বল, একটি গোল আর ৯০ মিনিটের খেলাকে কেন্দ্র করে মানুষ একই সঙ্গে হাসে, কাঁদে, উল্লাস করে, আবার হতাশও হয়। বিশ্বকাপ আমাদের বারবার মনে করিয়ে দেয়, মানুষের মিলগুলো আসলে বিভেদের চেয়ে অনেক বড়। এবারের বিশ্বকাপও তার ব্যতিক্রম নয়। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশের মানুষ কোনো না কোনো দলের সমর্থক হয়েছেন। যারা নিজেদের দেশের দলকে পাননি, তারাও প্রিয় খেলোয়াড়, প্রিয় ফুটবল দর্শন কিংবা প্রিয় ইতিহাসকে অনুসরণ করে নতুন করে নিজেদের পরিচয় খুঁজে নিয়েছেন। ফুটবল এখানে শুধু একটি খেলা ছিল না; এটি হয়ে উঠেছিল এক বৈশ্বিক ভাষা।

নিউইয়র্ক, ঢাকা, বুয়েনস আইরেস, মাদ্রিদ, কায়রো, টোকিও কিংবা লাগোস—সব জায়গায় একই দৃশ্য। বিশাল পর্দার সামনে মানুষ। কেউ পতাকা কাঁধে জড়িয়ে আছে, কেউ মুখে রঙ মেখেছে, কেউ অচেনা মানুষের সঙ্গে আলিঙ্গন করছে। খেলা শেষ হওয়ার পরও কেউ অপরিচিত মানুষের সঙ্গে ছবি তুলছে। পৃথিবীর রাজনীতি যেখানে প্রায়ই বিভাজনের ভাষা শেখায়, সেখানে ফুটবল মানুষকে শেখায় পরিচয়ের আগে মানুষ হওয়া। বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় শক্তি এখানেই। এটি মানুষকে প্রতিদ্বন্দ্বী বানায়, শত্রু নয়। মার্চে লড়াই থাকে, কিন্তু খেলা শেষে থাকে করমর্দন। একে অপরকে সম্মান জানানোর যে সংস্কৃতি ফুটবল তৈরি করেছে, সেটি আজকের পৃথিবীর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তবে বিশ্বকাপের আরেকটি বাস্তবতাও আমাদের চোখ এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। ফুটবল এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিনোদন শিল্পগুলোর একটি। এই খেলাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে শত শত বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি। সম্প্রচার স্বত্ব, বিজ্ঞাপন, স্পন্সরশিপ, জার্সি বিক্রি, পর্যটন, প্রযুক্তি, নিরাপত্তা—সব মিলিয়ে বিশ্বকাপ এখন একটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ইঞ্জিন। একটি ম্যাচের সঙ্গে যুক্ত থাকে হাজারো মানুষের কর্মসংস্থান।

কিন্তু একই সঙ্গে একটি প্রশ্নও থেকে যায়। যে শ্রমিক বিশ্বকাপের জার্সি তৈরি করেন, তিনি কি সেই জার্সি কেনার সামর্থ্য রাখেন? যে স্বেচ্ছাসেবক দিন-রাত কাজ করেন, তিনি হয়তো কোনো দিন ভিআইপি বক্সে বসে খেলা দেখতে পারবেন না। যে শিশু কাপড়ের বল বানিয়ে খেলতে খেলতে বড় হয়, সে হয়তো কোনো দিন বিশ্বকাপের স্টেডিয়ামে পৌঁছাবে না। এই পৈরীতাই আধুনিক বিশ্বের বাস্তবতা। তবুও ফুটবলের সৌন্দর্য এখানেই যে, মার্চে সেই বৈষম্যের কোনো মূল্য নেই। সেখানে ধনী-গরিবের পরিচয় নয়, প্রতিভা, পরিশ্রম এবং দলগত ঐক্যই শেষ পর্যন্ত পার্থক্য গড়ে দেয়। ফুটবল অন্তত আমাদের এই স্বপ্ন দেখার সুযোগ দেয় যে, যোগ্যতা এখনো অনেক ক্ষেত্রে জন্মপরিচয়ের চেয়ে বড় হতে পারে। এই বিশ্বকাপ আরেকটি বিষয়ও সামনে নিয়ে এসেছে—স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা। হাজার হাজার তরুণ-তরুণী, মধ্যবয়সী মানুষ, এমনকি অবসরপ্রাপ্ত নাগরিকও এই আয়োজনের অংশ হয়েছেন। তারা আলোচনার কেন্দ্রে ছিলেন না, ক্যামেরাও তাদের খুঁজে বেড়ায়নি। কিন্তু তাদের হাসিমুখ, আন্তরিকতা ও শ্রম ছাড়া এমন একটি আয়োজন সফল হওয়া সম্ভব হতো না। বিশ্বকাপ আমাদের শেখায়, বড় সাফল্যের পেছনে অসংখ্য নীরব মানুষের অবদান থাকে।

বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে, কিন্তু পৃথিবী এখনো অশান্ত। কোথাও যুদ্ধ চলছে, কোথাও ক্ষুধা, কোথাও জলবায়ু সংকট, কোথাও যুগ্মার রাজনীতি। এমন এক সময়ে ফুটবল আমাদের অন্তত কয়েক সপ্তাহের জন্য হলেও মনে করিয়ে দিয়েছে—মানুষ চাইলে একসঙ্গে আনন্দ করতে পারে, একসঙ্গে স্বপ্ন দেখতে পারে। হয়তো এটাই বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় জয়। ট্রফি একজন অধিনায়কের হাতে ওঠে, কিন্তু উৎসবটি হয়ে যায় পুরো পৃথিবীর। শেষ বাঁশি বাজলেও সেই আনন্দ, সেই কাহাা, সেই স্মৃতি এবং সেই মানবিক সংযোগ রয়ে যায় মানুষের হৃদয়ে।

পরবর্তী বিশ্বকাপের জন্য অপেক্ষা আজ থেকেই শুরু। কিন্তু সেই অপেক্ষার মাঝেও আমাদের মনে রাখা উচিত, ফুটবলের সবচেয়ে বড় শিক্ষা ট্রফি জেতা নয়; বরং মানুষকে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে আসা। বিভক্ত পৃথিবীতে এই শিক্ষা আজ আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি প্রয়োজন।

সুশাসনের দাবি ও সংস্কারের চ্যালেঞ্জে সরকার

হাসান মামুন

পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতায় আসা সরকারের পাঁচ মাস অতিক্রান্ত হওয়াটা বড় মাইলফলক নয়। তা সত্ত্বেও প্রশ্ন উঠছে—কেমন গেল সময়টা! আগে নতুন সরকারের ১০০ দিনের কর্মসূচি ঘোষণার রেওয়াজ ছিল। তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের ১৮০ দিনের কিছু কর্মসূচি রয়েছে। পাঁচ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার মুহূর্তে সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে কিছু সাফল্যের বিবরণও। এই সময়ে সরকার চাইলেও কী কী করতে পারেনি, তার বিবরণও দেওয়া যেত। মানুষ তাহলে মিলিয়ে দেখতে পারত, তাদের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সেটা কতখানি যায়।

প্রতিটি সরকার এসেই বলে, খুবই খারাপ পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নিতে হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচিত হয়েও একই বক্তব্য দেওয়া হতো। বর্তমান সরকার তো দায়িত্ব নিয়েছে রক্তক্ষয়ী গণঅভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী শাসনামলের অস্থির পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে। অন্তর্বর্তী সরকারও বলেছিল, তারা ধ্বংসের কিনারে থাকা দেশ পেয়েছে। আগে স্থিতিশীলতা আনতে হবে। কিন্তু সেটা আসেনি। দু-একটি বাদে অন্যান্য ক্ষেত্রে অস্থিতিশীলতা বরং বেড়েছে। তবে বাংলাদেশে যে ‘নির্বাচনী গণতন্ত্র’ উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল, সেটা ফিরিয়ে আনাও কম নয়। বর্তমান সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে এমনটিও বলা হয়েছে, সংস্কার প্রক্রিয়ায় তারা ছিলেন; নইলে হয়তো নির্বাচনটাও মিলত না। তবে দেশের মানুষ নিশ্চয় ভোট দিতে পেরেই তুষ্ট নয়। তারা দেখতে চাইছে দেশটিকে স্থিতিশীল করে সুশাসনের দিকে নিয়ে যেতে সরকারের আন্তরিকতা। যত দিন যাবে, ততই বিষয়টি সমালোচনামূলক দৃষ্টিতেই দেখতে চাইবে তারা। ক্ষমতাসীন দলের একনিষ্ঠ সমর্থকদের কথা অবশ্য আলাদা।

বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে স্বভাবতই ভালো ভালো কথা ছিল। যারা সরকার গঠনে ব্যর্থ হয়েছেন, তাদের বিষয়টিও অভিন্ন। তবে তাদের অঙ্গীকার লোকে ভুলে গেছে। বিরোধী দল হিসেবে ভূমিকার দিকে অবশ্য দৃষ্টি থাকবে মানুষের। সময়ে সময়ে নানা ইস্যুতে রাজপথে যাওয়ার ছমকি দিচ্ছেন তারা। তবে মানুষের প্রত্যাশা—রাজপথ উত্তপ্ত না হোক। তার চেয়ে বেশি প্রত্যাশা সুশাসনের। সেটা সরকারেরই দেওয়ার কথা। আর সুশাসন প্রতিদিনের কাজ; শুধু নির্বাচনী অঙ্গীকারেরও বিষয় নয়। এটা যে কোনো সরকারের স্বাভাবিক দায়িত্ব। অনির্বাচিত অন্তর্বর্তী বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছেও চাওয়া হয় সুশাসন। স্বৈরশাসকরাও সুশাসন নিশ্চিতের কথা বলেন; যদিও জবাবদিহির অভাবে সেটা করতে তারা সাধারণত ব্যর্থ হন।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে মানুষ জবাবদিহিমূলক, গণতান্ত্রিক শাসনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধেও ব্যক্ত হয়েছিল একই প্রত্যাশা। সেটা অবশ্য বারবার হেঁচট খেয়েছে। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিতরাও সুশাসন জোগাতে পারেননি। জবাবদিহির বাইরেও চলে গেছেন বারবার। শেষে নির্বাচন ব্যবস্থাও তারা বিনষ্ট করেছেন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে গিয়ে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল শেখ হাসিনা সরকার। দেশ যাতে সেদিকে আর না যায়, এটা নিশ্চিত করাটা হলো পরিবর্তিত বাস্তবতায় ন্যূনতম লক্ষ্য। সামনে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হবে বর্তমান দলীয় সরকারের অধীনেই। এটা ঘিরে সহিংসতা যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে, আর নির্বাচনটাও সুষ্ঠু হয়। নইলে এ কথাটিও উঠে—স্থানীয় নির্বাচনগুলো



▶ মূল্যায়নের জন্য যথেষ্ট না হলেও এটুকু সময়েই কিন্তু সরকারের বিতর্কিত হওয়ার আশঙ্কা অমূলক ছিল না। সরকারের কাজ অবশ্য কেবল বিতর্ক এড়িয়ে চলা নয়; সুশাসন দিয়ে জনগণকে আশ্বস্ত করা; আশা ও সাহস জাগানো।

তাহলে আমরা সূষ্ঠ করব কীভাবে!

বর্তমান সরকার দায়িত্ব নিয়েই এমন কিছু চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে, যেগুলো তাদের সৃষ্ট নয় কিংবা এসেছে বাইরে থেকে। হাম ও জ্বালানি পরিস্থিতি যেমন। সামনে ডেঙ্গু পরিস্থিতি গেলবারের চেয়েও খারাপ হতে পারে বলে শঙ্কা বিশেষজ্ঞদের। শহরাঞ্চল থেকে এটা ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামাঞ্চলেও। অতিবৃষ্টিজনিত বন্যায় খুব বেশি এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও এর প্রভাব রয়েছে পণ্যবাজারে। মূল্যক্ষীতিতে এটা প্রতিফলিত হচ্ছে নতুন অর্থবছরের শুরুতেই। সরকার মোটামুটি সব পক্ষকে খুশি করে একটা ভারসাম্যপূর্ণ বাজেট প্রদানে সাফল্য দেখিয়েছিল। কিন্তু এর বাস্তবায়ন সুকঠিন। বাজেট দিয়েই তো সব সমস্যা ‘অ্যাদ্রেস’ করা যাবে না। সে জন্য এক অর্থবছরও যথেষ্ট নয়।

সরকারের প্রথম ১৮ মাসে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে লক্ষ্যমাত্রার কথা বলেছিল বিএনপি। তার ধারেকাছেও যাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। বিভিন্ন খাতে কর্মচ্যুতির ঘটনা বরং উদ্বেগজনক। এক বছরেও নতুন বিনিয়োগে কতখানি অগ্রগতি হবে—জোরেশোরে বলা যাচ্ছে না। যদিও সাড়ে ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের কথা সাহস করেই বলা হয়েছে বাজেটে। নতুন ঋণ কর্মসূচির আলোচনায় ঢুকে আইএমএফ প্রতিনিধি দল বলে গেছে, সুনির্দিষ্ট সংস্কারগুলো না হলে সাড়ে ৩ শতাংশের নিচেও নেমে যেতে পারে প্রবৃদ্ধি। তার মানে, সেটা হবে সদ্যসমাপ্ত অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির চেয়েও কম!

এদিকে, রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের দাবি কমজোরি হয়ে পড়েছে। সরকার অবশ্য বলে যাচ্ছে,

জুলাই সনদ ‘অক্ষরে অক্ষরে’ বাস্তবায়ন করা হবে। সংস্কার প্রশ্নে কম আশাবাদীদের দাবি—বিএনপি এ ক্ষেত্রে নিজ অঙ্গীকারটুকু বাস্তবায়ন করে দেখাক। যেসব প্রশ্নে মার্চে থাকা সব পক্ষ একমত হয়েছিল, কেবল সেগুলোর বাস্তবায়ন হলেও ইস্যুটির একটা গ্রহণযোগ্য নিষ্পত্তি হয়। গত পাঁচ মাসে এ ক্ষেত্রে সরকার যা যা করেছে, সে বিষয়ে সচেতন নাগরিকরা অবগত। সর্বোচ্চ আদালতে নিষ্পত্তির পর সামনে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে সংসদে কিছু কাজ করতে হবে। এটাও সরকারের জন্য পরীক্ষা।

নীতিগত এসব প্রশ্নে উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিত্যদিনের সুশাসনে স্পষ্ট অগ্রগতি দেখাতে হবে সরকারকে। প্রশাসনসহ সরকারি খাতে বেতন বাড়ছে চলতি মাস থেকে। এ অবস্থায় জনকল্যাণে কিছুটা হলেও নিয়োজিত করতে হবে প্রশাসনকে। তাদের হাতে বেসরকারি খাতের মানুষজন হেনস্তা হওয়ার বদলে যেন কিছু সেবা পান। বেসরকারি খাত ঘুরে দাঁড়াতে না পারলে কিন্তু ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ব্যাংক খাত এখনও দুর্দশায়। খাতটিতে লুটেরাদের প্রত্যাবর্তনের শঙ্কা দূর করতে অবশ্য দেরিতে হলেও এগিয়ে এসেছে সরকার; আইন সংশোধন করে। এমনতার শঙ্কাই বা কেন জন্মাতে দেওয়া হয়েছিল, বোধগম্য নয়।

গত পাঁচ মাসে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে; গোটা সরকারের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হতে হবে। মূল্যায়নের জন্য যথেষ্ট না হলেও এটুকু সময়েই কিন্তু সরকারের বিতর্কিত হওয়ার আশঙ্কা অমূলক ছিল না। সরকারের কাজ অবশ্য কেবল বিতর্ক এড়িয়ে চলা নয়; সুশাসন দিয়ে জনগণকে আশ্বস্ত করা; আশা ও সাহস জাগানো। সংস্কারে ধীরে এগোতে চাওয়ার কারণ তো অযোগ্যম্য নয়। সংস্কার প্রক্রিয়া সরকারকে সুশাসন দিতে সক্ষম করে তুলবে, এটাও বলা হয়ে থাকে। সমালোচনার চাপ কম থাকাকালে কিছু ‘অপ্রিয় সংস্কার’ করে ফেলা যেত বলেও মত অনেকের। সংস্কার, এমনকি সুশাসন দেওয়ার চেষ্টা ক্ষমতাসীনদের ভেতর থেকেও প্রতিরোধের মুখে পড়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর ‘কোর টিম’ এ বিষয়ে কতটা সতর্ক, দেখার বিষয়।

সাংবাদিক, কলাম লেখক

ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভ কতদূর গড়াতে পারে

হান্না এলিস-পিটারসন

ককরোচ জনতা পার্টি (সিজিপি) অনলাইনে কৌতুক হিসেবে যার সূচনা ঘটেছিল, তাই ভারতের লাখ লাখ ক্ষুর তরুণ-তরুণীর প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। এই তরুণদের ওপর ভর করে এটি অল্প সময়ে নরেন্দ্র মোদির শক্তিশালী ডানপন্থি সরকারের জন্য সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জগুলোর একটি হয়ে উঠেছে। সিজিপি সমর্থকদের ডাক দেওয়া শুরু করে এবং দলটির প্রতিষ্ঠাতা দীপকে এই আন্দোলন ভারতের লাখ লাখ শিক্ষার্থীর অন্যতম প্রধান সমস্যার ঘিরে গড়ে তোলে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, যা বারবার সর্বোচ্চ দরদাতাদের কাছে বিক্রি হয়ে আসছে।

সফল হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের ওপর প্রবল মানসিক চাপ থাকে। মাত্র এক লাখ ৩০ হাজার আসনের জন্য লড়েন ২০ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী। পরিবারগুলো সর্বশ্ব হারিয়ে এবং বিপুল ঋণের জালে জড়িয়ে সম্ভানদের ‘নিট’ নামে পরিচিত এই কঠিন পরীক্ষার কোটিং করায়। এমনকি বর্তমানে ভারত সরকার উচ্চশিক্ষায় যে বাজেট দেয়, তার চেয়ে বেশি অর্থ খরচ হয় এই প্রাইভেট টিউশনে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের একটি ধারাবাহিক চক্রের কারণে লাখ লাখ শিক্ষার্থীকে বারবার পরীক্ষা দিতে হয়েছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এর সঙ্গে জড়িত ডজন ডজন আত্মহতয়ার ঘটনা ঘটে। তাছাড়া শুধু নিট পরীক্ষা নয়, অন্য আরও অনেক পরীক্ষার প্রশ্নও ফাঁস হয়েছে। এই পরীক্ষার জালিয়াতির দায় না নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে। সিজিপি এই ইস্যুতে সমর্থকদের একজোট করতে শুরু করে এবং প্রশ্ন ফাঁসের জন্য সরকারকে জবাবদিহি করার এবং শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি তোলে।

এবার সিজিপি সমর্থকরা দিল্লিতে তাদের দ্বিতীয় বড় ধরনের বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা পণ করে যে, ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ না করা পর্যন্ত মার্চ ছাড়বে না। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগ



দেন লাদাখের বিশিষ্ট প্রকৌশলী ও শিক্ষা সংস্কারপন্থি সোনম ওয়াংচুক। গত বছর সরকার তার কর্মকাণ্ডের জন্য সম্ভ্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার করেছিল। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে সহতি জানিয়ে ওয়াংচুক অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে অনশনের ঘোষণা দেন। শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ না করা পর্যন্ত তিনি কিছুই গ্রহণ করবেন না বলে ঘোষণা দেন।

বিক্ষোভ এবং ওয়াংচুকের অনশন চলতে থাকায় বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় বিরোধীদলীয় নেতা তাদের দেখতে যান। কিন্তু মোদি সরকার সিজিপি বা ওয়াংচুকের সঙ্গে কোনো আলোচনায় বসেননি, উল্টো শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান তাদের ‘সম্ভ্রাসীদের বি-টিম’ বলে উড়িয়ে দেন।

অনশনের দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় পার হলেও

ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। এতে সরকার তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে। ১৮ দিন পর দিল্লির আদালত প্রতিদিন তার স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দেয়। অনশনের ২০তম দিনে, অর্থাৎ রোববার ভোরের দিকে দিল্লি পুলিশ এসে জোরপূর্বক ওয়াংচুককে তুলে নিয়ে যায় এবং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে। এ নিয়ে সারাদেশে নিন্দার ঝড় ওঠে। পুলিশ দাবি করে যে তার স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্যই এটি করা হয়েছে, তবে ওয়াংচুকের স্ত্রী এটাকে ‘বেআইনি আটক’ হিসেবে আখ্যা দেন। হাসপাতালের বিছানা থেকেই ওয়াংচুক সিজিপির সমর্থকদের সোমবার সংসদ অভিমুখে পদযাত্রা করার এবং ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি জানিয়ে ডাক দেন।

সোমবারের সিজিপির এই বিক্ষোভ বিগত বছ বছরের মধ্যে সরকারবিরোধী সবচেয়ে বড় আন্দোলনে রূপ নেয়। সকাল থেকেই হাজার হাজার বিক্ষোভকারী মধ্য দিল্লির রাজপথে জড়ো হতে শুরু করেন এবং রাতভর সেখানে অবস্থান নেওয়া শত শত মানুষের সঙ্গে যোগ দেন। জনতার সিংহভাগই ছিল শিক্ষার্থী ও তরুণ সমাজের, প্রশ্ন ফাঁসে ক্ষতিগ্রস্ত বহু শিক্ষার্থীর অভিভাবকরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

দিল্লি পুলিশ আন্দোলনকারীদের সংসদ অভিমুখে পদযাত্রা করার অনুমতি দেয়নি। শহরের বিভিন্ন সড়ক ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেওয়া হয়, ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং আন্দোলনকারীদের সংসদ ভবন থেকে প্রায় এক মাইল দূরে ঘিরে রাখা হয়। তা সত্ত্বেও হাজার হাজার মানুষ আসতে থাকেন এবং বিকেলের আগেই সেখানে ২০ হাজারেরও বেশি মানুষের জমায়েত ঘটে।

জনতা যখন জোর করে সংসদের দিকে এগোনোর চেষ্টা করে, তখন পুলিশ লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাসসহ সহিংস দমনপীড়ন চালায়। এতে সিজিপি নেতা ও বিরোধী রাজনীতিকরা ক্ষুব্ধ হন। সংঘর্ষে আন্দোলনকারী ও পুলিশ সদস্য উভয়ই আহত হন। দীপকে পুলিশের এই আক্রমণকে ‘অত্যন্ত নির্মম’ বলে তীব্র নিন্দা জানান।

সিজিপির এই আন্দোলনকে এতদিন ধরে উপেক্ষা করার পর, অবশেষে সোমবার সকালে মোদি সরকার এক বৈঠকের প্রস্তাব দেয়। ১০ মিনিটের সংক্ষিপ্ত সেই আলোচনায় সিজিপির পক্ষ থেকে তিনটি দাবি তুলে ধরা হলেও দলটির মুখপাত্র জানান যে সরকার ‘কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি’।

এই আন্দোলনের ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান একাশ্যে

কোনো মন্তব্য করেননি। সোমবারের শেষদিকে পুলিশ দিল্লির

ওই প্রতিবাদ শিবির খালি করার চেষ্টা করলেও দীপকে জোর

দিয়ে বলেছেন, ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ না করা পর্যন্ত তারা

সরবে না। সামাজিক মাধ্যম এক্স পোস্টে দলটির পক্ষ থেকে

লেখা হয় যে, ‘আমাদের এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলন শেষ হচ্ছে না!’

গার্ডিয়ানের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক প্রতিনিধি

ফ্যাসিস্টকে বিতাড়নই এই প্রজন্মের মুক্তিযুদ্ধ

আবদুল হামিদ মাহবুব

এই লেখা যখন লিখছি, তখন ২০২৬ সালের জুলাই মাসের দ্বিতীয় সাপ্তাহ চলছে। স্বভাবতই ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান লেখার বিষয়। এই লেখার সকল বিষয় আমার ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ। সবাই একমত হবেন, এমন দাবি করি না। লেখাটি পড়ে কেউ বলবেন, ভালো। কেউ কেউ বলবেন, খুব ভালো। আবার কেউ কেউ সমালোচনা করবেন। অনেকে গাল-মন্দও দিবেন। সেটাই স্বাভাবিক। আমি সকলের মতামতকেই সম্মান করি।

আমি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানকে এক জিনিস মনে করি না। দুটি ঘটনার বাস্তবতা আলাদা। উদ্দেশ্যও আলাদা। কিন্তু একটি বিষয় আমাকে ভাবায়। যারা ১৯৭১ দেখেনি, ১৯৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনও দেখেনি, অথচ ২০২৪ সালের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে, গুলির সামনে দাঁড়িয়েছে, শহীদ হয়েছে বা পঙ্গুত্ব বরণ করেছে, তাদের কাছে এই অভ্যুত্থানই জীবনের সবচেয়ে বড় সংগ্রাম। তাই তারা যদি এটিকে তাদের প্রজন্মের মুক্তিযুদ্ধ বা নতুন স্বাধীনতার লড়াই বলে, তাহলে সেই অনুভূতিকে এক কথায় ভুল বলে উড়িয়ে দেওয়া কি ঠিক হবে?

আমি নিজে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারিনি। তখন আমি তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। কিন্তু ১৯৯০ সালের এরশাদবিরোধী আন্দোলনে মাঠে ছিলাম। ২০২৪ সালের আন্দোলনেও শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছি। কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসেবে নয়। বিবেকের তাড়নায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো একজন নাগরিক হিসেবে।

যারা ২০২৪ সালের আন্দোলনে অংশ নিয়েছে, তাদের অনেকেই ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বই পড়ে জেনেছে। তারা যুদ্ধ দেখেনি। কিন্তু নিজের চোখে দেখেছে গুলি, মৃত্যু, রক্ত, গ্রেপ্তার, ভয় এবং প্রতিরোধ। তাদের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই তারা স্বাধীনতার অর্থ খুঁজেছে। সেই কারণে তারা এই আন্দোলনকে মুক্তিযুদ্ধের সমতুল্য মনে করলে আমি তাদের দোষ দিতে পারি না।

১৯৭১ সালে আমরা যুদ্ধ করেছি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ, বৈষম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে। পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ ব্যবহার করে



নিজেদের সমৃদ্ধ করছিল। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ছিল অবহেলিত। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পরও ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়নি। সেই পরিস্থিতি মুক্তিযুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে।

২০২৪ সালের বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। কিন্তু মানুষের ক্ষোভের কারণও কম ছিল না। বহু মানুষ মনে করেছিল, টানা তিনটি নির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় থেকে শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সংকুচিত করেছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সীমিত হয়েছে। বিরোধী মতের মানুষের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন হয়েছে। গুম, ক্রসফায়ার, রাজনৈতিক মামলা এবং ভয়ের সংস্কৃতি নিয়ে বহু অভিযোগ তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে দুর্নীতি, অর্থ পাচার এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক ব্যবহারের অভিযোগও মানুষের ক্ষোভ বাড়িয়েছে। এই ক্ষোভই শেষ পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থানের রূপ নিয়েছে; এমনটাই বিশ্বাস করেন আন্দোলনের সমর্থকেরা।

গত সতেরো বছর ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আন্দোলন করেছে। কিন্তু তারা শেখ হাসিনার সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ছাত্র-যুবক এবং সাধারণ মানুষ একসঙ্গে রাস্তায় নেমেছে। তারা জীবন দিয়েছে। অসংখ্য মানুষ আহত হয়েছে।

অনেকেই চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়েছে। এই আত্মত্যাগ তাদের কাছে একটি যুদ্ধেরই নাম। তারা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেনি। কিন্তু রাষ্ট্রের শক্তির বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখে লড়েছে। তাই নিজেদের যোদ্ধা বলার অধিকার তাদের অবশ্যই আছে।

কেউ আলোচনার টেবিলে ক্ষমতা ছেড়ে যায়নি। আন্দোলন, সংঘর্ষ এবং জনতার চাপের মধ্যেই শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর অনেক ঘনিষ্ঠ সহযোগীও দেশ ছেড়েছেন। কেউ গ্রেপ্তার হয়েছেন। কেউ বিচারপ্রক্রিয়ার মুখোমুখি হয়েছেন। আবার অনেকে এখনো বিভিন্নভাবে আগের সরকারের পক্ষে বক্তব্য দিচ্ছেন। এই বাস্তবতাও অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

অনেকে বলেন, ২০২৪ সালের অভ্যুত্থান ছিল একটি ষড়যন্ত্র বা পরিকল্পিত ডিজাইনের ফল। আবার অন্যদিকে আন্দোলনের সমর্থকেরা মনে করেন, জনগণের দীর্ঘদিনের ক্ষোভই ছিল এর মূল শক্তি। সত্য কী, তার পূর্ণ মূল্যায়ন হয়তো ইতিহাসই একদিন করবে। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট। দেশের বড় একটি অংশ তখন পরিবর্তন চেয়েছিল। সেই জনমতকে অস্বীকার করা কঠিন।

আরেকটি বিষয় প্রায়ই আলোচনায় আসে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। বহু বছর ধরে আমরা

জেনে এসেছি, সেটি ছিল পাকিস্তানি শাসকদের করা একটি মিথ্যা মামলা। বঙ্গবন্ধুও সেটিকে মিথ্যা মামলা বলেছেন। তবে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন গবেষণা ও স্মৃতিচারণে এমন তথ্যও সামনে এসেছে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্য নিয়ে গোপন যোগাযোগ ও পরিকল্পনার বিষয়টি পুরোপুরি ভিত্তিহীন ছিল না। ইতিহাসের এই অধ্যায় এখনো গবেষণার বিষয়। সেই কারণেই বর্তমান সময়ে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পেছনেও কোনো পরিকল্পনা ছিল কি না, তা নিয়েও নানা আলোচনা আছে। তবে এসব বিতর্কের বাইরেও মানুষের ক্ষোভ এবং আন্দোলনের বাস্তবতা ছিল স্পষ্ট।

আমি মনে করি, শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসেবে যে রাজনৈতিক ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করতেন, সেই ঐতিহ্য রক্ষার পরিবর্তে তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের অধিকার সীমিত করার অভিযোগই বেশি জোরালো হয়ে উঠেছিল। অনেকের কাছে সেই শাসনব্যবস্থা পাকিস্তানি আমলের শোষণের স্মৃতিও মনে করিয়ে দিয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, কিছু ক্ষেত্রে সেই দমন-পীড়নের অনুভূতি আরও গভীর ছিল। এটি অবশ্যই একটি রাজনৈতিক মূল্যায়ন। তবে এমন অনুভূতি সমাজের একটি বড় অংশের মধ্যে ছিল।

এই প্রসঙ্গে আমার বারবার মনে পড়ে

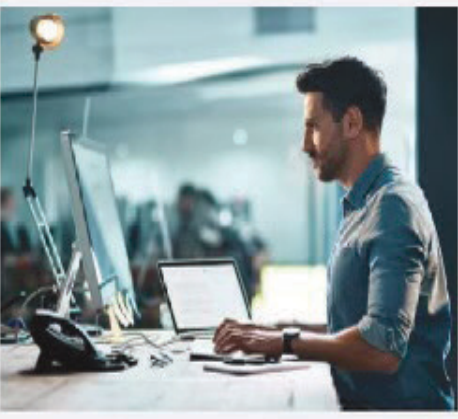
সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র ‘হীরক রাজার দেশে’। সেখানে হীরক রাজা নিজের চারপাশে শুধু প্রশংসাকারীদের রেখেছিলেন। বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। শেষ দৃশ্যে সাধারণ মানুষ ‘দড়ি ধরে মার টান, রাজা হবে খান খান’; এমন বলতে বলতে তাঁর বিশাল মূর্তি ভেঙে দেয়। প্রতিবাদের সেই প্রতীকী দৃশ্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়, কোনো শাসকই জনগণের ইচ্ছার উর্ধ্বে নন। জনগণ যখন সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষমতাও টিকে থাকতে পারে না।

আজ প্রায় দুই বছর হতে চলেছে। কিন্তু শেখ হাসিনা এবং তাঁর সমর্থকদের একটি অংশ এখনো পরাজয় মেনে নিতে পারেননি বলে অনেকের ধারণা। বিভিন্ন বক্তব্য, প্রচার ও পাল্টা বয়ানের মাধ্যমে ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে আন্দোলনের সমর্থকেরা মনে করেন, এটি ছিল জনগণের বিজয়। ইতিহাসে এমনটাই দেখা যায়। পরাজিত শক্তি সহজে নিজেদের পরাজয় স্বীকার করে না। তারা আবার ফিরে আসার চেষ্টা করে। বিজয়ী পক্ষও নিজের অবস্থান প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এভাবেই রাজনৈতিক লড়াই চলতে থাকে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পক্ষের একজন মানুষ। এই অবস্থানের কারণে আমাকে নানা গালি শুনতে হয়েছে। কেউ রাজাকার বলেছে। কেউ আলবদর বলেছে। কেউ পাকিস্তানের দালাল বলেছে। এসব আমাকে বিচলিত করে না। আমি মনে করি, মতের অমিল থাকতেই পারে। কিন্তু ইতিহাসকে সামনে রেখে আমাদের সবাইকে আত্মসমালোচনাও করতে হবে। যারা ক্ষমতায় থেকে অন্যায় করেছেন, তাদের আইনের মুখোমুখি হতে হবে। বিচার হতে হবে। ন্যায়বিচারের পথেই জাতির সামনে সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রতিশোধ নয়, আইনের শাসনই হতে হবে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের ভিত্তি।

আমার কাছে ১৯৭১ এবং ২০২৪ এক নয়। একটিতে জন্ম নিয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। অন্যটিতে একটি প্রজন্ম নিজেদের ভাষায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস দেখিয়েছে। কিন্তু এই প্রজন্ম যদি বলে, ফ্যাসিস্টকে বিতাড়নই তাদের মুক্তিযুদ্ধ, তাহলে আমি সেই অনুভূতিকে অসম্মান করতে চাই না। কারণ প্রতিটি প্রজন্মই তাদের সবচেয়ে বড় সংগ্রামের মধ্য দিয়েই নিজেদের ইতিহাস লিখে যায়।

লেখক: সাংবাদিক ও শিশুসাহিত্যিক





জটিল আইটি সমস্যার সমাধান আমাদের কাছেই

আমাদের সেবা সমূহ

- বিজনেস ইমেইল এবং ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট
- আপনার তথ্য হ্যাকার এর কাছ থেকে সুরক্ষিত রাখা
- ক্লাউডের মাধ্যমে আপনার ফাইল ব্যাকআপ রাখা
- ওয়্যারলেস/নেটওয়ার্ক এবং সার্ভার সেটআপ
- আপনার টেক কনসালটেন্ট
- সিকিউরিটি ক্যামেরা সেটআপ
- ক্যাবলিং এবং ওয়্যারিং (লো ভোল্টেজ)
- বিজনেস ফোন সেটআপ
- অডিও/ভিডিও সরঞ্জাম সেটআপ
- লাইভ স্ট্রিমিং সেটআপ

আমরা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি সেজন্য আজ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!

যোগাযোগ মাধ্যমঃ

516-853-0476 hello@interlinked360.com www.interlinked360.com

লায়লাতুল কদরের ফজীলত ও করণীয়

ইমতিয়াজ মাহমুদ

রামাযান মাস আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের জন্য রহমত, মাগফিরাত এবং নাজাতের এক মহামূল্যবান উপহার। এই মাসের প্রতিটি দিন ও রাতই বরকতময়, কিন্তু এর শেষ দশক এমন এক সময়, যা পুরো বছরের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে বিবেচিত। আর এই শেষ দশকের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এমন একটি রাত, যা সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহলায়লাতুল রুদর।

লায়লাতুল রুদর এমন একটি রাত, যার মর্যাদা ও ফযীলত সম্পর্কে যতই বলা হোক, তা কমই বলা হবে। কারণ এটি এমন একটি রাত, যার মূল্য আল্লাহ নিজেই নির্ধারণ করেছেন এবং যার মর্যাদা বোঝাতে তিনি কুরআনে একটি পূর্ণ সূরা নাযিল করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, “আমি এই কুরআন রুদরের রাতে নাযিল করেছি। তুমি কি জানো রুদরের রাত কী? রুদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এই রাতে ফেরেশতারা এবং জিবরাইল তাদের প্রতিপালকের অনুমতিতে সব সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতরণ করেন। এই রাত শান্তিময়, যা ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত থাকে।”(সূরা কদর ৯৭:১–৫)

এই আয়াতগুলোর দিকে গভীরভাবে তাকালে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝা যায়।

প্রথমত, এই রাতের সাথে কুরআনের সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড় হিদায়াতের গ্রন্থ কুরআন যে রাতে নাযিল হয়েছে, সেই রাতের মর্যাদা কত বড় হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ নিজেই প্রশ্ন করেছেন “তুমি কি জানো রুদরের রাত কী?” এটি এমন একটি অলংকারপূর্ণ প্রশ্ন, যার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে মানুষ নিজের চিন্তা দিয়ে এর প্রকৃত মর্যাদা বুঝতে পারবে না, আল্লাহ নিজেই এর মর্যাদা জানাচ্ছেন।

তৃতীয়ত, হাজার মাসের তুলনা দিয়ে আল্লাহ বুঝিয়েছেন এটি শুধু একটি ভালো রাত নয়; বরং সময়ের দিক থেকে একটি অসাধারণ সুযোগ।

যদি আমরা হিসাব করি, হাজার মাস মানে প্রায় ৮৩ বছর ৪ মাস। অর্থাৎ একজন মানুষ যদি এই একটি রাত সঠিকভাবে ইবাদতে কাটায়, তাহলে সে যেন একটি পূর্ণ জীবনের ইবাদতের সমপরিমাণ সওয়াব পেয়ে যায়। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—এটি শুধু গাণিতিক হিসাব নয়; বরং এটি আল্লাহর রহমতের প্রকাশ। আল্লাহ চাইলে মানুষকে শুধু তার আমলের সমান প্রতিদান দিতেন, কিন্তু তিনি তার দয়ার কারণে অল্প আমলেও অসীম প্রতিদান দেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় লায়লাতুল রুদরের রাতে ইবাদতে দাঁড়াবে, তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।” (সহিহ বুখারি: ১৯০১, সহিহ মুসলিম: ৭৬০)

এই হাদিসে দুটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম শর্ত হলো ঈমান অর্থাৎ এই রাতে ইবাদত করতে হবে এই বিশ্বাস নিয়ে যে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি বিশেষ রাত। দ্বিতীয় শর্ত হলো সওয়াবের আশা অর্থাৎ লোক দেখানো বা অভ্যাসবশত নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত



করতে হবে। এই দুটি শর্ত পূরণ হলে আল্লাহ অতীতের গুনাহ মাফ করে দেন। এটি কত বড় সুযোগ, তা আমরা অনেক সময় উপলব্ধি করতে পারি না।

লায়লাতুল রুদরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এটি তাকদীরের রাত। অনেক আলেম বলেন, এই রাতে পরবর্তী বছরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ফেরেশতাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।আল্লাহ বলেন,“এই রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয়।” (সূরা দুখান ৪৪:৪)

অর্থাৎ মানুষের রিযিক, মৃত্যু, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ইত্যাদি বিষয় ফেরেশতাদের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত হয়। এটি আমাদের জন্য একটি বড় শিক্ষা এই রাতে শুধু নফল ইবাদত নয়; বরং নিজের ভবিষ্যতের জন্যও আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন দেখলে আমরা বুঝতে পারি, তিনি এই রাতকে কত গুরুত্ব দিতেন। আয়েশা (রা.) বলেন, “রামাযানের শেষ দশক আসলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত জেগে ইবাদত করতেন, তাঁর পরিবারকে জাগাতেন এবং ইবাদতে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতেন।” (সহিহ বুখারি: ২০২৪, সহিহ মুসলিম: ১১৭৪)

এই হাদিসের একটি বড় শিক্ষা হলো রাসুল শুধু নিজে ইবাদত করতেন না; বরং তাঁর পরিবারকেও ইবাদতের দিকে উৎসাহ দিতেন। এখান থেকে বোঝা যায় একজন প্রকৃত মুমিন শুধু নিজের আখিরাত নিয়ে চিন্তা করে না; বরং নিজের পরিবারকেও আখিরাতের পথে নিয়ে যেতে চায়।

লায়লাতুল রুদর অনুসন্ধানের জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষভাবে শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

“তোমরা রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে লায়লাতুল রুদর অনুসন্ধান কর।” (সহিহ বুখারি: ২০১৭) এই কারণে ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ রাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলোনির্দিষ্ট করে কোনো একটি রাতকে নিশ্চিতভাবে লায়লাতুল রুদর বলা হয়নি। এর একটি বড় হিকমত হলো যেন মানুষ শুধু একটি রাত নয়, বরং পুরো শেষ দশকই ইবাদতে কাটায়।

লায়লাতুল রুদরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমল হলো নামাজ। বিশেষ করে তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাজ আদায় করে শেষ পর্যন্ত থাকে, তার জন্য পুরো রাত ইবাদতের সওয়াব লেখা হয়।” (সুনানে তিরমিযি: ৮০৬)

এটি একটি বড় সুসংবাদ। কারণ অনেকেই মনে করে সারারাত জেগে না থাকলে হয়তো সওয়াব পাওয়া যাবে না। কিন্তু এই হাদিস দেখায় সঠিকভাবে কিছু সময় ইবাদত করলেও আল্লাহ পূর্ণ রাতের সওয়াব দিতে পারেন।

কুরআন তেলাওয়াত এই রাতের একটি বিশেষ আমল। কারণ এই রাতই কুরআনের রাত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর পড়বে, সে একটি নেকি পাবে, আর প্রতিটি নেকি দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে।(সুনানে তিরমিযি: ২৯১০)

যদি আমরা এই হিসাব করি, তাহলে বোঝা যায় লায়লাতুল রুদরের রাতে কুরআন তেলাওয়াতের সওয়াব কত বিশাল হতে পারে। দোয়া এই রাতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। আয়েশা (রা.) জিজেস করেছিলেন, যদি আমি লায়লাতুল রুদর পাই তাহলে কী পড়ব? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন: “হে আল্লাহ! তুমি

হাফেজ ফয়সাল আহমাদ।

মানুষ সামাজিক জীব। একা থাকা মানুষের স্বভাব নয়। পরিবার, বন্ধু, সহকর্মী, আত্মীয় এই সম্পর্কগুলোর সমন্বয়েই মানুষের জীবন পূর্ণতা পায়। কিন্তু যেখানে সম্পর্ক আছে, সেখানে কখনো না কখনো ভুল বোঝাবুঝি, মান-অভিমান, কষ্ট বা দূরত্ব আসবেই। এটি মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অংশ। সমস্যা মান-অভিমান হওয়া নয়; আসল সমস্যা হলো এই সাময়িক দূরত্বকে স্থায়ী শত্রুতায় পরিণত করা।

ইসলাম মানুষের সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ একটি সুস্থ সমাজ গড়ে ওঠে সুস্থ সম্পর্কের উপর। আর ভাঙা সম্পর্কের সমাজ কখনো শক্তিশালী হতে পারে না। তাই ইসলাম শুধু ইবাদতের শিক্ষা দেয়নি, বরং হৃদয়কে কিভাবে পরিষ্কার রাখতে হয় এবং সম্পর্ককে কিভাবে টিকিয়ে রাখতে হয় তারও শিক্ষা দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, “নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। তাই তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও” (সূরা হুজুরাত ৪৯:১০)।

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, মুসলমানদের সম্পর্ক শুধু সামাজিক নয়, এটি ঈমানের সম্পর্ক। তাই এই সম্পর্ক নষ্ট হওয়া মানে শুধু একটি ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়; বরং এটি ঈমানী ভ্রাতৃত্বের দুর্বলতা।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দু’জন মানুষের মাঝে দূরত্ব তৈরি হলে সেখানে শয়তান সবচেয়ে বেশি খুশি হয়। কারণ শয়তান জানে, যদি সে মুসলমানদের মধ্যে ভালাবাসা নষ্ট করতে পারে, তাহলে তাদের শক্তি দুর্বল হয়ে যাবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “শয়তান এই ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে যে, মুসলমানরা তাকে উপাসনা করবে। কিন্তু তাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া লাগাতে সে এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে” (সহিহ মুসলিম: ২৮১২)।

অর্থাৎ যখন দুইজন মানুষ ঝগড়া করে এবং কথা বন্ধ রাখে, তখন তারা বুঝতে পারে না যে তারা আসলে শয়তানের একটি পরিকল্পনার অংশ হয়ে গেছে।

মান-অভিমানের সময় মানুষের সবচেয়ে বড় বাধা হলো অহংকার বা ইগো। মানুষ ভাবে আমি কেন আগে কথা বলব? আমি কেন আগে ক্ষমা চাইব? আমি আগে এগিয়ে গেলে কি আমার সম্মান কমে যাবে?

কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত সম্মান অহংকারে নয়; বরং বিনয়ে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয় যে সে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি কথা বন্ধ রাখবে... আর তাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে আগে সালাম দেয়” (সহিহ বুখারি: ৬০৭৭, সহিহ মুসলিম: ২৫৬০)।

একটু চিন্তা করলে বোঝা যায়, এখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মনস্তত্ত্বের একটি বড় সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন। তিনি বলেননি কে সঠিক বা কে ভুল। বরং তিনি বলেছেন যে আগে

হৃদয়ের দূরত্ব কমাতে ইসলামের শিক্ষা

সম্পর্ক ঠিক করার উদ্যোগ নেবে, সেই উত্তম।

অর্থাৎ ইসলামে সম্পর্ক ঠিক করা মানে হেরে যাওয়া নয়; বরং এটি একটি আধ্যাত্মিক বিজয়।

অনেক সময় একটি সালামই ভাঙা সম্পর্ক জোড়া লাগানোর শুরু হতে পারে। একটি হাসি, একটি খোঁজ নেওয়া, একটি ছোট বার্তা এসব অনেক বড় দূরত্ব কমিয়ে দিতে পারে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, তাহলে তোমাদের মধ্যে ভালাবাসা সৃষ্টি হবে” (সহিহ মুসলিম: ৫৪)।

এখানে একটি গভীর শিক্ষা আছে। ভালাবাসা শুধু আবেগ দিয়ে তৈরি হয় না; বরং কিছু ছোট ছোট আমলের মাধ্যমে তা তৈরি হয়। সালাম দেওয়া, কুশল জিজেস করা, হাত মিলানো—এই ছোট কাজগুলো হৃদয়কে নরম করে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, “দু’জন মুসলমান যখন সাক্ষাৎ করে এবং হাত মিলায়, তখন আলাদা হওয়ার আগেই তাদের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়” (সুনানে আবু দাউদ: ৫২১২)।

এটি প্রমাণ করে, সম্পর্ক ঠিক করা শুধু সামাজিক কাজ নয়; এটি একটি ইবাদতও। মান-অভিমান দূর করার আরেকটি সুন্দর মাধ্যম হলো উপহার দেওয়া। উপহার মানুষের অন্তরের কর্তোরতা দূর করে। অনেক সময় মুখে ‘সরি’ বলা কঠিন হয়। কিন্তু একটি ছোট উপহার সেই কাজ সহজ করে দেয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমরা একে অপরকে উপহার দাও, তাহলে তোমাদের মধ্যে ভালাবাসা সৃষ্টি হবে” (আল-আদাবুল মুফরাদ: ৫৯৪)। এখানে বিষয়টি শুধু বস্তুগত উপহার নয়; বরং এর মধ্যে লুকিয়ে আছে একটি মানসিক বার্তা—“তুমি এখনও আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।” মান-অভিমান ধরে রাখার আরেকটি বড় ক্ষতি হলো—এটি মানুষের আমল নষ্ট করে দিতে পারে।

একটু গভীরভাবে ভাবলে বোঝা যায়

মানুষ সাধারণত বড় শত্রুর কারণে

কষ্ট পায় না; বরং কাছের মানুষের

দূরত্ব তাকে বেশি কষ্ট দেয়। তাই

সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা একটি ইবাদত,

একটি চরিত্র, একটি আধ্যাত্মিক

পরিপক্বতা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

“সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমল আল্লাহর কাছে পেশ করা হয়। তখন প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করা হয়, কিন্তু সেই দুইজনকে নয়, যাদের মধ্যে শত্রুতা আছে। বলা হয়—এদের অপেক্ষা করাও যতক্ষণ না তারা মীমাংসা করে” (সহিহ মুসলিম: ২৫৬৫)।

এই হাদিস আমাদের জন্য একটি সতর্কবার্তা। আমরা হয়তো নামাজ পড়ছি, রোজা রাখছি, দান করছি কিন্তু একটি সম্পর্ক ঠিক না করার কারণে আমাদের ক্ষমা বিলম্বিত হচ্ছে। এটি কত বড় ক্ষতি একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়।

সম্পর্ক ঠিক করার জন্য ইসলামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো অন্যের জন্য অজুহাত খোঁজা। মানুষ সাধারণত

অন্যের ভুলকে বড় করে দেখে, কিন্তু তার পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করে না। অথচ ইসলামী চরিত্র হলো ভালো ব্যাখ্যা খোঁজা। হাসান বসরী (রহ.) বলেছেন, “মুমিন তার ভাইয়ের জন্য অজুহাত খোঁজে, আর মুনাফিক তার ভুল খোঁজে।”

অর্থাৎ যদি কেউ এমন কিছু করে যা আপনাকে কষ্ট দেয়, তাহলে সাথে সাথে খারাপ ধারণা না করে ভাবুন

হয়তো সে কষ্টে ছিল, হয়তো সে ভুল বুঝেছে, হয়তো সে ইচ্ছা করে করেনি। এই মানসিকতা অনেক সম্পর্ক ভাঙা থেকে বাঁচাতে পারে।

ক্ষমা করার মানসিকতা সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার সবচেয়ে বড় শক্তি। কারণ প্রতিটি মানুষ ভুল করে। আপনি যেমন ভুল করেন, অন্যরাও তেমন ভুল করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, “তোমরা ক্ষমা কর এবং উদারতা প্রদর্শন কর। তোমরা কি পছন্দ কর না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন?” (সূরা নূর ২৪:২২)।

এই আয়াত আমাদের সামনে একটি শক্তিশালী যুক্তি তুলে ধরে—আপনি যদি আল্লাহর ক্ষমা চান, তাহলে আপনাকেও মানুষের ভুল ক্ষমা করতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “ক্ষমা করলে

ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা করতে ভালোবাসো, তাই আমাকে ক্ষমা কর।” (সুনানে তিরমিযি: ৩৫১৩)

এই দোয়াটি খুব ছোট, কিন্তু এর মধ্যে অনেক বড় অর্থ রয়েছে। এতে আল্লাহর একটি গুণের কথা বলা হয়েছে তিনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। অর্থাৎ বান্দা শুধু ক্ষমা চাইলে আল্লাহ খুশি হন। এই রাতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো তওবা। অনেক মানুষ সারা বছর গুনাহ করে, কিন্তু লায়লাতুল রুদরের রাত হতে পারে তার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। এই রাতে একজন মানুষ যদি আন্তরিকভাবে বলে হে আল্লাহ, আমি ফিরে আসতে চাই তাহলে আল্লাহ তার অতীত মাফ করে দিতে পারেন।

দান-সদকার গুরুত্বও এই রাতে অনেক বেশি। কারণ ইসলাম শুধু ব্যক্তিগত ইবাদতের শিক্ষা দেয় না; বরং সামাজিক দায়িত্বের কথাও বলে। যদি কেউ এই রাতে একজন ক্ষুধার্ত মানুষকে খাবার দেয়, একজন এতিমকে সাহায্য করে, একজন অসহায়কে সহযোগিতা করে তাহলে সেটিও লায়লাতুল রুদরের ইবাদতের অংশ হয়ে যায়।

ইতিকাফ এই রাত পাওয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যমগুলোর একটি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি বছর শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন (সহিহ বুখারি: ২০২৬)।

ইতিকাফের মূল উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ার ব্যস্ততা থেকে নিজেকে আলাদা করে শুধু আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা। আজকের যুগে মানুষ মোবাইল, সোশ্যাল মিডিয়া, ব্যস্ততা এবং দুনিয়ার নানা কাজে এতটাই ডুবে থাকে যে, আল্লাহর সাথে নিরিবিলি সময় কাটানোর সুযোগ খুব কম পায়। ইতিকাফ সেই সুযোগ তৈরি করে।

লায়লাতুল রুদরের একটি বড় শিক্ষা হলো সময় খুব মূল্যবান। অনেক মানুষ দুনিয়ার কাজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় ব্যয় করে, কিন্তু ইবাদতের জন্য কিছু সময় বের করতে কষ্ট হয়। কিন্তু একজন বুদ্ধিমান মানুষ বুঝে এই রাতগুলোই তার আসল বিনিয়োগের সময়। কারণ দুনিয়ার বিনিয়োগ দুনিয়াতেই শেষ হয়ে যায়, কিন্তু এই রাতের ইবাদত আখিরাত পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।

সবশেষে বলা যায় লায়লাতুল রুদর শুধু একটি রাত নয়; এটি একটি সুযোগ, একটি অহ্বান, একটি মোড় পরিবর্তনের সময়। এটি এমন একটি সময়, যখন একজন পাণী মানুষ আল্লাহর বন্ধু হয়ে যেতে পারে। একজন গাফেল মানুষ আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত হতে পারে।একজন দুর্বল ঈমানের মানুষ নতুনভাবে ঈমানের শক্তি পেতে পারে।তাই আমাদের উচিত এই রাতগুলোকে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময় হিসেবে নেওয়া।হয়তো আমরা জানি না আমাদের জীবনে আর কতটি রামাযান আসবে। হয়তো এটি আমাদের জীবনের শেষ রামাযান।এই চিন্তা যদি আমাদের অন্তরে আসে, তাহলে আমরা কখনোই এই রাতগুলো অবহেলায় কাটাতে পারব না।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে লায়লাতুল রুদরের প্রকৃত মর্যাদা বোঝার তাওফিক দিন, এই রাতের ইবাদতের মাধ্যমে আমাদের জীবন পরিবর্তন করার তাওফিক দিন, আমাদের গুনাহ ক্ষমা করুন, আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করুন এবং আমাদেরকে জামাতুল ফেরদৌসের অধিকারী বানান। আমীন।

শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

আল্লাহ বান্দার সম্মান বাড়িয়ে দেন” (সহিহ মুসলিম: ২৫৮৮)। অর্থাৎ মানুষের ধারণা হলো ক্ষমা করলে মর্যাদা কমে যায়। কিন্তু আল্লাহর কাছে বাস্তবতা উল্টো—ক্ষমা মর্যাদা বাড়ায়।

অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝির মূল কারণ হলো যোগাযোগের অভাব। মানুষ সরাসরি কথা না বলে অন্যের কথা শুনে সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, “হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয়ই কিছু ধারণা পাপ” (সূরা হুজুরাত ৪৯:১২)। অর্থাৎ অনুমান করে সম্পর্ক নষ্ট করা ইসলামে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। তাই যদি কারো সাথে সমস্যা হয়, তাহলে নীরবে দূরে না সরে গিয়ে সরাসরি সম্মানজনকভাবে কথা বলা উচিত। অনেক সময় পাঁচ মিনিটের একটি আন্তরিক কথোপকথন পাঁচ বছরের দূরত্ব শেষ করে দিতে পারে।

সম্পর্ক ঠিক করার আরেকটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো দোয়া করা। যখন সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তখন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত। কারণ মানুষের হৃদয় আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করতেন, “হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর স্থির রাখুন” (সুনানে তিরমিযি: ২১৪০)।

আপনি যদি কারো জন্য দোয়া করেন “হে আল্লাহ, আমাদের সম্পর্ক ঠিক করে দিন” তাহলে এই দোয়া প্রথমে আপনার নিজের হৃদয়কে নরম করবে।

আরেকটি বাস্তব সত্য হলো এই দুনিয়া খুবই ক্ষণস্থায়ী। আজ যার সাথে আপনি কথা বলছেন না, কাল হয়তো সে এই দুনিয়ায় থাকবে না অথবা আপনি থাকবেন না। তখন আফসোস করে লাভ হবে না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমরা হিংসা করো না, সম্পর্ক ছিন্ন করো না, বরং আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে থাকো” (সহিহ বুখারি: ৬০৬৫)।

একটু গভীরভাবে ভাবলে বোঝা যায় মানুষ সাধারণত বড় শত্রুর কারণে কষ্ট পায় না; বরং কাছের মানুষের দূরত্ব তাকে বেশি কষ্ট দেয়। তাই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা একটি ইবাদত, একটি চরিত্র, একটি আধ্যাত্মিক পরিপক্বতা।

সবশেষে মনে রাখতে হবে সম্পর্ক ঠিক করা দুর্বলতা নয়। বরং এটি শক্ত চরিত্রের পরিচয়। দুর্বল মানুষ প্রতিশোধ নেয়, শত্রু মানুষ ক্ষমা করে। একজন বুদ্ধিমান মানুষ তর্ক জিততে চায় না; সে সম্পর্ক জিততে চায়।

তাই আসুন আমরা সিদ্ধান্ত নিই কারো সাথে যদি দূরত্ব থাকে, আমরা অপেক্ষা করব না। আমরা নিজেরাই এগিয়ে যাব। একটি সালাম, একটি বার্তা, একটি দোয়া—হয়তো এটাই হবে জন্মান্তরে পথে আমাদের একটি বড় আমল।আল্লাহ আমাদের অন্তরকে হিংসা, অহংকার ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত রাখুন। আমাদেরকে ক্ষমাশীল, বিনয়ী এবং সম্পর্ক রক্ষাকারী বান্দা হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

পেশ ইমাম, মুহর্রাপাড়া জামে মসজিদ, পশ্চিম সৈয়দপুর, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

WWW.MOINLAW.COM



LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং

ক্লায়েন্টদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

• IMMIGRATION
(Consultation fee applies)

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.

Michael Taub is admitted in New York State Only.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্ত পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372

Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590

Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি



Member

H1B

L1A VISA

EB5

E2 VISA

POLITICAL ASYLUM

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক’র বনভোজনে প্রাণবন্ত মিলনমেলা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের মনোরম হেকশোর স্টেট পার্কে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক’র বহুল প্রতীক্ষিত বার্ষিক বনভোজন। গত ১২ জুলাই অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে প্রায় দুই হাজার প্রবাসী চট্টগ্রামবাসীর উপস্থিতিতে পাকটি পরিণত হয় এক প্রাণবন্ত মিলনমেলায়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ আবু তাহের। প্রধান অতিথি হিসেবে বনভোজনের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও আব্দুল কাদের মিয়া ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল কাদের মিয়া। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, প্রবাসে চট্টগ্রামের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক বন্ধন অটুট রাখতে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তিনি এ উদ্যোগের জন্য আয়োজকদের প্রশংসা করেন।

উদ্বোধনের পর সভাপতি মোহাম্মদ আবু তাহের উপস্থিত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। পুরো অনুষ্ঠান সম্বালনা, পুরস্কার বিতরণী এবং সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম।

সরজমিনে দেখা গেছে, সকাল থেকেই পার্কজুড়ে ছিল উৎসবের আমেজ। দীর্ঘদিন পর একে অপরের সঙ্গে দেখা হওয়ায় প্রবাসীরা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় প্রাণখোলা আড্ডা, কুশল বিনিময় ও স্মৃতিচারণে মেতে ওঠেন। নতুন প্রজন্মও চাটগাঁইয়া ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়।

অতিথিদের জন্য সকালের নাস্তায় পরিবেশন করা হয় কলা ও ক্রসান্ট। শিশুদের জন্য ছিল ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন। নারীদের বালিশ খেলা উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে বাড়তি আনন্দ যোগ করে। দুপুরে পরিবেশন করা হয় সুস্বাদু মধ্যাহ্নভোজ। পাশাপাশি তরমুজ, বালুমুড়ি ও মিষ্টি পানের আয়োজনও ছিল বিশেষ আকর্ষণ।

সংস্কৃতিক পর্বে জনপ্রিয় শিল্পী টিনা রাসেল, রাজিবসহ অন্যান্য



শিল্পীর গান ও পরিবেশনায় পুরো পিকনিক প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে। দিনব্যাপী আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র ও পুরস্কার বিতরণীর মাধ্যমে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুর রহিম, সাবেক সভাপতি মুহাম্মদ হানিফ, সাবেক সভাপতি কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, প্রতিষ্ঠাতা কোষাধ্যক্ষ ও বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আলহাজ শামসুল আলম চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আলহাজ মনির আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ সেলিম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আফসার উদ্দিন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিপিএ সারওয়ার জামান, ট্রাস্টি বোর্ডের কো-চেয়ারম্যান কামাল হোসেন মিঠু, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এনাম চৌধুরী, সৈয়দ মোশররফ হোসেন বাবর, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, আবুল কাশেম চট্টলা, মিজানুর রহমান জাহাঙ্গীর, তারিকুল হায়দার চৌধুরী এবং উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য সারওয়ার হোসেন, সাহাবুদ্দিন চৌধুরী লিটন, মহম্মদ দিদারুল আলম, জামাল চৌধুরী, মোহাম্মদ জাবির, মুহাম্মদ মুজিবর রহমান, মতিউর রহমান চৌধুরী, আবুল কালাম ও মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন।

এ ছাড়া আহ্বায়ক মোহাম্মদ শফিকুল আলম, সদস্য সচিব চৌধুরী আজিজ, প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ

ঈসা শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অর্থ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন মোহাম্মদ নুরুল আমিন, সদস্য নাবায়নে ছিলেন তানিম মহসিন, অভ্যর্থনায় ছিলেন মোহাম্মদ টি আলম, ফরিদ আহমেদ তারেক, মোহাম্মদ আকতার হোসাইন, খেলাধুলা পরিচালনায় ছিলেন মোহাম্মদ ঈসা, মোহাম্মদ মহিম উদ্দিন, খাবারের দায়িত্বে ছিলেন মোহাম্মদ কলিমউল্লাহ, ইমরুল কায়সার, অজয় প্রসাদ , মোহাম্মাদ জাবের শফি এবং বিভিন্ন জিনিসপত্র রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্বে ছিলেন প্রভিন ও কার্ণিবর্হী সদস্য মোহাম্মদ নাছির মাস্টার।।

দিনব্যাপী এ আয়োজন প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে চট্টগ্রামের ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতি তুলে ধরার পাশাপাশি প্রবাসী চট্টগ্রামবাসীর মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও সুদৃঢ় করেছে। উপস্থিত অতিথিরা আয়োজকদের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা, আন্তরিক আতিথেয়তা এবং পারিবারিক পরিবেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানের শেষদিকে চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক’র পক্ষ থেকে বনভোজন সফল করতে সহযোগিতা করা সকল পৃষ্ঠপোষক, স্বেচ্ছাসেবক, শিল্পী, অতিথি ও অংশগ্রহণকারীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। একই সঙ্গে ভবিষ্যতেও প্রবাসে চট্টগ্রামের ঐতিহ্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও সুদৃঢ় করতে এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

শূন্য হলে মেয়াদ শেষের আগের ৯০ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে শূন্য পদ পূরণ করতে হবে। আর পদত্যাগ বা অপসারণের কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হবে। নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। রাষ্ট্রপতি পদে একক প্রার্থী হলে নির্বাচিত সরকার শপথ গ্রহণ করেছে।

তবে গত ডিসেম্বর মাসে বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে হোয়াটসঅ্যাপে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেছিলেন, ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর তিনি সরে যেতে চান। কারণ, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে তিনি ‘অপমানিত বোধ করছেন’। সেখানে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি সরে যেতে চাই; আমি সরে যেতে আগ্রহী। নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত আমার দায়িত্ব পালন করে যাওয়া উচিত। সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রপতির পদে থাকায় আমি আমার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি।’

সর্বশেষ গত মঙ্গলবার দুপুরে বঙ্গভবনে নৌবাহিনীর বিদায়ী প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসানকে সাক্ষাৎ দেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। গত ১৫ জুলাই ‘জুলাই শহীদ দিবস’ উপলক্ষে বাণী দেন তিনি।

এর আগে ২৫ জুন ভারতের নতুন হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী এবং ৯ জুন মরক্কোর নতুন রাষ্ট্রদূত লালী বুতাইনা এল করেলদুদি এল কুলালির পরিচয়পত্র গ্রহণ করেন রাষ্ট্রপতি।

সংবিধান অনুযায়ী, সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স ৩৫ বছর। তাঁকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হতে হবে। নিয়ম অনুযায়ী, প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনী কর্তা হিসেবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পরিচালনা করেন। তিনি স্পিকারের সঙ্গে আলোচনা করে নির্বাচনের তপশিল ঘোষণা করেন।

সংবিধানে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ অবসানের কারণে পদ

রোটারি ডিস্ট্রিক্ট ৭২৩০ এর গভর্নর হলেন বাংলাদেশি-আমেরিকান ডা. মাকসুদ

ডেস্ক রিপোর্ট

বাংলাদেশি-আমেরিকান শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক ডা. মাকসুদ চৌধুরী রোটারি ইন্টারন্যাশনালের ডিস্ট্রিক্ট ৭২৩০ এর ২০২৬–২০২৭ বর্ষের ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এর মাধ্যমে প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান চিকিৎসক হিসেবে এই পদে অধিষ্ঠিত হয়ে নতুন এক ইতিহাস সৃষ্টি করলেন তিনি।

নিউইয়র্কে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে শতাধিক রোটারিয়ান, কমিউনিটি নেতা ও বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে এই দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে রোটারির ঐতিহ্যবাহী ‘গ্যাভেল’ (গভর্নরের হাতুড়ি) হস্তান্তর ও শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় নতুন নেতৃত্বের যাত্রা।

নজরুলকে দল থেকে বহিস্কার এমপি পদ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘটনাটি নিয়ে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হওয়ায় মঙ্গলবার জামায়াতের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তদন্ত করে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দলের প্রাথমিক তদন্তেই গাজী নজরুলের নৈতিক স্ব্লনের প্রমাণ পেয়ে তাকে দল থেকে বহিস্কারের সিদ্ধান্ত নেয় জামায়াত। গতকাল দলীয় বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়।

দলের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বুধবার বিকাল ৪টায় রাজধানীর মিন্টু রোডস্থ বিরোধীদলীয় নেতার সরকারি বাসভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে গাজী নজরুলকে বহিস্কারের সিদ্ধান্ত হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি সাতক্ষীরা-৪ আসনের সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত বিষয়ে সাংগঠনিক তদন্তে তার নৈতিক স্বলন প্রমাণিত হওয়ায় তাকে গঠনতন্ত্রের ৬২ নম্বর ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী থেকে বহিস্কারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একইসঙ্গে তাকে সংগঠন থেকে বহিস্কারের বিষয়টি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে অবিলম্বে অবহিত করার সিদ্ধান্ত হয়।

এমপি পদের কি হবে?

ওদিকে গাজী নজরুল ইসলামের এমপি পদ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। আইনজ্ঞরা বলছেন, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বলা আছে, কোনো নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হয়ে কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে (ক) উক্ত পদ দল হতে পদত্যাগ করলে অথবা (খ) সংসদ সদস্য উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করলে, সংসদে তার আসন শূন্য হবে। এ ছাড়া তার বিরুদ্ধে যদি ফৌজদারি মামলা হয়। এবং ন্যূনতম দুই বছরের জন্য দণ্ডিত হন, তখন তার এমপি পদ খারিজ হতে পারে। সিনিয়র আইনজীবী ড. শাহদীন মালিক বলেন, জামায়াত দল থেকে বহিস্কার করলেও তার এমপি পদের কিছু হবে না। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দল থেকে বহিস্কারের জন্য তার এমপি পদ খারিজ করা নয়। আইনি ব্যাখ্যা দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার শিহাব উদ্দিন খান বলেন, প্রথমে গাজী নজরুল ইসলাম দল থেকে পদত্যাগও করেননি।

এমনকি তিনি কোনো ক্রিমিনাল



ডা. মাকসুদ চৌধুরী চিকিৎসা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে এক পরিচিত মুখ। তিনি 'পেডভিস গ্লোবাল হেলথ' এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, 'ভলান্টারি অ্যাসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ' এর সভাপতি এবং 'বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা' এর সাবেক জাতীয় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি

মামলায় দণ্ডিতও হননি। তাই আইনগতভাবে তার সংসদ সদস্য পদ খারিজ করার সুযোগ নেই। এই মুহূর্তে তার সদস্যপদ শূন্য হওয়ার কথা না। তবে যেহেতু তাকে দল থেকে বহিস্কার করা হয়েছে, এখন তার সংসদ সদস্যপদ শূন্যতার প্রশ্ন দেখা দিলে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৬(৪) অনুযায়ী বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

ইসি চাইলে তার সদস্যপদ শূন্য করতে পারবে, আবার নাও করতে পারবে। তবে অতীতে দেখা গেছে সংসদের অভিপ্রায় অনুযায়ী ইসি ব্যবস্থা দেন। সংসদ থেকে চিঠি পাঠালে তখন সংবিধানের ৬৬(৪) অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেনে।

অতীতে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য হাজী সেলিম ও কাজী শহিদ ইসলাম পাপুল ফৌজদারি অপরাধে জড়িয়ে দুই বছরের অধিক সাজা হওয়ার পরও তাদের সংসদ সদস্য পদ বহাল ছিল। এমনকি নারী বিদ্রোহী হিটসিপাচ ছড়িয়ে দল থেকে বহিস্কার হয়েছিলেন আওয়ামী লীগের তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান। তবে তাকে মন্ত্রী পদ থেকে সরিয়ে দিলেও সংসদ সদস্যপদ বহাল রাখা হয়। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য লতিফ সিদ্দিকী ধর্ম নিয়ে চরম বিদ্বেষপূর্ণ কটুক্তি করে দল থেকে বহিস্কার হলেও তার সংসদ সদস্য পদ বহাল ছিল।

একটি মিথ্যা চাকতে গাজী নজরুলের একের পর এক মিথ্যার আশ্রয়: একটি মিথ্যা চাকতে একের পর এক নতুন মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে। ব্যক্তিগত ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর তড়িঘড়ি করে দ্বিতীয় বিয়ের দাবি, পরে কার্বিননামায় স্বাক্ষর, আর সেই কার্বিননামা ঘিরেই বেরিয়ে এসেছে একের পর এক অসঙ্গতি। কার্বিননামা প্রস্তুতকারী কাজী নিজেই স্বীকার করেছেন, এমপি’র ফোনে আগেভাগেই সব তথ্য নথি প্রস্তুত ছিল, আর ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পরদিন এসে তাতে স্বাক্ষর করেন এমপি, তার প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রী এবং কনের বাবা। এদিকে নৈতিক স্বলনের অভিযোগে গাজী নজরুল ইসলামকে দল থেকে বহিস্কার করেছে জামায়াতে ইসলামী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার নির্বাচনী এলাকা শিহাব উদ্দিন খান বলেন, প্রথমে গাজী নজরুল ইসলাম দল থেকে পদত্যাগও করেননি।

গাজী নজরুলের দ্বিতীয় বিয়ের দাবি

শিশুস্বাস্থ্য, চিকিৎসা শিক্ষা, মানবিক সহায়তা এবং আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যসেবা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছেন।

নবনিযুক্ত গভর্নর হিসেবে ডা. চৌধুরী আগামী এক বছর নিউ ইয়র্ক ও বারমুডা অঞ্চলের ৫৮টি রোটারি ও রোটারিঅন্ট ক্লাবের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা ও নেতৃত্ব দেবেন। দায়িত্বপালনকালে শিক্ষা বিস্তার, মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়ন, সংগঠনের সদস্য বৃদ্ধি, সার্বিক কমিউনিটি উন্নয়ন এবং তরুণ নেতৃত্ব বিকাশে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়ার ঘোষণা দেন তিনি।

ডা. মাকসুদ চৌধুরী বলেন, "রোটারি একটি বৈশ্বিক মানবিক পরিবার। সেবার মাধ্যমে মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং টেকসই অগ্রগতি অর্জনে আমরা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করে যেতে চাই।"

রাষ্ট্রপতি পদে পরিবর্তন আসছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ২১ থেকে ২৬ জুন মালয়েশিয়া ও চীন সফর করেন। দায়িত্ব নেওয়ার পর এটাই ছিল তাঁর প্রথম বিদেশ সফর। প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফর থেকে ফেরার পর রাষ্ট্রপতি বলে তাঁর সফর বিষয়ে অবহিত করার রেওয়াজ রয়েছে। তবে তারেক রহমান গতকাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন—এমন কোনো তথ্য বঙ্গভবন কিংবা প্রধানমন্ত্রির কার্যালয় প্রকাশ করেনি।

যদিও গতকাল পর্যন্ত সরকারের একাধিক মন্ত্রী এই মুহূর্তে রাষ্ট্রপতি পদে পরিবর্তনের সম্ভাবনার কথা তাদের জানা নেই বলে জানিয়েছেন। তবে নতুন রাষ্ট্রপতি কে হতে পারেন, তা নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের নানা পর্যালোচনা নেড়ে নতুন নেতার নাম নিয়ে আলোচনা আছে।

বঙ্গভবন সূত্রের দাবি, স্বাস্থ্যগত কারণে রাষ্ট্রপতির পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন। এ কারণে বিধিয়ে মোঃ সাহাবুদ্দিন পদত্যাগ করতে পারেন। বঙ্গভবনের এক কর্মকর্তা জানান, সম্প্রতি স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তিনি দুই দফায় সিএমএইচসি (সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল) গেছেন। সেখান থেকে তাঁকে পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য গত মে মাসে লন্ডনে গিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি। পরিবারের সদস্য, চিকিৎসক, স্টাফ নার্স ও বঙ্গভবনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত দল আওয়ামী লীগের নির্বাচিত এই রাষ্ট্রপতি ২০২৩ সালের ২৪ এপ্রিল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত সাহাবুদ্দিনের এই মেয়াদ ২০২৮ সালের ২৪ এপ্রিল শেষ হওয়ার কথা।

আইন অনুযায়ী, সংসদের মাধ্যমে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। সংসদ সদস্যরাই গোপন ভোটের মাধ্যমে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন। নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর প্রধান

রাষ্ট্রপতি পদে পরিবর্তন আসছে

বিচারপতির কাছে শপথবাক্য পাঠ করেন।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সংঘটিত জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর থেকেই বর্তমান রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবি ওঠে ছাত্র-জনতার পক্ষ থেকে। তবে এ নিয়ে শুরু থেকেই আপত্তি জানিয়ে আসছিল বিএনপি। শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছেই তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন নির্বাচিত সরকার শপথ গ্রহণ করেছে।

তবে গত ডিসেম্বর মাসে বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে হোয়াটসঅ্যাপে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেছিলেন, ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর তিনি সরে যেতে চান। কারণ, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে তিনি ‘অপমানিত বোধ করছেন’। সেখানে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি সরে যেতে চাই; আমি সরে যেতে আগ্রহী। নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত আমার দায়িত্ব পালন করে যাওয়া উচিত। সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রপতির পদে থাকায় আমি আমার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি।’

সর্বশেষ গত মঙ্গলবার দুপুরে বঙ্গভবনে নৌবাহিনীর বিদায়ী প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসানকে সাক্ষাৎ দেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। গত ১৫ জুলাই ‘জুলাই শহীদ দিবস’ উপলক্ষে বাণী দেন তিনি।

এর আগে ২৫ জুন ভারতের নতুন হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী এবং ৯ জুন মরক্কোর নতুন রাষ্ট্রদূত লালী বুতাইনা এল করেলদুদি এল কুলালির পরিচয়পত্র গ্রহণ করেন রাষ্ট্রপতি।

সংবিধান অনুযায়ী, সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স ৩৫ বছর। তাঁকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হতে হবে। নিয়ম অনুযায়ী, প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনী কর্তা হিসেবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পরিচালনা করেন। তিনি স্পিকারের সঙ্গে আলোচনা করে নির্বাচনের তপশিল ঘোষণা করেন।

সংবিধানে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ অবসানের কারণে পদ

Authorized

IRS e-file

Provider

KAKATUA

A G E N C Y

PARVIZ KAZI E.A.

Enrolled Agent

(Admitted to Practice Before the IRS)

37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372

Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004

Email: info@kakatua.com | Web: www.kakatua.com

Serving Our Community For Over 28 Years

ENROLLED AGENT

Tax Return

দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বর্তমান যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ট্যাক্স নীতিমালা অনুসরণ করে ট্যাক্স ফাইলিং করে থাকি

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting
- Travels
- Immigration
- Insurance

নিউইয়র্কে দিদারুলের নামে সড়কের নামকরণ

রুদ্দ মাসুদ, নিউইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটির ব্রংক্সের বিচ এভিনিউ এবং ইস্ট ১৭২ স্ট্রিটের সংযোগস্থলটি এখন থেকে ‘ডিটেক্টিভ ফাস্ট গ্রেড দিদারুল ইসলাম ওয়ে’ নামে পরিচিত হবে। শনিবার (১৮ জুলাই) আনুষ্ঠানিকভাবে বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত বাংলাদেশি-আমেরিকান পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুল ইসলামের নামে এই সড়কের নামকরণ করা হয়।

বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেও সড়কের নামফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে এনওয়াইপিডি কমিশনার জেসিকা টিশসহ নিউইয়র্ক সিটি ও পুলিশ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, দিদারুল ইসলামের স্ত্রী-সন্তানসহ পরিবারের সদস্য এবং বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় সেখানে এক আবেগঘন পরিবেশের অবতারণা হয়।

গত বছরের ২৮ জুলাই নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের ৩৪৫ পার্ক এভিনিউতে একটি ভবনের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা অবস্থায় বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত হন এনওয়াইপিডি কর্মকর্তা দিদারুল ইসলাম। মৃত্যুর পর তাকে মরণোত্তর ‘ডিটেক্টিভ ফাস্ট গ্রেড’ পদোন্নতি দেওয়া হয়।

দিদারুল ইসলাম পরিবার-পরিজন নিয়ে ব্রংক্সের পার্কেস্টোরে বসবাস করতেন। দিদারুলের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল এই সড়কের নামকরণ করে।

সড়কের নামকরণ অনুষ্ঠানে দিদারুল ইসলামের বীরত্বের কথা স্মরণ করে এনওয়াইপিডি কমিশনার জেসিকা টিশ বলেন, ‘এই রাস্তাটি এখন এমন এক ব্যক্তির নাম বহন করবে, যিনি নিউইয়র্ককে নিজের আবাসস্থল বানিয়েছিলেন এবং একে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।’

ইউক্রেনে সেনাপ্রধান সিরক্ষিকে নিয়ে উত্তেজনা তুঙ্গে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জনপ্রিয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী মিখাইলো ফেদোরভকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর এর জন্য ইউক্রেনের সেনাপ্রধান জেনারেল ওলেক্সান্দর সিরক্ষিকে দায়ী করছেন অনেকে। এই অবস্থায় সিরক্ষির ভবিষ্যৎ নিয়ে দেশটিতে রাজনৈতিক ও সামরিক অস্থিরতা ক্রমেই বাড়ছে। ফেদোরভকে সরিয়ে দিতে প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সিদ্ধান্ত ঘিরে সৃষ্ট সংকটের মধ্যেই সেনাপ্রধানকে বরখাস্তের দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।



নিহত বাংলাদেশি-আমেরিকান পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুল ইসলামের নামে সড়কের নামকরণ অনুষ্ঠানে নিহতের পরিবারসহ অতিথিরা

২০৩০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি অর্ধেকে আনার অঙ্গীকার

জাতিসংঘে সেতুমন্ত্রী রবিউল

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ও আহতের সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ কমিয়ে আনার লক্ষ্য পূনর্ব্যক্ত করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম।

মঙ্গলবার (২১ জুলাই) প্রকাশিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সোমবার জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে দেওয়া বক্তব্যে মন্ত্রী এ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

মন্ত্রী বলেন, সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মদশক (২০২১-২০৩০)-এর বৈশ্বিক কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ সড়ক নিরাপত্তা জোরদারে আইনি, নীতিগত ও প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। তিনি জানান, সরকার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ভিত্তিক গতিনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, দুর্ঘটনার পর দ্রুত জরুরি সেবা নিশ্চিতকরণ এবং বিশেষ করে পথচারীদের নিরাপত্তা জোরদারে মহাসড়কে লক্ষ্যভিত্তিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করছে।

মন্ত্রী আরও বলেন, সেইফ সিস্টেম অ্যাপ্রোচ এবং আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চার আলোকে ২০২৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে একটি সমন্বিত সড়ক নিরাপত্তা আইন চূড়ান্ত করে তা অনুমোদন ও প্রণয়নে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।



সড়ক নিরাপত্তাকে জাতীয় রাজনৈতিক অগ্রাধিকার হিসেবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃঢ় রাজনৈতিক সিদ্ধি, কার্যকর অংশীদারিত্ব এবং সবার সম্মিলিত দায়িত্বশীলতা অপরিহার্য। তিনি সকল সড়ক ব্যবহারকারীর জন্য নিরাপদ, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সড়ক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়নবিষয়ক জাতিসংঘের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব ড. মোহাম্মদ জিয়াউল হক, জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী এবং বাংলাদেশ রোড সেফটি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ শকির হাসান খান।

দীর্ঘ লড়াই শেষে বাহারুলের মৃত্যু, নিউইয়র্কে জানাজা

নিজস্ব প্রতিবেদক

দীর্ঘদিন কিডনি জটিলতা ও হৃদরোগে ভোগার পর অবশেষে না ফেরার দেশে চলে গেলেন এস এম বাহারুল ইসলাম রমিজ। গত শনিবার (১৮ জুলাই) যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন তিনি (ইমা লিল্লাহি ওয়া ইমা ইলাহিহি রাজিউন)।

মরহমের নামাজে জানাজা নিউইয়র্কের জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। জানাজার নামাজে ইমামতি করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম ও খতিব মির্জা বেগ। জানাজায় তার আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির বিপুলসংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

দীর্ঘ এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে নিয়মিত ডায়ালাইসিস নিচ্ছিলেন। পরবর্তীতে হৃদযন্ত্রে জটিলতা ধরা পড়লে তাঁর শরীরে স্টেন্ট প্রতিস্থাপন করা হয়। সর্বশেষ স্ট্রোকের পর দীর্ঘদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। নিউইয়র্কে জানাজা শেষে তার লাশ স্বজনদের কাছে বাংলাদেশে পাঠানো হবে।

মৃত্যুকালে বাহারুল ইসলাম রমিজ স্ত্রী ও চার সন্তান রেখে গেছেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা বর্তমানে ঢাকার উত্তরায় অবস্থান করছেন। তাঁর মৃত্যুতে পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানাজায় বাহারুল ইসলাম রমিজের কর্মময় জীবন, মানবিক গুণাবলি এবং পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কর্মকর্তা ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, ডা. মোহাম্মদ এম রহমান, এসেনসিয়াল হোম কেয়ারের সিইও মোহাম্মদ হোসেন ইশতিয়াক এবং জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আল আমিন রাসেল। বক্তারা মরহমের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

জানাজায় উপস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির অসংখ্য মানুষ হৃদয়বিদারক পরিবেশে এস এম বাহারুল ইসলাম রমিজকে শেষ বিদায় জানান। অনেকেই তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা জানান এবং মহান আল্লাহর কাছে তাঁর সকল গুনাহ মাফ করে জন্মাতুল ফেরদাউস নসিব করার জন্য দোয়া করেন।

উল্লেখ্য, বাহারুল ইসলাম রমিজ নিউইয়র্কে আসার পর এসেনশিয়াল হোম কেয়ারে কর্মরত ছিলেন। গুরুতর অসুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত ওই প্রতিষ্ঠানেই কর্মরত ছিলেন তিনি। অসুস্থতার সময় চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে তিনি চরম আর্থিক সংকটেও পড়েছিলেন। দীর্ঘদিন কর্মক্ষম না থাকায় তাঁর নিয়মিত আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়। চিকিৎসা, বাসাভাড়া ও দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করাও পরিবারের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় তাঁর চিকিৎসার জন্য দেশ-বিদেশে অবস্থানরত আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে মানবিক সহায়তার আবেদন জানানো হয়েছিল।

গ্রিন কার্ডে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে, মার্কিন নাগরিকদের নিকটাত্মীয় কাটাগরিতে গ্রিন কার্ডপ্রাপ্তদের সংখ্যা ৬ লাখ ৬৯ হাজার থেকে বেড়ে ৬ লাখ ৮৪ হাজার ৫০০-তে পৌঁছেছে। পারিবারিক অগ্রাধিকার কাটাগরিতেও বৃদ্ধি পেয়ে সংখ্যা ১ লাখ ৮৪ হাজার থেকে ১ লাখ ৯৬ হাজার হয়েছে।

বাংলাদেশি অভিবাসনের ইতিহাস মূলত এই পারিবারিক শিকল বেয়েই এগিয়েছে। একজন এসে থিতু হন, তারপর ভাই-বোন, বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী—একে একে যুক্ত হন। জ্যাকসন হাইটস কিংবা পার্কেস্টোরের মতো নিউইয়র্কের পাড়াগুলোতে যে বাংলাদেশি পরিবারগুলো নতুন করে দোকান খুলছে, সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করাচ্ছে, তাদের বড় অংশই এই পারিবারিক ধারার ফসল। তবে এই “প্রবৃদ্ধি”র গল্পটিকে নিরঙ্কুশ সুখবর বলে ধরে নেওয়ারও উপায় নেই। ট্রান্স প্রশাসন একই সময়ে অভিবাসনের দরজা যেভাবে সংকুচিত করছে, তার প্রভাব বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের ওপরও পড়তে বাধ্য। মে মাসে ইউএসসিআইএস কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে, স্ট্যাটাস অ্যাডজাস্টমেন্টের আবেদন যেন আরও কঠোর বিবেচনারোধ দিয়ে যাচাই করা হয়।

জুনের ৫ তারিখে রোড আইল্যান্ডের একজন ফেডারেল বিচারক অবশ্য ৩৯টি দেশের আবেদনকারীদের গ্রিন কার্ড ও অন্যান্য অভিবাসন সুবিধার সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখার প্রশাসনিক নীতি আটকে দিয়েছেন। রায়ে তিনি বলেছেন, ইউএসসিআইএস তাদের আইনি এখতিয়ার ছাড়িয়ে গেছে। পাশাপাশি “পাবলিক চার্জ” নিয়মের অধীনে আর্থিক যোগ্যতা যাচাই আরও কঠোর হয়েছে। আর সাম্প্রতিক এক সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ফলে বিদেশ থেকে ফেরা স্থায়ী বাসিন্দাদের ক্ষেত্রেও অভিবাসন কর্মকর্তাদের হাতে বাড়তি ক্ষমতা এসেছে।

সব মিলিয়ে যে চিত্রটি দাঁড়ায়, তা একধরনের দ্বৈত বাস্তবতা। একদিকে সংখ্যার হিসেবে ২০২৫ সালে বাংলাদেশিদের গ্রিন কার্ডপ্রাপ্তি বেড়েছে, যা প্রবাসী বাংলাদেশি সমাজের জন্য স্বস্তির খবর হয়ে আসতেই পারে। অন্যদিকে, সেই একই সময়ে গোটা ব্যবস্থাই এমনভাবে পুনর্গঠিত হচ্ছে যে ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে কি না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

শরণার্থীভিত্তিক গ্রিন কার্ডপ্রাপ্তির সংখ্যাও এক-তৃতীয়াংশের বেশি কমে গেছে—১ লাখ ৭৮ হাজার ২০০ থেকে ১ লাখ ১৬ হাজার ৪৭০-এ।

যারা বছরের পর বছর ইন্টারভিউয়ের তারিখের অপেক্ষায় আছেন, যাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো একটি সরকারি সিলমোহরের ওপর ঝুলে আছে, বাংলাদেশের বহু পরিবার পারিবারিক অভিবাসনের জন্য অপেক্ষার প্রহর গুলছেন।

এসব বিবেচনা করলে এই পরিসংখ্যানকে নিছক সংখ্যা হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। এটি বহু পরিবারের পুনর্মিলনের গল্প, বহু জীবনের নতুন করে স্তরর গল্প। কাগজে-কলমে যা “উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি”, বাস্তবে তা হাজারো বাংলাদেশি পরিবারের বহু বছরের অপেক্ষা, উৎকর্ষা এবং প্রার্থনার সমষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাঁঠালের গন্ধে ফিরে দেখা বাংলাদেশ

ডা. বি এম আতিকুজ্জামাল

গ্রীষ্মের দুপুর। দূর থেকে ভেসে আসছে পাকা কাঁঠালের মিষ্টি গন্ধ। উঠানের কোণে বিশাল কাঁঠালগাছ, তার ছায়ায় বসে পরিবারের সবাই। কেউ কাঁঠাল কাটছে, কেউ কোয়া ছাড়াচ্ছে, কেউ বিচি আলাদা করছে। শিশুদের চোখে আনন্দ, বড়দের মুখে গল্প। এই দৃশ্য একসময় ছিল বাংলাদেশের অগণিত গ্রামের পরিচিত ছবি।

আজ পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশিদের কাছে কাঁঠাল শুধু একটি ফল নয়—এটি শৈশবের স্মৃতি, মাটির টান, পরিবারের উষ্ণতা এবং জন্মভূমির এক অনন্য প্রতীক।

বিদেশের কোনো সুপারমার্কেটে হঠাৎ কাঁঠাল চোখে পড়লে অনেক প্রবাসী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। ফলটির দিকে তাকিয়ে যেন ফিরে যান বহু বছরের পুরোনো সেই উঠানে। মনে পড়ে যায় মায়ের ডাক, বাবার হাতে কাঁঠাল কাটা, ভাইবোনদের হাসি, কিংবা ঈদের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে কাটানো অলস বিকেল। একটি ফল কত সহজে মানুষের স্মৃতির দরজা খুলে দিতে পারে—কাঁঠাল তার অন্যতম উদাহরণ।

বাংলাদেশের জাতীয় ফল হিসেবে কাঁঠালের পরিচয় শুধু আনুষ্ঠানিক নয়।

এটি আমাদের কৃষি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং খাদ্যঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পৃথিবীতে কাঁঠাল উৎপাদনকারী প্রধান দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। অথচ বহু বছর আমরা নিজেরাই এর প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করতে পারিনি। এখন বিশ্বের নানা দেশে কাঁচা কাঁঠাল “প্ল্যান্ট-বেসড মিট” বা উদ্ভিদভিত্তিক মাংসের বিকল্প হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আন্তর্জাতিক রেস্টোরায় কাঁঠালের তৈরি বার্গার, ঢাকো কিংবা কারি পরিবেশিত হচ্ছে। যে ফলটি একসময় আমাদের গ্রামের সাধারণ খাবার ছিল, সেটিই আজ বিশ্ব খাদ্যসংস্কৃতির অংশ।

কাঁঠালের আরেকটি বিস্ময় হলো—এ গাছের প্রায় প্রতিটি অংশই মানুষের কাজে লাগে। কাঁচা কাঁঠাল সুস্বাদু সবজি। পাকা কাঁঠাল ফল হিসেবে অতুলনীয়। বিচি দিয়ে ভর্তা, ডাল, তরকারি কিংবা ভাজি—সবই অপূর্ব। কাঁঠালের কাঠ বহু বছর টেকসই থাকে; আসবাবপত্র, দরজা-জানালা, এমনকি বাদ্যযন্ত্র তৈরিতেও এর কদর রয়েছে। প্রকৃতি যেন এই একটি গাছেই উদারতার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

একজন চিকিৎসক হিসেবে কাঁঠালের আরেকটি দিক আমাকে মুগ্ধ



করে—এর পুষ্টিগুণ। পাকা কাঁঠালে রয়েছে খাদ্যআঁশ, ভিটামিন সি, বিটা-ক্যারোটিন, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম এবং বিভিন্ন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এগুলো শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে, হৃদস্বাস্থ্য রক্ষা করতে এবং কোষকে অক্সিডেটিভ ক্ষতি থেকে সুরক্ষা দিতে সাহায্য করে। পর্যাপ্ত খাদ্যআঁশ হজম ভালো রাখতে

এবং অস্ত্রের স্বাস্থ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যা একজন গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট হিসেবে আমি প্রতিদিন রোগীদের বোঝাই।

কাঁচা কাঁঠাল নিয়েও বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বাড়ছে। এতে খাদ্যআঁশের পরিমাণ বেশি এবং অনেকের জন্য এটি সুষম খাদ্যের একটি ভালো উপাদান হতে পারে।

ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রেও কাঁচা কাঁঠাল নিয়ে আশাব্যঞ্জক গবেষণা চলছে। তবে কোনো একটি খাদ্যকে অলৌকিক ওষুধ হিসেবে দেখা উচিত নয়। সুষম খাদ্য, নিয়মিত ব্যায়াম এবং চিকিৎসকের পরামর্শ—এই তিনটির সমন্বয়ই সুস্থ জীবনের ভিত্তি।

লোকজ চিকিৎসায় কাঁঠাল গাছের পাতা, ছাল, শিকড় ও আঠা শত শত বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আধুনিক গবেষণায় এসব অংশে কিছু জৈব সক্রিয় উপাদানের উপস্থিতি পাওয়া গেছে, যেগুলোর প্রদাহনাশক, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অন্যান্য প্রাচুর্য রয়েছে। বিজ্ঞান এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়নি, তবে প্রকৃতির এই সম্পদের সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা অব্যাহত রয়েছে।

কাঁঠাল শুধু মানুষের শরীরের জন্য নয়, পৃথিবীর জন্যও আশীর্বাদ। একটি পূর্ণবয়স্ক কাঁঠালগাছ বছরের পর বছর ছায়া দেয়, কার্বন শোষণ করে, অসংখ্য পাখি ও প্রাণীর আশ্রয়স্থল হয় এবং একটি পরিবারের খাদ্যনিরাপত্তায় অবদান রাখে। জলবায়ু পরিবর্তনের সময়ে এমন ফলগাছ আরও বেশি রোপণ করা ভবিষ্যতের জন্য একটি দূরদর্শী বিনিয়োগ।

আমাদের প্রবাসী সমাজেরও

এখানে একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। আমরা যখন বিদেশে কাঁঠাল পরিচয় করিয়ে দিই, অতিথিদের খাওয়াই, কিংবা সন্তানদের বলি—“এটাই বাংলাদেশের জাতীয় ফল”—তখন আমরা শুধু একটি ফলের পরিচয় দিই না; আমরা আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং শেকড়ের গল্পও তুলে ধরি।

আমার বিশ্বাস, একটি জাতিকে জানতে হলে তার ফল, তার গাছ, তার মাটি এবং তার মানুষের গল্প জানতে হয়। কাঁঠাল সেই গল্পেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এর গন্ধে আছে বাংলার বর্ষা, এর স্বাদে আছে মায়ের রান্নাঘর, এর ছায়ায় আছে গ্রামের বিকেল, আর এর প্রতিটি কোয়ায় লুকিয়ে আছে প্রবাসী বাঙালির হৃদয়ের এক টুকরো বাংলাদেশ।

তাই কাঁঠালকে শুধু জাতীয় ফল হিসেবে নয়, আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়, পুষ্টি, পরিবেশ এবং আত্মপরিচয়ের প্রতীক হিসেবে নতুন করে আবিষ্কার করার সময় এসেছে। কারণ পৃথিবীর যেখানেই থাকি, কাঁঠালের গন্ধ আমাদের মনে করিয়ে দেয়—শেকড়ের কোনো পাসপোর্ট লাগে না।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, গবেষক, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা প্রশাসক

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্জ ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500

Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:

30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:

170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

**Wasi Choudhury & Associates LLC**

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

• Tax Preparation

Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.

• Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority

• Accounting

Payroll, Sales Tax, etc.

• Immigration

(No Legal Advice)

• New Business Setup & more...

**Wasi Choudhury, EA**

Admitted to Practice before the IRS

সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রান্সিট
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্কMember: **naea** **NYSSEA**

Tel: 718-440-6712

718-205-3460

Fax: 718-205-3475

Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে
ও পেমেন্ট করতে পারেন

ধরাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ /
নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয়
অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং
মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই



- প্রতিদিন সর্বোচ্চ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্সুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন
প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রুকস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Tax & Immigration Services



MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

INCOME TAX
Income Tax Service & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filing

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms
available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জব হেল্প এন্ড এপ্লিকেশন প্রসেসিং সার্ভিসেস

Job Help & Application Processing Services

917-500-3937

আমাদের সার্ভিসসমূহ

- পোস্টাল জব
- ফেডারেল জব
- স্টেট জব
- এম.টি.এ জব
- সিটি জব
- রেজুমী তৈরি
- কাভার লেটার

- সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
- নিউ পাসপোর্ট/ রিনুয়েল
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ
- ফুড স্ট্যাম্প
- ডিজএবিলিটি (SSI)
- সোস্যাল সিকিউরিটি (SS)
- রিটায়ারম্যান্ট বেনিফিড



Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

বিশ্বাসযোগ্যতা
দক্ষতা
সেবাই আমাদের
প্রতিশ্রুতি

**148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamaica, NY 11435**

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES



আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & \$1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সার্টিফিন ব্রুয়ার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস-সালাম ফার্মেসি



(সার্টিফিন ব্রুয়ার্ড, এফ ট্রেনের
সাবওয়ে এবং তাজমহল
রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হাটের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Immigration Physical
- COVID Test & COVID Vaccine

- DMV/TLC, School Physical
- Blood, Urine Test, EKG
- Podiatric Surgery
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

আ.লীগ নেতাদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধের প্রস্তাবে ইসির ‘না’

স্থানীয় সরকার নির্বাচন

ঢাকা অফিস

স্থানীয় সরকার নির্বাচনে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতাদের প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য ঘোষণার প্রস্তাবে সায় নেই নির্বাচন কমিশনের (ইসি)। নির্দলীয় নির্বাচন হওয়ায় তাদের পক্ষে এমন আইন করা সম্ভব নয় বলে মনে করছে সংস্থাটি। তবে জাতীয় সংসদের মতো স্থানীয় সরকারের ভোটেও দ্বৈত নাগরিক ও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে (আইসিটি) অভিযুক্ত আসামির প্রার্থী হওয়ার সুযোগ না রাখার প্রস্তাব যাচ্ছে সরকারের কাছে। এ ছাড়া ঋণখেলাপির জামিনদার এবং এমপিওভুক্ত শিক্ষকরাও প্রার্থী হতে পারবেন না- এমন বিধান করতে চাইছে ইসি।

পাশাপাশি এক সদস্যের নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রস্তাব দিচ্ছে সংস্থাটি। এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান একজন বিচারপতি ও একজন বিচার বিভাগীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তার (যুগ্ম জজ বা সহকারী জজ) বদলে শুধু উচ্চ আদালতের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে ট্রাইব্যুনালগুলো গঠন করা হবে। দুই সদস্যের হওয়ায় যে কেউ দ্বিমত জানালে সেক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের তৃতীয় কোনো বেঞ্চ যোগায় আপিল নিষ্পত্তি করতে দীর্ঘ সময় ও আইনি জটিলতা তৈরি হয়। এমন জটিলতা এড়াতেই এক সদস্যের ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রস্তাব আনছে ইসি।

এসব আইন ও বিধি সংশোধনের প্রস্তাব চূড়ান্ত করতে আজ মঙ্গলবার কমিশন সভায় বসতে যাচ্ছে ইসি। সকাল ১১টায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে অনুষ্ঠিত সভায় একই সঙ্গে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আচরণবিধিমালায় খসড়া অনুমোদনের কথা রয়েছে। স্থানীয় সরকারের পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের (সিটি করপোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ) জন্য আইন ও বিধিমালায় সংশোধনী প্রস্তাব চূড়ান্ত করে সরকারের



অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। তবে আচরণ বিধিমালা সংশোধন ইসির নিজস্ব এখতিয়ার হওয়ায় এজন্য সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন পড়বে না। এর আগে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতাদের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ বন্ধ করতে ইসিকে প্রস্তাব দিয়েছিল জামায়াতে ইসলামী। স্থানীয় সরকার নির্বাচন সামনে রেখে ইসি প্রণীত খসড়া আচরণবিধিমালায় ওপর মতামত দিতে গিয়ে সম্প্রতি ওই প্রস্তাব দেয় দলটি। তাদের প্রস্তাবে ছিল, কার্যক্রম নিষিদ্ধ কোনো রাজনৈতিক দলের পদধারী বা সক্রিয় নেতাকর্মী নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করার বিধান নির্বাচনী আচরণ বিধিমালায় যুক্ত করতে হবে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইন করে আইসিটি মামলায় অভিযোগপত্রভুক্ত আসামির প্রার্থী হওয়ায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ইসি স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও এই আইন চালু করতে চায়।

ইসি কর্মকর্তারা বলেন, আইসিটি আইনের ২০সি ধারায় অভিযোগপত্রভুক্ত ব্যক্তিদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার বিধান আগে থেকেই রয়েছে। তবে এটি স্থানীয় সরকার আইনে যুক্ত না থাকায় আইনি জটিলতায় পড়তে হতে পারে। এই কারণে বিধানটি স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রেও চালু করা হবে। ফলে অভিযোগপত্রভুক্ত কেউ স্থানীয় সরকারের মেয়র, চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান কাউন্সিলর বা সদস্য পদে নির্বাচন করতে পারবেন না। তবে ট্রাইব্যুনাল থেকে অব্যাহতি বা খালাস পেলে সেই অযোগ্যতা আর থাকবে না।

ইসির প্রস্তাবিত সংশোধনী অনুমোদন হলে দ্বৈত নাগরিকরাও প্রার্থী হতে পারবেন না।

বৈষম্যহীন বাংলাদেশের জন্য আন্দোলন করেছিলাম

হাসনাত আবদুল্লাহ

ঢাকা ডেস্ক

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও কুমিল্লা-৪ আসনের এমপি হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, আমরা একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমরা জুলাই আন্দোলন করেছিলাম। পরে রাজনৈতিক দল গঠন করেছি। আপনাদের কথা দিচ্ছি, এনসিপি আপনাদের অধিকার আদায়ে রাজপথে থাকবে। বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণ হবে।

বৃহবার সন্ধ্যায় বাগেরহাট শহরের স্বাধীনতা উদ্যানে জুলাই পদযাত্রা ও পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

পথসভায় এনসিপির বাগেরহাট জেলা সমন্বয়ক মোরশেদ আনোয়ার সোহেলের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন- এনসিপির যুগ্ম-আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার, আলী আহসান জুনায়েদ, জাতীয় নারীশক্তির সদস্যসচিব এমপি মাহমুদা মিতু, কেন্দ্রীয় নেতা মহিউদ্দিন রনি, জাতীয় ছাত্রশক্তির আহ্বায়ক জাহিদ আহসান, খুলনা বিভাগীয় এনসিপির সাংগঠনিক সম্পাদক ফরিদুল হক প্রমুখ।

আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে হাসনাত বলেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচনে আমরা এমন প্রার্থীকে মনোনয়ন দেব যার কাছ থেকে সেবা পেতে কারও কোনো রাজনৈতিক পরিচয় লাগবে না, অর্থ লাগবে না। যারা দেশের এবং দেশের মানুষের জন্য কাজ করতে চায় এনসিপি তাদেরই মনোনয়ন দেবে।



মিশিগানে দিরাই-শাল্লা ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের বার্ষিক বনভোজন

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যে দিরাই-শাল্লা ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ইউএসএ-এর উদ্যোগে বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৯ জুলাই (রোববার) ওয়ারেন সিটির বুচার পার্কে আয়োজিত এ বনভোজনে সংগঠনের সদস্য, তাদের পরিবার এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন।

সংগঠনের সভাপতি শামসুল হুদা পাশার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের আহমদের সঞ্চালনায় অতিথিবৃন্দ ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মৌখভাবে বনভোজনের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই উপস্থিত অতিথিদের শুভেচ্ছা ও আন্তরিক স্বাগত জানানো হয়।

দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানে ছিল মধ্যাহ্নভোজ, পুরুষ, নারী, শিশু-কিশোর এবং তরুণ-তরুণীদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আনন্দঘন সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং সবার প্রতীক্ষিত আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন কবি, গীতিকার ও লেখক ইশতিয়াক রুপু, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোহাম্মদ মোতালেব, বাবুল আহমদ, বাচ্চু আফজাল হোসেন, মালেক আহমদ এবং উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা বলেন, প্রবাসে নিজ এলাকার মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক বন্ধন সুদৃঢ় করতে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তারা ভবিষ্যতেও সংগঠনের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি শামসুল হুদা পাশা বনভোজন সফল করতে উপস্থিত সকল অতিথি, সদস্য, স্বেচ্ছাসেবক ও আয়োজকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, ভবিষ্যতেও সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সংগঠনের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হবে।

ভারতের ছাত্র-যুব আন্দোলনে সংহতি জানাল ছাত্র ইউনিয়ন

ঢাকা অফিস

ভারতের নয়াদিল্লিতে চলমান ছাত্র-যুব আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের নিন্দা জানিয়ে আন্দোলনকারীদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন। একই সঙ্গে ছাত্র-যুবদের ওপর দমন-পীড়ন বন্ধ এবং তাদের দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি।

মঙ্গলবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি মাহির শাহরিয়ার রেজা এবং সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন শুভ এ আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে বিশ্বের প্রগতিশীল সংগঠনগুলোর প্রতি ভারতের চলমান ছাত্র-যুব আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ এবং বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাস্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)

সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফর্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইপ

MITU DISABILITY CENTER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.

MITU HOME CARE LLC.



RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

**আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার
পেতে পারেন**

MITU DISABILITY CENTER

- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.

আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাঁটের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, বিনামূলিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।

Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট)

N-648 WAIVER

MITU HOME CARE LLC.

আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন

আপনার মা-বাবা, স্বত্তর-শাওজী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে বাস্তব সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com



Md. Kamroul Hasan
President & Ceo

YOUR HOME SOLD GUARANTEED REALTY
Our Name is Our Promise

YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WE'LL BUY IT

আমরা বাড়ি বেচা ফেনা, ট্যাক্সি লিজিৎ এবং
টিএনএল ইনসুরেন্স করে থাকি।

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনসুরেন্স করা হয়

PHONE: 718-612-8825
EMAIL: hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing,
2nd Floor, Bronx, NY 10462



HASAN TAXI SERVICES INC



**KARNAFULLY
HOME CARE**

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY



**We Care
Your Family
Like Ours**

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)

PCA (Personal Care Assistant)

CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

◆ **Queens**

◆ **Nassau**

◆ **Suffolk**

◆ **Bronx**

◆ **Westchester**

◆ **Dutchess**

◆ **Orange**

◆ **Rockland**

◆ **Sullivan**

◆ **Ulster**

NYS Department of Health LHCSAs



Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Main Office

**37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372**

Jamaica Office

**167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432**



Fax: 347-338-6799



347-621-6640

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবী দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান

LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.




SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases

Call us:
718-482-7766, 917-562-1368

প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসেস সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ট্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়ালিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্গ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সত্যতা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাঙ্গিক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

**32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103**

www.surdezperzelaw.com

যে কোন পরামর্শের জন্য
যোগাযোগ করুন



Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

IMMIGRATION

ইমিগ্রেশন

TRANSLATION
TAX FILING
HELP




**ইমিগ্রেশন
ট্রান্সলেশন
ট্যাক্স**

Shamim Shahed
Certified Paralegal
Legal Investigator

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন • অ্যাসাইলাম
- অ্যাসিলিডেন্ট • পারসোনাল ইনজুরি
- ডিভোর্স (আনকনটেস্টেড)

631-805-1051

TD BANK এর উল্টোপাশে, ইন্ডিয়া শাড়ি প্যালেস ISP-এর ২য় তলায়

**Primavera 37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY 11372**

We Work with
BHATTA LAW & ASSOCIATES

Foot Specialist ALAM PODIATRY

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432

OUR SERVICES

Diabetic Foot Exam	Diabetic Shoes
Heel Injection	Foot Surgery
Ingrown Toenail	Vascular and nerve Testing
Fungal Toenails	On-site X-ray Availabe
Fracture Management	

We Accept all Major insurance Plan

Dr, Sadi Alam, DPM

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন






No More FOOT PAIN

CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com

Accepting New Patients

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?

Low Income, No Problem

Direct Lender

আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
- ★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেণ্ট
- ★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

- ব্যক্তিগত পরামর্শ
- ফ্রি এপ্রোভাল
- ইন্টারেস্ট রেট কম
- ফাস্ট ক্লোজিং
- ইনভেস্টমেন্ট
- দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435

Akib Hussain

লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন
হাতের নাগালে।

Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine
physician

আমাদের সেবাসমূহ :

- হেলথ চেকআপ।
- দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
- রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
- শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
- নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Contact us ☎ 631-778-4048 📍 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

**PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.**

Opportunity to get up to 50% scholarship
for Bachelor's and Master's Degree as
PeopleNTech Alumni from
Partner University: www.wust.edu

Washington University
of Science and Technology

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

Authorized
Employment
Agency by:

Certified Training
Institute by:

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL

আগ্রা প্যালেস রেস্তুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল

বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের
অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেস্তুরেন্ট ও পার্টি হল।

INDOOR & OUTDOOR
CATERING AVAILABLE

বুকিং ও কিস্তিরিত জানতে
যোগাযোগ করুন

ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880



১ আগস্ট ‘আমেরিকায় জুলাই জাগরণ’

এনসিপি ডায়ালগের উদ্যোগ

ডেস্ক রিপোর্ট

২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের স্মৃতি সংরক্ষণ, শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং নতুন প্রজন্মের কাছে আন্দোলনের ইতিহাস ও তাৎপর্য তুলে ধরার লক্ষ্যে এনসিপি ডায়ালগের আয়োজন করেছে। ১ আগস্ট (শনিবার) সন্ধ্যা ৬টায় সানি পার্কে ‘আমেরিকায় জুলাই জাগরণ’ শীর্ষক একটি স্মরণসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। সোমবার (২০ জুলাই) আহ্বায়ক কমিটির এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। অনুষ্ঠানে এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ পরিবারের সদস্য, কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশ নেবেন বলে জানান এনসিপি ডায়ালগের নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ জানান, আমেরিকায় জুলাই জাগরণ অনুষ্ঠানে জুলাই আন্দোলনের স্মৃতিচারণ, কবিতা আবৃত্তি, প্রবাসীদের ভূমিকা নিয়ে বিশেষ উপস্থাপনা, ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানভিত্তিক আলোকচিত্র, প্রামাণ্য ভিডিও ও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী

অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি রাষ্ট্র সংস্কার, গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক আলোচনা এবং উনবাঙাল সাহিত্য সংগঠনের পরিবেশনায় বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও থাকবে।

পেট্রিয়ট বাংলাদেশ নামে একটি সংগঠনও জুলাই জাগরণ আয়োজন করেছে। এনসিপি ডায়ালগের আয়োজনের সাথে সংগঠনটির কোন সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা জানতে চাইলে নেতৃবৃন্দ জানান, সংগঠনটির সাথে

পেট্রিয়ট বাংলাদেশ নামে একটি সংগঠনও জুলাই জাগরণ আয়োজন করেছে।

আমাদের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। তবে জুলাই নিয়ে যারাই আয়োজন করুক না কেন, তাতে আমাদের সমর্থন থাকবে।

সংবাদ সম্মেলনে এনসিপি ডায়ালগের আয়োজনের সদস্য সচিব ডাঃ মোঃ আবদুল মোহাম্মদ সাইমন বলেন, ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ছাত্র, তরুণ ও সাধারণ মানুষের

আত্মত্যাগ, সাহস ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা নতুন মাত্রা পায়। এ আন্দোলনে দেশের মানুষের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরাও জনমত গঠন, প্রতিবাদ কর্মসূচি, কূটনৈতিক যোগাযোগ এবং আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সতর্কতা ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে আন্দোলনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে উল্লেখ করে তিনি এনসিপি ডায়ালগের আয়োজন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সমাজের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট লোকাল অরগানাইজার রাকিব উদ্দিন, কার্যনির্বাহী সদস্য লোকমান আহমেদ রিয়াদ, সদস্য নুসায়ের হোসেন দিহান, যুগ্ম অর্থসচিব নিজামুল শাহরি, এক্সিকিউটিভ অফিসার রাহাত আলম, মুখ্য সংগঠক এম এইচ সিদ্দিক, যোগাযোগ ও মিডিয়া সম্পাদক হাসিনুল কবির, উপদেষ্টা রওশন হক, নিউইয়র্ক স্থানীয় সংগঠক মাহামুদুল কবির অনিক, কেন্দ্রীয় সদস্য রাসেল আলম, যুগ্ম অর্থ সম্পাদক জি এম নিলয়।

মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা নাগরিকদের মধ্যপ্রাচ্য ছাড়ার নির্দেশ কোরিয়ার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের হামলার জবাবে সোমবার বাহরাইন ও কুয়েতে মার্কিন স্থাপনায় পাল্টা আঘাত হয়েছে ইরান। পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতির দিকে যাওয়ায় দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার নাগরিকদের দ্রুত মধ্যপ্রাচ্য ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছে।

দেশটির উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিম জিনা বলেছেন, গত মার্চ মাস থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের বেশিরভাগ দেশের জন্য তৃতীয় স্তরের ভ্রমণ সতর্কতা জারি আছে। পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় স্বল্পমেয়াদে যারা অবস্থান করছেন তাদের অবিলম্বে অঞ্চলটি ছাড়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ইরানের পাল্টা হামলার পাশাপাশি সৌদি আরব ও ইয়েমেনের স্থিতি বিশ্লেষীদের মধ্যেও উত্তেজনার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে। এ অবস্থায় লোহিত সাগর দিয়ে চলাচল করা নিজেদের জাহাজগুলোকেও বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে সিউল। এদিকে সোমবার হরমুজ প্রণালিতে একটি জাহাজে গুলির পর তাতে আগুন ধরে যায়। পরে এতে থাকা ক্রুদের নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। গুলিটি কারা চালিয়েছে তা নিশ্চিত হওয়া যায়। এর কয়েক ঘণ্টা আগে মার্কিন হামলায় ইরানের তাবরিজ শহরে একজন নিহত ও কয়েকজন আহতের খবর পাওয়া যায়।

রোববার রাতে যুক্তরাষ্ট্রের চালানো ওই হামলার জবাবে ইরান বাহরাইন ও কুয়েতে ক্ষেপণাস্রম ছুঁড়েছে বলে জানিয়েছে দেশগুলোর প্রশাসন। মার্কিন পঞ্চম নৌবহরের সহযোগী দেশ বাহরাইন জানিয়েছে, তাদের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বেশ কয়েকটি আক্রমণ প্রতিহত ও ধ্বংস করেছে।

কুয়েতে হামলার ব্যাপারে ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) জানায়, দেশটিতে অবস্থিত মার্কিন সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলোতে আঘাত হানা হয়েছে।

ইরানে ফের যুদ্ধ শুরুর দুই সপ্তাহে আহত প্রায় ১০০ মার্কিন সেনা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের শুরু করা যুদ্ধে গত দুই সপ্তাহে প্রায় ১০০ জন মার্কিন সেনা আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পেন্টাগন। ইরানের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধের ব্যয় নিয়ে দেশে বিরোধিতা বাড়তে থাকায় এই তথ্য প্রকাশ করা হলো। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

স্থানীয় সময় গতকাল সোমবার পেন্টাগনের মুখপাত্র শন পারনেল জানান, যুক্তরাষ্ট্র ৭ জুলাই ইরানের বিরুদ্ধে পুনরায় বিমান হামলা শুরু করার পর থেকে ‘প্রায় ১০০ জন সেনাসদস্য কোনো না কোনো মাত্রার আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন।’ তবে আহতদের মধ্যে ৯৬ শতাংশ ইতোমধ্যেই আবার দায়িত্বে ফিরে গেছেন।

হতাহতের প্রকৃত সংখ্যা গোপন করার অভিযোগের জবাবে পারনেল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, ‘তারা আবার যুদ্ধে ফিরতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।’ তিনি আরও বলেন, আহতদের ‘অধিকাংশই সামান্য মাত্রার কনকশনে (মস্তিষ্কে আঘাতজনিত বাঁকুনি) ভুগেছেন।’ এই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগে পেন্টাগন জানায়, শুক্রবার রাতে জর্ডানের একটি বিমানঘাঁটিতে ইরানের হামলায় নিহত দুই মার্কিন সেনা হলেন হাওয়াইয়ের ২৫ বছর বয়সী টাইলার জেমস ফিহান এবং টেক্সাসের ১৯ বছর বয়সী ইসাবেলা গনজালেস।

মার্কিন সশস্ত্রবাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, জর্ডানে হামলার স্থানে পাওয়া দেহাবশেষ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। হামলায় নিহত হয়েছেন বলে ধারণা করা তৃতীয় এক সেনার সন্ধানও কাজ চলছে। এ ছাড়া শনিবার উত্তর ইরাকে আরও এক মার্কিন সেনা নিহত হয়েছেন বলে মার্কিন সেনাবাহিনী জানিয়েছে।

দীর্ঘায়িত এই সংঘাতের ফলে

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান হতাহতের কারণে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জনসমর্থনের হারেও চাপ তৈরি হয়েছে।

এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযান তদারককারী সেন্টকম জানিয়েছে, স্থানীয় সময় সোমবার রাত ৯টায় ইরানের বিরুদ্ধে দশম দফা হামলা সম্পন্ন করেছে মার্কিন বাহিনী। এসব হামলায় ইরানের সামরিক স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য ছিল ‘হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজে ইরানের ধারাবাহিক হামলা চালানোর সক্ষমতা দুর্বল করে দেওয়া।’

অন্যদিকে, যুক্তরাজ্যের মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস সেন্টার জানিয়েছে, ওমান উপকূলের কাছে আরেকটি তেলবাহী জাহাজ একটি প্রজেক্টাইলের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একই সময়ে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) দাবি করেছে, হরমুজ প্রণালির দক্ষিণে অনুমোদনহীন ও ‘বিপজ্ঞক’ একটি পথ ব্যবহার করে অতিক্রমের চেষ্টা করা দুটি ‘নিয়ম লঙ্ঘনকারী’ তেলবাহী জাহাজ বিস্ফোরণের পর আগুন ধরে থেমে যায়।

যুদ্ধ শুরুর সময় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ধ্বংস করার লক্ষ্য সামনে আনা হলেও, হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারা এখন ক্রমেই স্বীকার করছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের মূল মনোযোগ সরে গিয়ে হরমুজ প্রণালিকে ঘিরে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। কারণ, ইরান এই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথকে এমন এক শক্তিশালী কৌশলগত চাপের কেন্দ্রে পরিণত করেছে, যার ওপর যুক্তরাষ্ট্র কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় হিমশিম খাচ্ছে।

সোমবার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কে রুবিও বলেন, যুদ্ধ শুরুর আগে বিশ্বের মোট তেল পরিবহনের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ যে হরমুজ প্রণালি দিয়ে অতিক্রম করত, সেখানে ইরানকে জাহাজে হামলা চালানো থেকে বিরত রাখাই ‘যুক্তরাষ্ট্রের হামলা পরিচালনার একমাত্র কারণ।’



নিউইয়র্ক সিনিয়র অ্যাডাল্ট ডে কেয়ারের বনভোজন ও পুনর্মিলনী

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিনিয়র অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার (এনওয়াইএসএডিসি) আয়োজিত বনভোজন ও পুনর্মিলনী উৎসব আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (২০ জুলাই) নিউইয়র্কের ওয়েস্ট হেস্পাস্টেডে অবস্থিত হেস্পাস্টেডে লেক স্টেট পার্ক দিব্যাপী এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের বিভিন্ন এলাকা থেকে সিনিয়র সদস্য, তাদের পরিবার, স্বজন ও কমিউনিটির সদস্যরা অংশ নেন। দিনব্যাপী আয়োজনে ছিল সুস্বাদু খাবারের পরিবেশনা, পারিবারিক আড্ডা, সংগীত, বিভিন্ন বিনোদনমূলক খেলা এবং পুরস্কার বিতরণ।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সিনিয়র নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সামাজিক বন্ধন ও পারিবারিক সম্প্রীতি আরও সুদৃঢ় করতেই এ বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছে। এতে অংশগ্রহণকারীরা আনন্দঘন পরিবেশে সময় কাটানোর পাশাপাশি দীর্ঘদিনের পরিচিতজনদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পান।

দিনব্যাপী উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত বনভোজন ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে সিনিয়র সদস্যরা বিভিন্ন

খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেন। পরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সিনিয়র নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সামাজিক বন্ধন ও পারিবারিক সম্প্রীতি আরও সুদৃঢ় করতেই এ বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছে।

অতিথিরা। অংশগ্রহণকারীদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি ও উচ্ছ্বাসে মুগ্ধ হয়ে ওঠে।

এ সময় বক্তব্য রাখেন গোডেন এজ হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও এনওয়াইএসএডিসির সিইও লায়ন শাহ নেওয়াজ, সিএফও জাহিদ আলম, পরিচালক রানো নেওয়াজসহ অন্যান্যরা।

পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে অবদানের স্বীকৃতি ড. নজরুল ইসলামকে আজীবন সম্মাননা

নিজস্ব প্রতিবেদক

“পরিবেশ প্রাণ, নির্মল পরিবেশ ও সুন্দর জীবন”—এই প্রত্যয়ে ধারণ করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য, সবুজ ও নিরাপদ পৃথিবী বিনির্মাণের আহ্বানে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক (BEN)-এর ২৮ বছর পূর্তি উৎসব। একই সঙ্গে বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ, জনসচেতনতা সৃষ্টি ও টেকসই পরিবেশ আন্দোলনে আজীবন অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ BEN-এর প্রতিষ্ঠাতা ও বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ড. নজরুল ইসলামকে প্রদান করা হয়েছে বিশেষ আজীবন সম্মাননা।

গত ১৮ জুলাই ২০২৬, শনিবার বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে BEN নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি ও কানেকটিকাট চ্যাপ্টারের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি পরিবেশবিদ, শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিক এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের মিলনমেলায় পরিণত হয়।

পরিবেশ রক্ষায় ড. নজরুল

ইসলামের দীর্ঘ কয়েক দশকের গবেষণা, চিন্তাধারা, নেতৃত্ব এবং বাংলাদেশে পরিবেশ আন্দোলনকে একটি শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আয়োজকরা তাঁকে এই সম্মাননা প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে ড. নজরুল ইসলামকে নিয়ে একটি বিশেষ গবেষণাধর্মী ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। ভিডিওতে তাঁর পরিবেশ আন্দোলনের দীর্ঘ পথচলা, বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণে তাঁর ভূমিকা এবং BEN প্রতিষ্ঠার পেছনের লক্ষ্য ও কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। পরে BEN-এর পক্ষ থেকে তাঁর হাতে আজীবন সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

সম্মাননা গ্রহণের পর আবেগান্বিত হয়ে ড. নজরুল ইসলাম বলেন, “মানুষ বলে কাছের মানুষ সম্মান পায় না, দূরের মানুষ সম্মান দেয়। কিন্তু আজকের এই আয়োজন সেই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করেছে। কাছের মানুষরাই যে ভালোবাসা ও সম্মান দিয়ে পাশে দাঁড়াতে পারেন, আজ তারই প্রমাণ পেলাম।” তিনি BEN-এর সকল সদস্য, শুভানুধ্যায়ী ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন BEN-এর বৈশ্বিক সমন্বয়ক ড. মো. খালেদুজ্জামান। প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সমাজচিন্তক ড. রেহমান সোবহান। বিশেষ অতিথি হিসেবে অনলাইনে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী রনক জাহান।

বক্তরা বলেন, পরিবেশ রক্ষা এখন কোনো একক দেশ বা অঞ্চলের বিষয় নয়; এটি সমগ্র মানবসভ্যতার অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ। জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, নদী-নালা ও জলাশয় রক্ষা, বন উজাড় বন্ধ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ পৃথিবী গড়ে তুলতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

তারা বলেন, ড. নজরুল ইসলাম পরিবেশকে শুধু গবেষণার বিষয় হিসেবে দেখেননি, বরং মানুষের জীবন, সমাজ ও ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক (BEN) দেশে ও প্রবাসে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।





NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email: info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com



M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA



বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন



প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718) 874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718) 874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।

আমরা কোনো ফি নেই না।

আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

সবধরনের ইমিগ্রেশন সমস্যা

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে থেকতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্সুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল



KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW

(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529





#Khairul Basharlaw

www.basharlaw.com

+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট



Nurul Azim

Your Any Question Contact Here

+1 516 451 3748





- ✓ প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- ✓ পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ✓ ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- ✓ শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment

150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com



জ্যামাইকায় যাত্রা শুরু করলো বাংলাদেশি মালিকানাধীন রেস্তুরেন্ট ‘জল খাবার’

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় উদ্বোধন হয়েছে বাংলাদেশি মালিকানাধীন নতুন রেস্তুরেন্ট ‘জল খাবার’। শুক্রবার (১৭ জুলাই) ১৬৮-০১ জ্যামাইকা এভিনিউয়ে বেলুন উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে রেস্তুরেন্টটির উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রেস্তুরেন্টটির অন্যতম কর্ণধার তাসলিম খান ও

মনোরঞ্জন ঘোষ বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে এ সময় বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, যুক্তরাষ্ট্র জাসদ নেতা আনোয়ার হোসেন লিটন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আনিসুল কবীর জাসিরসহ স্থানীয় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

উদ্যোক্তারা জানান, রেস্তুরেন্টটিতে দেশীয় স্বাদের বিভিন্ন খাবার ও ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি সস্তায়ী মূল্যে পরিবেশন করা হবে।

সকালের নাশতা, দুপুরের খাবার ও রাতের ডিনারের পাশাপাশি সব খাবারই হবে হালাল ও তাজা। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত রেস্তুরেন্টটি খোলা থাকবে। এদিকে উদ্বোধন উপলক্ষে আগামী ১৬ আগস্ট পর্যন্ত সব ধরনের খাবারে ১৫ শতাংশ মূল্যছাড় দেওয়া হবে। এছাড়া পিকনিক, জন্মদিন, ক্যাটারিংসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য খাবারের অর্ডার গ্রহণ করা হবে রেস্তুরেন্টটিতে।

ঋণসংকট মোকাবিলায় জাতিসংঘের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার আহ্বান ড. তিতুমীরের

ডেব্জ রিপোর্ট

মধ্যপ্রাচ্য সংকট ও বিভিন্ন বৈশ্বিক অভিযাতের কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর ক্রমবর্ধমান রাজস্ব চাপ তৈরি হচ্ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ঋণ পুনর্গঠন, ঋণ-ভার লাঘব, ঋণ পরিশোধ স্থগিত এবং ঋণসংকটের টেকসই সমাধান নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের নেতৃত্বে একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর।

শুক্রবার (১৭ জুলাই) নিউইয়র্কে ইউনেসফ সদরদপ্তরে সংস্থাটির মানবিক কার্যক্রম ও সরবরাহ বিভাগের উপনির্বাহী পরিচালক টেড শেইবানের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি এ আহ্বান জানান। বৈঠকে বাংলাদেশের পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ সাকীও উপস্থিত ছিলেন।

ড. তিতুমীর বলেন, প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে শিশু ও নারীর কল্যাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সুরক্ষা খাতে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখতে সহায়তা করবে। একই সঙ্গে তা টেকসই উন্নয়ন অঙ্গীশ (এসডিজি) অর্জনের অগ্রগতি বজায়



রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বৈঠকে উপদেষ্টাগণ উল্লেখ করেন, মধ্যপ্রাচ্য সংকটের ফলে জালালির মূল্যবৃদ্ধি, বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন এবং ক্রমবর্ধমান ঋণের চাপ বাংলাদেশের রাজস্ব সক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে সংকুচিত করেছে। তা সত্ত্বেও ‘বাংলাদেশ ফাস্ট’ দর্শনের আলোকে একটি গণতান্ত্রিক মানবকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার নারী, শিশু ও অন্যান্য বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ।

নতুন সরকার নারীকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে সর্বজনীন জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কাজ করছে বলে

জানান ড. তিতুমীর। তিনি আরও জানান, ‘ফ্যামিলি কার্ড’ কর্মসূচির মাধ্যমে নারীপ্রধান পরিবারগুলোকে গর্ভাবস্থা, শিশুর বেড়ে ওঠা, শিক্ষা, প্রতিবন্ধিতা ও বার্ষিকাসহ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সহায়তা দেওয়া হবে।

বৈঠকে নির্ভরযোগ্য ও সমন্বিত তথ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার গুরুত্ব তুলে ধরে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ সাকী সরকারের প্রস্তাবিত ‘এক শিশু, এক কার্ড, এক নম্বর ও এক ওয়ালেট’ কৌশলের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এ উদ্যোগের মাধ্যমে জন্মনিবন্ধন, বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং সরকারি সেবাপ্রাপ্তিকে আরও কার্যকর ও সমন্বিত করা হবে।



নিকারাগুয়ার প্রেসিডেন্ট ওর্তেগা

নিকারাগুয়ায় আর কোনো নির্বাচন হবে না প্রেসিডেন্টের ঘোষণা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিকারাগুয়ায় আর কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির দীর্ঘদিনের প্রেসিডেন্ট ডেনিয়েল ওর্তেগা। বিরোধীদের ক্ষমতায় আসার পথ বন্ধ করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ৮০ বছর বয়সী কর্তৃত্ববাদী এই নেতা। একই সঙ্গে বিরোধীদের ঠেকাতে নতুন আইন প্রণয়নের কথাও বলেছেন তিনি।

মঙ্গলবার যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ান জানায়, গত রোববার ১৯৭৯ সালের সান্দিনিস্ত বিপ্লবের ৪৭ তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ওর্তেগা নির্বাচন নিয়ে ঘোষণা দেন। ওই বিপ্লবের মাধ্যমে আনাস্তাসিও সোমোসার স্বৈরশাসনের পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি। হাজারো সরকারি কর্মীর উপস্থিতিতে দেওয়া ভাষণে ওর্তেগা বলেন, ‘এখানে আর কোনো নির্বাচন হবে না, যাতে তারা (বিরোধী দলগুলো) সরকার দখল বা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করতে পারে।’

বিরোধীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান তুলে ধরে তিনি বলেন, জাতীয় পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে কাজ করে এমন আইন করা হবে, যা ‘অভ্যুত্থানকারীদের’ ও ‘দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাকারীদের’ বিরুদ্ধে একটি দেয়াল বা প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।

আগামী বছর নিকারাগুয়ায় নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও তা পুরোপুরি বাতিল হবে, নাকি বিরোধীদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হবে—সেই বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানাননি ওর্তেগা। তবে ২০২১ সালের নির্বাচনের সময় বিরোধী দল নিষিদ্ধ এবং প্রধান বিরোধী প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের কারাগারে পাঠানো হয়েছিল।

লাতিন আমেরিকা বিশ্লেষক তিজিয়ানো ব্রেদা বলেন, ওর্তেগা ও তাঁর স্ত্রী এবং ‘কো-প্রেসিডেন্ট’ রোসারিও মুরিয়ো নিকারাগুয়াকে কার্যত একটি পারিবারিক স্বৈরতন্ত্রে পরিণত করার পথে এগিয়ে নিয়েছেন। তাঁর মতে, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ওর্তেগা-মুরিয়োর ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কাকেই প্রকাশ করে।



REGISTER TODAY! KG TO GRADE 8

2026-2027 ADMISSIONS NOW OPEN

COGNIA ELHAAM ACADEMY IS FULLY ACCREDITED BY COGNIA!

S.T.E.A.M BASED CURRICULUM

HIGHLY QUALIFIED TEACHERS

FREE LUNCH AND BREAKFAST

HOLISTIC ISLAMIC EDUCATION

AFTER SCHOOL PROGRAMS

TRANSPORTATION FOR QUEENS & LONG ISLAND

SCAN TO APPLY

866-935-4226

87 41 165TH ST. JAMAICA, NY 11432

www.elhaamacademy.org | info@elhaamacademy.org



WELCOME
خوش آمدید

CENTERLIGHT PACE-এ,
বয়স কেবল একটি সংখ্যা
হতে পারে।

আপনার হৃদয়কে তরুণ রাখতে
আমাদের সাহায্য করতে দিন।



আপনার PACE®-এর
সাথে তাল মিলিয়ে চলা
1-877-286-PACE
CenterLightHealthcare.org



পার্কচেস্টার
ফ্যামিলী শিপার
আপনার প্রতিবেশীর
শিপিং ও সার্ভিস সেন্টার

USPS

শিপিং
নিষেধাজ্ঞা

আমাদের কমিউনিটি
নিরাপদ রাখতে
সহযোগিতা করার জন্য
আপনাকে ধন্যবাদ!

আমাদের কর্মী ও গ্রাহকদের
নিরাপত্তার জন্য, ডাকের মাধ্যমে
নিচের জিনিসগুলো পাঠানো
নিষিদ্ধ।

যা ডাকের মাধ্যমে পাঠানো যায় না

নিষিদ্ধ জিনিসের মধ্যে রয়েছে:

 বিস্ফোরক ও আতশবাজি এমন জিনিস যা বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে, যেমন অ্যামুনিশন, আতশবাজি এবং আগুন লাগানোর সরঞ্জাম।	 দাহ্য ও জ্বলনশীল পদার্থ যেমন পেট্রোল, লাইটার ফুইড, ম্যাড, এবং এরোসজাত স্প্রে বা ক্যান।	 বিষাক্ত ও ক্ষতিকর পদার্থ যেমন বিষাক্ত রাসায়নিক, ক্ষয়কারী পদার্থ, এবং বিপজ্জনক উপাদান।	 চাপযুক্ত গ্যাস সিলিন্ডার যেমন প্রোপেন, বিউটেন, এবং অন্যান্য গ্যাস সিলিন্ডার।
 মাদক বা অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় যেকোনো ধরনের অ্যালকোহলিক পানীয় ডাকের মাধ্যমে পাঠানো নিষিদ্ধ।	 অবৈধ মাদক ও নিয়ন্ত্রিত পদার্থ যেমন মারিজুয়ানা (গাঁজা) ও অন্যান্য বেঅইনি মাদকদ্রব্য।	 অস্ত্র ও গোলাবারুদ যেমন বন্দুক, এর যন্ত্রাংশ, এবং গোলাবারুদ (আসল বা নকল)।	 বিপজ্জনক অস্ত্র যেমন সুইটব্রেড, ছুরি, এবং ইলেকট্রিক শক দেওয়ার যন্ত্র (স্টান গান)।
 সংক্রমক পদার্থ যেমন এমন পদার্থ যা রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া, অথবা ভাইরাস ধারণ করে।	 তেজস্ক্রিয় পদার্থ যেমন এমন পদার্থ যা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নির্গত করে।	 লিথিয়াম ব্যাটারি (যোষণা ছাড়া) লিথিয়াম ব্যাটারি যোষণা করা অবশ্যক এবং USPS-এর নিয়ম মেনে চলতে হবে।	 জীবন্ত প্রাণী জীবন্ত প্রাণী এবং কিছু পোকামাকড় ডাকের মাধ্যমে পাঠানো নিষিদ্ধ (কিছু ব্যতিক্রম প্রযোজ্য)।

গুরুত্বপূর্ণ এটি নিষিদ্ধ জিনিসের সম্পূর্ণ তালিকা নয়। নিষিদ্ধ জিনিস পাঠালে দেওয়া নি বা ফৌজদারি জরিমানা, জরিমানা এবং ডাক সেবা বন্ধ হতে পারে।

সন্দেহ হলে, ডাক দেবেন না।
কোনো জিনিস ডাকের মাধ্যমে পাঠানো যাবে কি না নিশ্চিত না হলে, আমাদের দলের একজন সদস্যের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা সাহায্য করতে খুশি!

সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে স্ক্যান করুন
USPS-এর নিষিদ্ধ ও সীমাবদ্ধ জিনিসের তালিকা দেখুন।
[USPS.COM/RESTRICTEDITEMS](https://usps.com/restricteditems)



নিরাপদ কমিউনিটি
সবাইকে নিরাপদ রাখতে
সহযোগিতা করার জন্য
ধন্যবাদ!

বিশেষজ্ঞ সেবা
শিপিং সহজ করার জন্য
আমরা আছি আপনার পাশে!

আপনার প্রতিবেশীর
বিশ্বাস ও বদ্ধত্বপূর্ণ।
সবসময় আপনার জন্য।

পার্কচেস্টার
ফ্যামিলী শিপার
মাঝে একটি প্যাকডেজার
চেয়েও বেশি—একটি
সম্পর্ক, একটি বিশ্বাস।

ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনকের বার্ষিক বনভোজন

উত্তর আমেরিকা অফিস

মুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত ঢাকা জেলার প্রবাসীদের অন্যতম সংগঠন ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনকের উদ্যোগে বার্ষিক বনভোজন উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৯ জুলাই (রোববার) নিউইয়র্কের হেকশার স্টেট পার্কে অনুষ্ঠিত এ বনভোজনে ঢাকা জেলার বিপুলসংখ্যক প্রবাসী পরিবার অংশ নেন।

দিনব্যাপী আয়োজনে ছিল প্রবাসীদের মিলনমেলা, পারিবারিক আড্ডা, খেলাধুলা, শিশুদের জন্য বিভিন্ন বিনোদনমূলক আয়োজন, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং মনোজ্ঞ র‍্যাফেল ড্র। বনভোজনকে ঘিরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা। দীর্ঘদিন পর এক ছাদের নিচে একে অপরের সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন উপস্থিত প্রবাসীরা।

বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে আয়োজন করা হয় ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর ফাইনাল ম্যাচ বড় পর্দায় উপভোগের ব্যবস্থা। পরিবার-পরিজন নিয়ে একসঙ্গে বিশ্বকাপের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ উপভোগ করে উপস্থিত দর্শকরা ভিন্নমাত্রার আনন্দ উপভোগ করেন। বনভোজনে ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা গিয়াস আহমেদ, প্রধান পৃষ্ঠপোষক নুর আমিন ও কার্যকরী কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বনভোজন আয়োজক কমিটির আহবায়ক আমির আফতাব ও সদস্য সচিব মোহাম্মদ আলী সবুজ বনভোজনে উপস্থিত হয়ে সাফল্যমন্ডিত করায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনকের সভাপতি দুলাল বেহেদু ও সাধারণ সম্পাদক কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপ্ন বলেন, প্রবাসের ব্যস্ত জীবনের মাঝেও এমন মিলনমেলা প্রবাসী বাংলাদেশিদের পারস্পরিক সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ ও

সামাজিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে। বনভোজন শুধু আনন্দ-উৎসবের আয়োজন নয়, এটি নতুন প্রজন্মের কাছে দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরারও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তারা বনভোজন সফল করতে সহযোগিতা করা সংগঠনের সকল কর্মকর্তা, সদস্য, স্বেচ্ছাসেবক, শুভানুধ্যায়ী এবং অংশগ্রহণকারী প্রবাসীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। পাশাপাশি ভবিষ্যতেও আরও বৃহৎ পরিসরে এমন আয়োজন অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।



অঙ্গন পার্টি হল
ANGAN
Party Hall

50%
OFF
FOR

GRAND
Opening

জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন
অঙ্গন পার্টি হল থেকেই শুরু হোক আপনার
স্মৃতিগুলো

✓ Weddings Event

✓ Birthdays Event

✓ Gathering & Meeting

✓ Sweet 16 & Graduation

BOOK NOW

89-16 175th Street CF-2

Jamaica, NY 11432

Phone: 929-949-1234

নিউইয়র্কের অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-২৪ এ প্রাইমারি নির্বাচনে বিজয়ী জামিলা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কের অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-২৪ এর ডেমোক্রেটিক প্রাইমারি নির্বাচনে স্টেট কমিটিওয়ান পদে বিজয়ী হয়েছেন বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটি নেত্রী জামিলা উদ্দিন। তিনি দলীয় প্রাইমারি নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে এই পদে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছেন।

বিজয়ী জামিলা উদ্দিন অ্যাসাল এর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমেরিটাস ম্যাফ মিজবাহ উদ্দিনের মেয়ে। তার পরিবারও দীর্ঘদিন ধরে নিউইয়র্কে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা রেখে আসছেন।

নির্বাচনে জয়ের পর জামিলা উদ্দিন ভোটার, স্বেচ্ছাসেবক, সমর্থক, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বিজয়ের এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, এই বিজয় কেবল তার ব্যক্তিগত অর্জন নয়, এটি পুরো কমিউনিটির বিজয়। তিনি জানান, ভোটারদের আস্থা ও সমর্থনই তাকে এই সাফল্য এনে দিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তিনি আরও শক্তিশালী, অসুভূক্তিমূলক ও ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি গঠনে কাজ করে যাবেন।



তিনি আরও জানান, নির্বাচনী প্রচারণায় যারা সময়, শ্রম ও সমর্থন দিয়ে পাশে ছিলেন, তাদের অবদান কখনো ভোলার নয়। কমিউনিটির উন্নয়ন, সুযোগের সম্প্রসারণ এবং অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-২৪-এর প্রতিটি মানুষের কণ্ঠস্বর যেন যথাযথভাবে প্রতিনিধিত্ব পায়, সে লক্ষ্যে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির সদস্যরা জামিলা উদ্দিনের এই বিজয়কে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে দেখছেন। তাদের মতে, এ সাফল্য মূলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশি-আমেরিকানদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বকে আরও শক্তিশালী করবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করবে।

দিল্লিতে ইন্টারনেট বন্ধে নির্দেশ পাওয়ার দাবি টেলিকম সংস্থাগুলোর

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মধ্য দিল্লিতে গত সোমবার মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ রাখতে সরকারের আদেশ পাওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে টেলিকম সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো। অথচ এই সাময়িক স্থগিতাদেশের কোনো কপি সরকারের পক্ষ থেকে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে ককরোচ জনতা পার্টির ‘সংসদ চলো’ পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে সরকার এই আংশিক ইন্টারনেট সেবা বন্ধের পদক্ষেপ নেয়। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, সকাল ১০টার দিকেই মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এয়ারটেল, জিও এবং ভিআই-সহ সব টেলিকম সেবাদাতা সংস্থাকে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুটি প্রধান টেলিকম কোম্পানির কর্মকর্তারা সরকারের এই নির্দেশনার কথা নিশ্চিত করেছেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। বিকেল আনুমানিক ৬টার দিকে সেবা পুনরায় চালু করা হয় বলে জানান ওই কর্মকর্তারা।



নিউইয়র্কে প্রবাসীদের সঙ্গে বাণিজ্যমন্ত্রীর মতবিনিময়

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাণিজ্য,পাট, বস্ত্র ও শিল্পমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেছেন, বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার হলো বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করা এবং নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করা। গত ১৭ জুলাই ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেসে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি।

খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, বাংলাদেশে ব্যবসা শুরু করতে বর্তমানে দীর্ঘ সময় লাগে। এই জটিলতা কমাতে সরকার অনলাইনভিত্তিক সেবা চালুর মাধ্যমে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সহজ করার উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন দপ্তরে বারবার যেতে না হয়।

মন্ত্রী আরও বলেন, শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ খাতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ দূর করতে সরকার কাজ করছে।

মতবিনিময় সভায় তিনি সিলেট-১ আসনের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের বিষয়েও প্রবাসীদের অবহিত করেন। পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় প্রবাসীদের বিনিয়োগ ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর আহ্বান জানান।

প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পর এবার সেনাপ্রধানকে অপসারণ করলেন জেলেনস্কি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি দেশটির সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ওলেক্সান্দর সিরস্কিকে বরখাস্ত করে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মিখাইলো ড্রাপাতিকে নিয়োগ দিয়েছেন। রাজধানী কিয়িভে টানা ছয় দিনের বিক্ষোভের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিক্ষোভের সূত্রপাত হয়েছিল প্রতিরক্ষামন্ত্রী মিখাইলো ফেদোরভকে অপসারণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ফেদোরভ এর আগে সিরস্কির সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধে জড়িয়েছিলেন।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, গতকাল মঙ্গলবার জেলেনস্কি বলেন—রাশিয়ার আগ্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে চলমান প্রতিরক্ষা যুদ্ধকে ‘নতুনভাবে পুনর্গঠিত’ করতেই ড্রাপাটিকে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জেলেনস্কি বলেন, ‘ইউক্রেনের শক্তিশালী ফ্রন্টলাইন অবস্থান ধরে রাখার জন্য আমি ওলেক্সান্দর সিরস্কি এবং আমাদের প্রতিটি যোদ্ধার প্রতি কৃতজ্ঞ। একই দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করার জন্য আমি মিখাইলো ড্রাপাতির প্রতিও কৃতজ্ঞ।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের সবার অভিন্ন আকাঙ্ক্ষা একটাই, শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় এবং ফ্রন্টলাইনে এমন পরিস্থিতি ও রাশিয়ার ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করা, যা

রাশিয়াকে শান্তির দিকে এগিয়ে যেতে বাধ্য করবে।’ জেলেনস্কি সামরিক নেতৃত্বের অভাস্তরীণ মতপার্থক্য দূর করা এবং সেনা সমাবেশ (মোবাইলাইজেশন) ও ফ্রন্টলাইন ব্যবস্থাপনা নিয়ে দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলোর সমাধানের প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন।

যুদ্ধ পরিচালনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত ফেদোরভকে গত সপ্তাহে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, যা ইউক্রেনজুড়ে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দেয়। পদচ্যুত হওয়ার আগে সাবক এই প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রকাশ্যে সিরস্কির সমালোচনা করে বলেছিলেন, জেনারেলটি তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত করছেন এবং ইউক্রেন যদি রাশিয়ার আগ্রাসন প্রতিহত করতে চায়, তাহলে সিরস্কিকে অবশ্যই সরিয়ে দিতে হবে।

ফেদোরভ ড্রোন প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিনির্ভর যুদ্ধ কৌশল এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তবে তাঁর অভিযোগ ছিল, তুলনামূলকভাবে ঐতিহ্যবাদী হিসেবে পরিচিত সিরস্কি তাঁর এসব উদ্যোগকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধাগ্রস্ত করেছেন। মঙ্গলবার জেলেনস্কি ফেদোরভের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং তাঁকে সরকারের এমন একটি ‘সম্মানজনক পদ’ গ্রহণের প্রস্তাব দেন, যা দেশের প্রযুক্তি খাতকে ঐক্যবদ্ধ করবে। তবে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) জানিয়েছে, ফেদোরভ সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।



মিশিগানের হ্যামট্রাম্যাকে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হ্যামট্রাম্যাক শহরে ব্যাপক উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আনন্দের মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৮ জুলাই) সনাতন সংঘের উদ্যোগে বিপুলসংখ্যক ভক্তের উপস্থিতিতে এই রথযাত্রার আয়োজন করা হয়। আয়োজকেরা জানান, চার বছর আগে শুরু হওয়া এই রথযাত্রা এবার পঞ্চম বছরে পদার্পণ করল।

ওই দিন বিকেল ছয়টার পর

বেলমন্ট স্ট্রিট থেকে ভক্তরা রথের দড়ি টেনে যাত্রা শুরু করেন। ঢাক-ঢোল, কাঁসর ও মন্দিরা বাজিয়ে রথের সঙ্গে একটি বিশাল শোভাযাত্রা বের হয়। রথটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করার সময় রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষ হাত নাড়িয়ে স্বাগত জানান। অনেক গাড়িচালককে হর্ন বাজিয়ে শোভাযাত্রার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করতে দেখা যায়।

শোভাযাত্রায় নারী ও পুরুষদের যথাক্রমে লাল শাড়ি ও লাল পাঞ্জাবি পরে অংশ নিতে দেখা যায়। বাবা-

মায়ের সঙ্গে শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণীসহ সব বয়সী মানুষ এতে शामिल হন। অনেকের হাতে ছিল জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার ছবি।

বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শোভাযাত্রাটি আবারও বেলমন্ট স্ট্রিটে ফিরে আসে। সেখানে ধর্মীয় গান, কীর্তন ও লুট দেওয়া হয়। সবশেষে ভক্তদের মাঝে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মিশিগানের প্রবাসী বাংলাদেশিদের দ্বারা পরিচালিত মন্দিরগুলোতে নিয়মিতই বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

এক দশক পর নিউইয়র্ক সিটির নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বেতন বাড়ছে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

এক দশক পর নিউইয়র্ক সিটির নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বেতন ১৮ দশমিক ২ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব অনুমোদন করেছে নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল। এর ফলে কাউন্সিল সদস্য, নগরব্যাপী নির্বাচিত কর্মকর্তা, বরো প্রেসিডেন্ট এবং



জেলা অ্যাটর্নিরা আগামী মাস থেকেই বাড়তি বেতন পেতে পারেন। বৃহস্পতিবার সিটি কাউন্সিলে ডেপুটি স্পিকার নানতাশা উইলিয়ামসের উত্থাপিত বিলটি ৪২-৬ ভোটে পাস হয়। কাউন্সিল স্পিকার জুলি মেনিন ভোটদানে বিরত থাকেন। মেয়র জোহরান মামদানি গঠিত তিন সদস্যের একটি স্বাধীন কমিশন গত মাসে জনপ্রতিনিধিদের বেতন বাড়ানোর

সুপারিশ করে। কমিশনের মতে, ২০১৬ সালের পর থেকে জীবনযাত্রার ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাওয়ায় বেতন সমন্বয় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তবে মেয়র জোহরান মামদানি এবং সিটি কাউন্সিল স্পিকার জুলি মেনিন জানিয়েছেন, তারা নিজেদের জন্য এই বেতন বৃদ্ধি গ্রহণ করবেন না। জুলি মেনিন ইতোমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে বেতন বৃদ্ধি প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন।



হজ্জ নিবন্ধন শুরু হয়েছে

আবেদন করতে পারবেন

আমেরিকার পাসপোর্টধারী

বাংলাদেশের পাসপোর্টধারী

☎ +1 (718) 395-9697

✉ zamzamtravelus@gmail.com

www.zamzamtravelus.com

37-15 73 Street (Suite-207), Jackson Heights, NY-11372

Deram Matchmaker Inc.



A reliable matchmaking service to help you find your dream life partner, based in Bangladesh

Always dedicated to serving those living in the USA, Canada, and Australia.

Contact: Mr. Zilani
E-Mail: zilaninews2015@gmail.com
Cell: +1 518-822-7309



পাএ-পাএ চাই

17 Years Experience

আপনার স্বপ্নের জীবন সংসী/সংসিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস।

বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সন্মত নিয়োজিত।

যোগাযোগ:
JIBON SONGI

■ evergreenlife5001@gmail.com
farhanarayhan@yahoo.com

+1 (281)-912-7812
+1 (713)-900-6023

অবস্থান: যুক্তরাষ্ট্র



NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT



FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT



MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER



SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা



CALL US NOW:

718-516-3425

A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP



CONTACT US:

Off: 718-516-3425 | newyorksadc.com | 116-33 Queens Blvd | 78-06 101 Ave, Suite C
FAX: 646-568-6474 | intake@ny-sadc.com | Forest Hills, NY 11375 | Ozone Park, NY 11416



মিশিগানে ৩ দিনব্যাপী 'হ্যামটাউন সামার জ্যাম ফেস্টিভ্যাল'

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

মুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হ্যামট্রামিক সিটিতে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে তিন দিনব্যাপী 'হ্যামটাউন সামার জ্যাম ফেস্টিভ্যাল ২০২৬'। বাংলাদেশ মাল্টি কালচারাল ফাউন্ডেশনের (বিএমসিএফ) উদ্যোগে গত ১০, ১১ ও ১২ জুলাই এই মেলার আয়োজন করা হয়।

গত ১০ জুলাই বাংলাদেশ ও মুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। ১২ জুলাই মধ্যরাতে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে পর্দা

নামে এই উৎসবের।

তিন দিনব্যাপী এই আয়োজনে হ্যামট্রামিক সিটির মেলাস্থল রূপ নিয়েছিল যেন এক টুকরো বাংলাদেশে। শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণীসহ সব বয়সী প্রবাসী বাংলাদেশিদের পদচারণায় মুখরিত ছিল পুরো উৎসব প্রাঙ্গণ। পরিবার-পরিজন নিয়ে আনন্দঘন সময় কাটাতে মিশিগানের বিভিন্ন শহর থেকে মেলায় ছুটে আসেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

মেলার প্রধান আকর্ষণ ছিল দেশি ও প্রবাসী খ্যাতিমান শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর সংগীত পরিবেশনা। স্থানীয় ও অতিথি শিল্পীদের নাচ, গান এবং নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনা আগত

দর্শকদের মুগ্ধ করে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মেলায় ছিল বিভিন্ন সুস্বাদু খাবারের স্টল। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা তাদের বৈচিত্র্যময় পণ্য ও সেবা নিয়ে স্টল সাজিয়ে বসেন। এ ছাড়া উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল একটি লটারি ড্র। প্রবাসী বাংলাদেশিরা অত্যন্ত আনন্দ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই মেলা উপভোগ করেন।

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন



কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

স্পেনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কোনো টানাপোড়েন নেই

ট্রাম্পের সাফাই

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্থানীয় সময় গত সোমবার বলেছেন, স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজের সঙ্গে তাঁর কোনো ধরনের উত্তেজনা বা বিরোধ নেই। যদিও সম্প্রতি তিনি ইউরোপের এই দেশের সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তুরস্কের রাষ্ট্র পরিচালিত সংবাদ সংস্থা আনাদুলো এজেন্সির প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনালে স্পেনের কাছে আর্জেন্টিনার ১-০ গোলে পরাজয়ের পর সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, 'তাঁর সঙ্গে আমার কোনো টানাপোড়েন নেই। কারও সঙ্গেই আমার কোনো টানাপোড়েন নেই।' বিশ্বকাপ

ফাইনাল দেখতে নিউইয়র্ক/নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে হাজারি ছিলেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ। এ সময় ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁকে ভিআইপি বক্সে হাত মেলাতেও দেখা যায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, তিনি স্পেনের কর্মকর্তাদের তাদের 'দারুণ দলের' জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।

তিনি ফাইনাল ম্যাচটিকে 'রোমাঞ্চকর' এবং 'দারুণ একটি আসর' বলে বর্ণনা করেন। আর্জেন্টিনার পরাজয়ে তিনি হতাশ হয়েছেন কি না, এমন ইঙ্গিতও তিনি উড়িয়ে দেন। ট্রাম্প বলেন, 'স্পেনই ভালো খেলেছে', যদিও ম্যাচটি ছিল 'খুবই হাড্ডাহাড্ডি'।

এই সৌহার্দ্যপূর্ণ মন্তব্য ট্রাম্পের বক্তব্যে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। চলতি মাসের শুরুতে তিনি স্পেনকে 'একটি বার্থ রাষ্ট্র' এবং 'ন্যাটোর জন্য ভয়াবহ অংশীদার' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিহিতে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত

মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care

৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432

৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226



ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি

Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert

সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী

বাংলাদেশি
মহিলা ডাক্তার



ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি

Board Certified Geriatrics & Internal Medicine

(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)

সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা



ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি

হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

আমাদের সেবা সমূহ:

- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টেরল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্রাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of Medical Managements

PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations

মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরিষ্কার, ইকোজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হৃজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultrap SIMPLI h2o T-Mobile UNIVISION mobile Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম

খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)



কাজী অফিস
নিউইয়র্ক



MAULANA NAZRUL ISLAM

Khatib Masjid AR-Raiyyan

I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937

196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

২৭ অঙ্গরাজ্যে আইসবার্গ লেটুস প্রত্যাহার, পরজীবী সংক্রমণের আশঙ্কা

মিনহাজুল ইসলাম

পরজীবীজনিত সংক্রমণের আশঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্রের ২৭টি অঙ্গরাজ্যে বাজারজাত করা আইসবার্গ লেটুস প্রত্যাহার করেছে কৃষিপণ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান টেইলর ফার্মস।

প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, আইসবার্গ লেটুসে সাইক্লোস্পোরো নামের একটি অণুজীবের সম্ভাব্য উপস্থিতি শনাক্ত হওয়ায় স্বেচ্ছায় এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজার থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং মধ্য মেক্সিকো থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আইসবার্গ লেটুস আমদানি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটি ভোক্তাদের প্রতি আশ্বাস জানিয়েছে, যাদের কাছে প্রত্যাহার করা লেটুস রয়েছে তারা যেন তা খাওয়া থেকে বিরত থেকে দ্রুত ফেলে দেন।

প্রত্যাহার করা পণ্যগুলো গত ২৯ জুন থেকে ১৬ জুলাইয়ের মধ্যে আলাবামা, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, ইলিনয়, মেরিল্যান্ড, মিশিগান, নিউ জার্সি, ওহাইও, পেনসিলভানিয়াসহ মোট ২৭টি অঙ্গরাজ্যে সরবরাহ করা হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত কোন কোন খুচরা বিক্রেতার মাধ্যমে এসব পণ্য বিক্রি হয়েছে, সে তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। তবে টেইলর ফার্মসের নিজস্ব ব্র্যান্ডের সালাদ বা



সালাদ কিট এই প্রত্যাহারের আওতায় নয়। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে সাইক্লোস্পোরো সংক্রমণের একটি বড় প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে টেইলর ফার্মসের সরবরাহ করা কুচি করা আইসবার্গ লেটুসের যোগসূত্র খুঁজে পান স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা। পরে ঢাকো বেল তাদের সংশ্লিষ্ট সব রোস্টোরাঁ এবং সরবরাহ শৃঙ্খল থেকে ওই লেটুস সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দেয়। সাইক্লোস্পোরো সংক্রমণে সাধারণত দীর্ঘদিন ধরে পাতলা পায়খানা, পেটব্যথা, পেট ফাঁপা এবং পানিশূন্যতার মতো উপসর্গ দেখা দেয়।

যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ১ মে থেকে এখন পর্যন্ত ৩৪টি অঙ্গরাজ্যে প্রায় ৭ হাজার নিশ্চিত বা তদন্তাধীন সাইক্লোস্পোরো সংক্রমণের ঘটনা শনাক্ত হয়েছে।

রুম ভাড়া

১৯১১৮-১১৫তম এভিনিউ, সেইন্ট আলবেনস, NY 11412 এ প্রাইভেট বাসার দ্বিতীয় তলায় একটি রুম ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া ৭৮০ ডলার। স্ট্রীট পার্কিং এভেইলেভেল। মসজিদ থেকে ২ মিনিটের দূরত্ব, বাস স্টেশন থেকে ১ মিনিট দূরত্ব। Phone: 929 258 8421 3/7/26

বেইজমেন্ট ভাড়া

আগস্ট মাসের ১ তারিখ থেকে ওজন পার্ক এলাকায় ১০৭ এভিনিউ এবং ১০৬ স্ট্রিটে A টেনের কাছে ভাড়া হবে। দুই রুম, কিচেন, ডাইনিং, ফুল বাথ। বাস Q 112, Q 7, Q 10, Q 34, মসজিদ, গ্রোসারি, স্কুল নিকটে। ফোন: 718-928-7989 2/7/26

ঢাকায় বাড়ি বিক্রি হবে

আমেরিকান এম্বাসির পূর্ব পাশে নতুন বাজার এলাকায় ৩ কাঠা জমির উপর ৬ তলা বিশিষ্ট ফাউন্ডেশন ডুপ্লেক্স করা একটি বাড়ি জরুরি ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, যোগাযোগ: 718-924-1763 4/2/26

চাকরির বিজ্ঞপ্তি

New York Hardware and Paint Shop, Brooklyn, NY-এ অবস্থিত New York Hardware and Paint Shop-এর জন্য অভিজ্ঞ স্টাফ আবশ্যিক। Hardware ও Building Materials স্টোর পরিচালনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং ভেন্ডরদের সাথে শক্তিশালী যোগাযোগ (Vendor Connection) থাকা আবশ্যিক।
যোগ্যতা:
* ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা (Hardware/Construction Materials Store)
* Vendor sourcing ও purchase-এ দক্ষতা
* বাংলা ও ইংরেজিতে যোগাযোগ দক্ষতা
ঠিকানা: 1200 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208 Send CV: emdadbhuiyan@yahoo.com Call: 347-301-5185

ইন্টারপ্রিটার সার্ভিস

পেশাদার ট্রান্সলেশন সার্ভিস এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যেকোনো ইন্টারপ্রিটার সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
রওশন জে. চৌধুরী, Cell: 347-222-8860

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন-আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনাল গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

পাত্র চাই

আমেরিকায় হিন্দু পাত্র(২৫) ও বাংলাদেশে অধ্যয়নরত হিন্দু পাত্রীর(১৯)-এর জন্য পাত্র খুঁজছি। সরাসরি যোগাযোগ: 718-300-9908 2/5/26

পাত্রী চাই

ঢাকায় স্থায়ী পরিবারের একমাত্র ছেলে অবিবাহিত বর্তমানে আমেরিকায় চাকুরীরত কেমিক্যাল ইন্জিনিয়ার (এমএস) ব: ৩০ উ: ৬'-০" পাত্রের জন্য আমেরিকায় স্থায়ী মুসলিম পরিবারের পাত্রী চাই। অভিভাবক হোয়াইটসআপ: + 1 862 376 6467

পাত্র চাই

পঁচিশ বছর সিটিজেন পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র আবশ্যিক। যারা এখানে পরিবার ছাড়া একা থাকেন অনুগ্রহ করে তারা যোগাযোগ করুন। বি: দ্র: পাত্রী একটু অসুস্থ। যোগাযোগ: 929-401-7536

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২", বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য; শুধুমাত্র অভিভাবক 917-518-5508-এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল। 1.3.26

পাত্র চাই

পাত্রী দুবাইতে জন্ম ও পড়াশোনা A label সমাপ্তির পর বাংলাদেশে BBA তে অধ্যয়নরত ২৩ বছর বয়সী ধার্মিক পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ধার্মিক পাত্র চাই। পাত্রীর পরিবারের জন্য I-130 দাখিল করা হয়েছে ২০১১ সালে। যোগাযোগ: 646-716-2456

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যিক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্র্যাজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। যারা বার বার ড্রাইভিং টেস্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সান্দ-৯১৭-৮০৭-৪৮৫১

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব চল্লিশ সুশ্রী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন: 516-728-7303

পাত্র চাই

ঢাকায় অবস্থানরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ফ্যামেলী ডিভোর্সি বয়স ৩০ পাত্রীর জন্য ইউএসএর সিটিজেন পাত্র চাই। পাত্রীর একটি সন্তান রয়েছে। বিস্তারিত জানতে কল করুন +1 (334) 552-0660 Email: AkmRahman.samsur@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যিক। ডিভোর্সি হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যিক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যিক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষিতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের কাছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

FREE ESTIMATE

Licensed & Fully Insured

Bengal Electric Systems Corp.

আমাদের সবধরনের Security Systems Installation করার জন্য DOS হতে

Licensed & Background Check করা আছে।



বাসাবাড়ি, অফিস ও রেস্টুরেন্টে ভালমানের টেকসই ও সুলভমূল্যে নিম্নোক্ত কাজগুলি করে থাকি

- CCTV CAMERA SYSTEM (INDOOR AND OUTDOOR)
- INTERCOM SYSTEM(AUDIO & VIDEO)
- ACCESS CONTROL SYSTEM
- DOOR BEL (AUDIO/ VIDEO)
- ALL KIND OF ELECTRICAL JOBS (RESIDENTIAL & COMMERCIAL)
- ELECTRICAL WIRING
- DIFFERENT KIND OF LIGHT FIXTURE & OUTLET INSTALLATION
- ELECTRIC PANEL UPGRADE

212-763-3747 | 929-253-4767

md@bengalelectric.net www.bengalelectric.net



যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেপ্তারে নতুন রেকর্ড, জুনে ৪৩ হাজারের বেশি অভিবাসী আটক

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। সর্বশেষ সরকারি তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জুন মাসে দেশটির অভিবাসন ও সশস্ত্র প্রয়োগ সংস্থা (আইস) ৪৩ হাজার ১৩৮ জন অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করেছে। যা ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার পর এক মাসে সর্বোচ্চ গ্রেপ্তারের রেকর্ড।

জানা গেছে, গত এপ্রিলের পর থেকে আইস হেফাজতে থাকা অভিবাসীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ১১ জুলাই পর্যন্ত সংস্থাটির হেফাজতে ছিলেন ৬৫ হাজার ৭৬৫ জন, যা এপ্রিলের তুলনায় ৫ হাজার ৪৫০ জন বেশি। যদিও জানুয়ারিতে এই সংখ্যা সর্বোচ্চ ৭০ হাজার ৭৭০-এ পৌঁছেছিল।

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি

২০২৫ থেকে এ পর্যন্ত ৫ লাখ ৯০ হাজার ৬০০-এর বেশি অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণে আরও দেখা গেছে, আইসের হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের অপরাধের রেকর্ড নেই, তাদের সংখ্যা এখনও অপরাধে অভিযুক্ত বা দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তুলনায় বেশি।

অভিবাসন অধিকারকর্মীদের দাবি, প্রায় ৭০ বিলিয়ন ডলারের অতিরিক্ত তহবিল পাওয়ার পর থেকে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ (ডিএইচএস) দেশজুড়ে নীরবে কিন্তু ধারাবাহিকভাবে গ্রেপ্তার অভিযান বাড়িয়েছে। হোয়াইট হাউস প্রতিদিন প্রায় দুই হাজার অভিবাসীকে গ্রেপ্তারের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে বলেও বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাপ্তাহিক সময়ে মিনিয়াপোলিসে অভিযানের সময় দুই ব্যক্তির মৃত্যুর

ঘটনায় দেশজুড়ে বিক্ষোভের পর প্রশাসন প্রকাশ্যে অভিযান কিছুটা কমিয়ে এখন কর্মসূচল, বাসার বাইরে, সড়কে যানবাহন ধামিয়ে কিংবা আইসের কার্যালয়ে নিয়মিত হাজিরা দিতে আসা অভিবাসীদের গ্রেপ্তারের কৌশল অনুসরণ করেছে।

অভিবাসন অধিকারকর্মীরা বলছেন, আগের মতো বড় ধরনের অভিযান না চালিয়ে এখন নীরবে বিভিন্ন স্থানে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। ফলে কোথায় কখন অভিযান চলছে, তা শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সাল থেকে প্রতি দুই সপ্তাহ অন্তর গ্রেপ্তার, আটক ও বহিষ্কারের তথ্য প্রকাশ করা আইসইর জন্য বাধ্যতামূলক। তবে এপ্রিলের পর কয়েক মাস কোনো তথ্য প্রকাশ না করায় এ নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়ে সংস্থাটি। পরে ডিএইচএস জানায়, সরকারি কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটায় তথ্য প্রকাশে বিলম্ব হয়েছে।

বিশ্বকাপ-পরবর্তী আবেগের ঢেউ, নীরবতা ভাঙলেন মেসি

পেলেন স্ত্রীর হৃদয়স্পর্শী শ্রদ্ধাঞ্জলি

অভিজিৎ দে

মেটলাইফ স্টেডিয়ামে রোববার স্পেনের কাছে ১-০ গোলের হার। মাঠ থেকে সরাসরি টিম বাসে উঠে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হওয়া এড়িয়ে গিয়েছিলেন লিওনেল মেসি ও তার দল। পরদিন সোমবার অবশেষে ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে সেই হৃদয়ভাঙা পরাজয়ের কথা তুলে ধরলেন ৩৯ বছর বয়সী এই তারকা। জানালেন এই হার তার ওপর যে "বিশাল" মানসিক আঘাত রেখে গেছে তার কথা।

মেসি লেখেন, "কষ্টটা বিশাল, আর এই ক্ষত সারতে সময় লাগবে। কিন্তু আমি সেই সব ভালো মুহূর্তও মনে রাখছি... যে ম্যাচগুলো আমরা ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম। নিজের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছিলাম, যে ম্যাচগুলো চিরদিন আমাদের স্মৃতিতে থেকে যাবে। আর গোটা একটা দেশের সমর্থন - যা এই দলের কঠোর পরিশ্রম আর প্রচেষ্টার সাথে মিলে আমাদের আবারও বিশ্বসেরাদের একজন বানিয়েছে।" তিনি আরও লেখেন, "প্রতিটি শুভেচ্ছাবার্তা আর প্রতিটি বার্তার জন্য হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ। আরও একবার আমরা একটা দেশ হিসেবে একত্রিত হতে পেরেছি। আর্জেন্টাইন হওয়ার বিশাল গর্ব একসাথে ভাগ করে নিতে পেরেছি।" বার্তার শেষে স্পেনকে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য অভিনন্দনও জানান তিনি।

হারের পর মাঠেই আবেগে ভেঙে পড়েছিলেন মেসি। টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন হাতছাড়া হওয়ার বেদনায় কিছুক্ষণ মাঠেই বসে পড়েছিলেন তিনি। তবে এর মধ্যেও তিনি উঠে দাঁড়িয়ে স্পেনের তারকা লামিনে ইয়ামালের সাথে করমর্দন ও আলিঙ্গন করেন। দুই প্রজন্মের দুই কিংবদন্তির জন্য এক পূর্ণ-বৃত্তের মুহূর্ত হয়ে থাকলো এই দৃশ্য। তবে ম্যাচ-পরবর্তী কিছু অপ্রীতিকর ঘটনার পর আর্জেন্টিনা সংবাদমাধ্যমের নির্ধারিত



বাধ্যবাধকতা এড়িয়ে গিয়ে সরাসরি স্টেডিয়ামের লোডিং ডকের দিকে চলে যায়। দলের পক্ষ থেকে অন্তত কিছু খেলোয়াড়কে সংবাদমাধ্যমের জন্য উপস্থিত রাখার নিয়ম আছে। যা এবার মানা হয়নি। ফলস্বরূপ স্পোর্টসের বিশ্লেষক অ্যালেক্সি লালাস এই সিদ্ধান্তকে "দুর্বল" আচরণ বলে মন্তব্য করেছেন।

মেসির এই আবেগঘন বার্তার একদিন আগেই তার স্ত্রী আন্তোনেলা রোকুজো নিজের ইনস্টাগ্রামে স্বামীকে নিয়ে আরেকটি হৃদয়স্পর্শী শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রকাশ করেছিলেন। অশ্রুসিক্ত মেসির একটি ছবি এবং সতীর্থদের কাঁধে তুলে নেওয়ার আরেকটি ছবি পোস্ট করে স্প্যানিশ ভাষায় লেখা ক্যাপশনে তিনি লেখেন, "তুমি সবসময় সেরা থাকবে, লিও মেসি। শুধু তোমার প্রতিভার জন্য নয়, বরং তুমি কখনো নিজেকে বদলাওনি বলে। যাই ঘটুক না কেন, তুমি কখনো হাল ছাড়ো না, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে যাও, নিজের সবটুকু উজাড় করে দাও।" রোকুজো আরও লেখেন, "এই দৃঢ়তা, এই মানসিকতা, আর বারবার নিজেকে টেনে তোলার যে ক্ষমতা, সেটাই তোমাকে অনন্য করে তোলে... তুমি আমাদের সন্তানদের জন্য সবচেয়ে বড় উদাহরণ এবং লাখো মানুষের অনুপ্রেরণা।"

পড়লে বোঝা যায়, এই পরাজয় একজন মানুষ ও তার পরিবারের কাছে এক গভীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়িয়েছে - যেখানে জাতীয় গর্ব, ব্যক্তিগত কৃতিত্ব আর পারিবারিক ভালোবাসা একসাথে মিলেমিশে গেছে।

মাঠের পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে, এবারের বিশ্বকাপে মেসি আটটি গোল করে গোল্ডেন বুট পুরস্কারের অন্যতম শক্ত দাবিদার হয়ে উঠেছিলেন। তবে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে ৬-৪ গোলে হারা ম্যাচে দুটি গোল করে ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাল্পে ১০ গোল নিয়ে তাকে ছাড়িয়ে যান এবং গোল্ডেন বুট নিজের করে নেন।

মেসি নিজে এখনো তার আন্তর্জাতিক ফুটবল ভবিষ্যৎ নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো সিদ্ধান্তের কথা জানাননি। তবে তার বয়স, পরবর্তী বিশ্বকাপ আসতে আসতে তার বয়স ৪৩ বছর হয়ে যাবে। এই বাস্তবতা আর রোববার হারের পর তার সেই আবেগঘন প্রতিক্রিয়া এবং স্ত্রীর এই বিদায়ী সুরের শ্রদ্ধাঞ্জলি - সব মিলিয়ে অনেকেই মনে করছেন, স্পেনের বিপক্ষে এই ম্যাচটাই হয়তো আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে মাঠে নামা তার শেষ ম্যাচ ছিল।

TUITION FREE TAX SCHOOL*



লিবার্টি ট্যাক্স স্কুল

BECOME A TAX PROFESSIONAL

Complete our Income Tax Course

and Join America's Fastest Growing Tax Preparation Company for the Upcoming Tax Season.

* Tuition is Free but there is little fee for books

● Day and Evening Classes are available for your convenience.

PLEASE CONTACT : (718) 297-3500

147-20 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica NY 11435

Email: libertytaxschool101@gmail.com

(আল আকসা রেষ্টুরেন্টের উল্টো দিকে)

(One Block East From Sutphin Blvd on the corner of Hillside Ave Train Station, Close by F & E Train)



মিশিগানে বর্ণাঢ্য আয়োজনে ‘মৈত্রী’র তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়েছে জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘মৈত্রী’র তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। শনিবার (১৮ জুলাই) বিকেলে ওয়ারেন সিটির মুখা বেঙ্গলী কালচারাল সেন্টারে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণিল এই আয়োজনের সূচিতে ছিল মনমুগ্ধকর নৃত্য, কবিতা, সংগীত ও আলোচনা সভা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই সূচনা বক্তব্য দেন মৈত্রীর প্রতিষ্ঠাতা ও সংগীত শিক্ষক তপন প্রভু। এরপর সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং প্রবাসে বাংলা গান,

নৃত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য দেন আকলিমা বেগম ডলি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখা বেঙ্গলী কালচারাল সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ড. দেবশীষ মুখা।

আলোচনা সভা শেষে শুরু হয় মূল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। শুরুতেই মৈত্রীর শিল্পীরা চমৎকার সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন। এরপর পরিবেশিত হয় নজরকাড়া দ্বৈত নৃত্য। অনুষ্ঠানে নটরাজ শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীরাও দলীয় সংগীত পরিবেশন করেন।

আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল একক সংগীত। অনুষ্ঠানে একক গান

গেয়ে শোনান সুলতানা গজনবী, হেলেন হাবিব, গোলাম হায়দার, কামরুল হায়দার, শ্বেতা দে, রুমানা রশীদ, আজিজ খন্দকার, সুশান্ত সরকার, তনুশ্রী কুমার, অমিতা মুখা, উর্মি বাসেত, হারুন রশীদ, রুকসানা পলি, শাহীম শহীদ এবং সংগীত শিক্ষক তপন প্রভু।

অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্রে সংগত করেন অমিত চ্যাটার্জি (তবলা), আবীর (গিটার) এবং আহসান হাবিব (পারকাশন)। চমৎকার ও প্রাণবন্ত এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রবাসে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি উদ্‌যাপনের আরেকটি স্মরণীয় দিন পার করলেন মিশিগান প্রবাসীরা।

প্রথমবারের মতো ডেঙ্গু টিকার অনুমোদন দিল ভারত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভারতে প্রথমবারের মতো ডেঙ্গু প্রতিরোধী টিকার বাজারজাতকরণের অনুমোদন দিয়েছে দেশটির ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল অব ইন্ডিয়া (ডিসিজিআই)। তাকেদা বায়োফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডিয়ান তৈরি কিউডেস্কা নামের এই টিকাটি ৪ থেকে ৬০ বছর বয়সী ব্যক্তিদের জন্য অনুমোদন পেয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, কিউডেস্কা একটি লাইভ-অ্যাটেনুয়েটেড টেক্সটোভালেন্ট টিকা, যা ডেঙ্গু ভাইরাসের চারটি সেরোটাইপের

বিরুদ্ধেই সুরক্ষা দিতে সক্ষম। টিকাটি দুই ডোজে দেওয়া হবে এবং দুটি ডোজের মধ্যে তিন মাসের ব্যবধান থাকবে। প্রতিষ্ঠানটির দাবি, আগে ডেঙ্গু হয়েছিল কি না, তা বিবেচনা না করেই এই টিকা নেওয়া যাবে। এছাড়া টিকা দেওয়ার আগে কোনো ধরনের জিনিংয়েরও প্রয়োজন হবে না।

ভারতে গত দুই দশকে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ১১ গুণ বেড়েছে। বর্তমানে বিশ্বের মোট ডেঙ্গু সংক্রমণের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই ভারতে ঘটে। যদিও বিভিন্ন গবেষণায় বলা হয়েছে, প্রকৃত আক্রান্তের সংখ্যা সরকারি হিসাবের তুলনায় আরও অনেক বেশি।

টিকাটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে

তাকেদার বৈশ্বিক ক্লিনিক্যাল উন্নয়ন কর্মসূচির তথ্যের ভিত্তিতে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপের মোট ১৯টি ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে ডেঙ্গু-প্রবণ ও ডেঙ্গু-অপ্রবণ বিভিন্ন অঞ্চলের ২৮ হাজারের বেশি মানুষ অংশ নেন।

প্রতিষ্ঠানটির প্রধান তৃতীয় ধাপের টিডেস পরীক্ষায় আটটি ডেঙ্গু-প্রবণ দেশের ২০ হাজারের বেশি অংশগ্রহণকারী ছিলেন। এতে দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার ১২ মাস পর পরীক্ষাগারে নিশ্চিত হওয়া ডেঙ্গু প্রতিরোধে টিকাটির কার্যকারিতা ছিল ৮০ দশমিক ২ শতাংশ। আর ডেঙ্গুজনিত হাসপাতালে ভর্তি প্রতিরোধে ১৮ মাস পর কার্যকারিতা ছিল ৯০ দশমিক ৪ শতাংশ।



Save Yourself This Tax Season

Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)

Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com

প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।

Tax Immigration Real Estate

● Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.

● Sales and Payroll Tax ● Business Licenses and Setup ● FBAR and FATCA Filing

● Notary Public ● Immigration Form Fill-Up Services

● Credit Repair, Real State and much more...

Member of

NYSSEA
New York State Society of Enrolled Agents

naea
National Association of Enrolled Agents

184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432



CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

সওদাগর

15th Edition
Sawdagar

হোম কেয়ার

HHA/PCA HOME CARE সেবা নিতে চান
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

ELMHURST OFFICE
40-34 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 929-424-2157
718-440-3116

Brooklyn Office
375 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel : 718-633-1112
Fax : 718-633-1117
Email : help.prohealthhomecare@gmail.com

বেশি ঘন্টা ও
সর্বোচ্চ পেয়েন্ট পাবার
জন্য আজই কল করুন

Mamun Ur Rashid
President
917-476-8914

PROHEALTH HOMECARE
(Ordinary People, Extra Ordinary Care)

Not-for-profit Tax Exempt under IRS Section 501(c)(4). EIN: 20-5160921
চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন ইনক
CHURCH MCDONALD BANGLADESHI BUSINESS ASSOCIATION INC.



নিউইয়র্কে মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক বনভোজন

উত্তর আমেরিকা অফিস

মুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংগঠন মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক বনভোজন উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সংগঠনের কয়েকশ সদস্য পরিবার-পরিজন নিয়ে অংশগ্রহণ করেন।

সম্প্রতি নিউইয়র্কের ওয়েস্ট বেবিলনের বেল্টমন্ট লেক স্টেট পার্কে আয়োজিত এ বনভোজনে দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রবাসীরা আনন্দঘন সময় কাটান।

অনুষ্ঠানে শিশু, নারী ও পুরুষদের জন্য বিভিন্ন ধরনের বিনোদনমূলক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বালিশ খেলা, দৌড় প্রতিযোগিতাসহ নানা খেলায় অংশ নেন বিভিন্ন বয়সী সদস্যরা। বিজয়ীদের হাতে পরে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

বনভোজনের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা

করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা তপন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি এম আজিজ।

এ সময় মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কাজী এম আর খান প্রবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ঐক্য আরও সুদৃঢ় করতে এ ধরনের আয়োজনের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ফার্মাসিস্ট মোহাম্মদ আক্তার হোসেন, সেলিম, সিরাজুল ইসলাম খান ও শাহাদাত হোসেন। বক্তারা বলেন, প্রবাসে নতুন প্রজন্মের কাছে দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সামাজিক বন্ধন তুলে ধরতে এমন আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

দিনব্যাপী নানা আয়োজন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে বার্ষিক বনভোজন আনন্দমুখর পরিবেশে শেষ হয়।

মিশিগানে ‘বাংলাদেশি আমেরিকান ফেস্টিভ্যাল’ ২৫ ও ২৬ জুলাই

পার্শ্ব সারথী দেব, মিশিগান

মুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ওয়ারেন সিটির সিটি স্কয়ারে আগামী ২৫ ও ২৬ জুলাই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ১৭তম ‘বাংলাদেশি আমেরিকান ফেস্টিভ্যাল’। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব মিশিগানের (বাম) উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত মেলা প্রাঙ্গণ সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

আয়োজকেরা জানান, মেলায় বাংলাদেশ ও উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় শিল্পীরা অংশ নেবেন। সাংস্কৃতিক পর্বে গান গাইবেন বাউলশিল্পী কালা মিয়া, দিলশাদ নাহার কণা, রেশমী মিজা, অনিক রাজ, অপূ রহমানসহ উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পীরা।

বিএনপিকে গোনার টাইম নাই

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

ঢাকা ডেস্ক

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, ‘বিএনপির ভাইদেরকে নিয়ে কথা বললেই খেয়ে ফেলবে, মেরে ফেলবে, ধরে ফেলবে। শুধু বলতেই পারে, আর কিছু করতে পারে না। আমাদেরকে ভয় দেখায়। ওদেরকে গোনার টাইম নাই। আমরা এক আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পাই না।’

সোমবার সন্ধ্যায় পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলার শহীদ মিনার চত্বর এলাকায় এনসিপির জুলাই পথসভায় নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এ কথা বলেন। নাসীরুদ্দীন আরও বলেন, ‘একটা কার্ড চালু করে নাম দেব জুলাই গান্দার



কার্ড। এই কার্ডের কয়েকটা শাখা-প্রশাখা হবে। একটা হবে সন্ত্রাসী কার্ড, এটা দেব যুবদলকে। টেন্ডারবাজ কার্ড, চাঁদাবাজি কার্ড দেব ছাত্রদলকে। আমরা আরেকটা কার্ড করব— ভারতীয় দালাল কার্ড, এটা দেব বিএনপিকে।’

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন,

‘ভেবেছিলাম, যে মানুষগুলো ১৭ বছর নির্ধাতিত ছিল, তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে দেশটা ঠিক করব। যে মানুষটা কবরে গিয়েছে, পৃথিবীতে যার অস্তিত্ব নাই, সে মানুষটার নামেও তারা কৃষি কার্ড বিতরণ করছে।’

বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘ছাত্রদল, যুবদল, বিএনপির যেইসব চুনোপুটি সন্ত্রাসী আছো, আমরা তোমাদেরকে এখনো দাওয়াত দিচ্ছি, হেদায়াতের পথে আসো, নারীদের পক্ষে দাঁড়াও, হিন্দু ভাইদের পক্ষে দাঁড়াও, ব্যবসায়ী ভাইদের পক্ষে দাঁড়াও, আলেম-ওলামাদের পক্ষে দাঁড়াও, সীমাস্ত পাহারা দাও। যদি পারো, তাহলে তোমাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে রাজি আছি।’

জি.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স

- পারসোনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেল্ফ ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

AUTHORIZED
IRS
e-file
PROVIDER

ইমিগ্রেশন

- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস

AIR TICKET

• Emirates • Qatar Airways • Etihad Airways • Turkish Airlines • Saudia & More

(646) 685-3785, (212) 810-0449

E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com

Immigrant Elder Home care LLC

Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York

নিউইয়র্ক স্টেটের হোম কেয়ার প্রভাইডার/হোম কেয়ার সেবার মাধ্যমে আপনাকে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র, অসুস্থ-বৃদ্ধ ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372

Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449

E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংস্বা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ

এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি

নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স

E2	EB3
L1A	EB5
SIJS	VAWA
POLITICAL ASYLUM	

আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।

আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগিতার পরও ২ বছরের ‘কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড’ থেকে ‘কন্ডিশন’ রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।

এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ

ইবি-ত্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-ত্রি’তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।

আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।

আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে

Old Club Man Corporation

www.oldclubman.com



(212) 814-4068

16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

কার্বনের বোঝা বইছে বাংলাদেশ

আলম শাইন

উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের বলি হচ্ছে বাংলাদেশ তথা এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে তারা ব্যাপকহারে শিল্প-কারখানা গড়ে তুলছে পাশ্চা দিয়ে। তাতে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা বেড়ে গেছে, যেমন; তেমনি আবার নিয়ন্ত্রণহীনভাবে সিএফসি গ্যাসের ব্যবহারও বাড়িয়ে দিয়েছে। এক কথায়, শিল্পোন্নত দেশগুলোর দায়িত্বহীনতার কারণে সিএফসি গ্যাস, কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসের নির্গমন বেড়ে গেছে। যে গ্যাস নিঃসরণের কারণে পৃথিবীর ফিল্টার নামে খ্যাত ওজোনস্তর ক্রমশ পাতলা হয়ে ভূপৃষ্ঠ তপ্ত হচ্ছে। যার ফলে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বছর বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রীষ্মে তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, যেমন; তেমনি শীতে তাপমাত্রা কোথাও কোথাও মাইনাসের কাছাকাছি চলে যাচ্ছে। শীতপ্রধান দেশগুলোর কথা ভিন্ন। তবে শীতপ্রধান দেশগুলোও কেবল মাইনাস তাপমাত্রার কারণে নয়, তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গেও ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যার প্রভাবে হিমবাহের চাই গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেমন; তেমনি সমুদ্রের জলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়ে জলশ্ৰীতি হয়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়াও, ওয়ার্ল্ড রিস্ক ইনডেক্স-২০২৩ অনুযায়ী, বিশ্বের জলবায়ু দুর্যোগের ঝুঁকিতে শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান নবম।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে ২০১৬ সালে অ্যান্টার্কটিকার ৯৬৫ বর্গকিলোমিটারের হিমবাহের চাইয়ে চিড় ধরতে দেখেছেন গবেষকরা। ২০২০ সালের এক প্রতিবেদনে জানা যায়, এক বছরে গ্রিনল্যান্ড থেকে প্রায় ৫৩২ বিলিয়ন টন বরফ গলেছে। ২০১৯ সালে গ্রিনল্যান্ডে তিন কিলোমিটার দীর্ঘ বরফের চাই ভেঙে পড়েছে। তাতে স্বাভাবিকের চেয়ে ৪০ শতাংশ জল বৃদ্ধি পেয়েছিল। বরফের চাই গলতে শুরু করায় সেখানকার পরিস্থিতি ভয়াবহতার দিকে মোড় নিয়েছে। সমুদ্রে প্রতি সেকেন্ডে ৬টি অলিম্পিক সুইমিং পুলের সমপরিমাণ জল পড়ছে। তাতে দেখা গেছে, প্রতিদিন প্রায় ৩০ লাখ টন জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রিনল্যান্ডের বরফের চাই গলার পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করে ব্রিটেনের 'ইউনিভার্সিটি অব লিংকন' এক গবেষণায় জানিয়েছে, 'গ্রিনল্যান্ডের বরফ গলার কারণেই ২১০০ সাল নাগাদ বিশ্বের সমুদ্রস্তরের উচ্চতা ১০ থেকে ১২ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পাবে।' সম্প্রতি নোচার ক্লাইমেট চেষ্টা জানীলে প্রকাশিত এক গবেষণায় আরও উদ্বেগজনক তথ্য উঠে এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, এই মুহূর্তে বরফ গলা বন্ধ করার কোনো উপায় নেই। এমনকি পৃথিবী যদি আজই তাপ নির্গমন বন্ধ করে দেয়, তবুও গ্রিনল্যান্ডের বরফ গলার কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা কমপক্ষে ১০ ইঞ্চি বা প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার বাড়বেই।

অপরদিকে, নোচার ম্যাপাজিনে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, আর্কটিক



মহাসাগরের তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বরফ যুগেও দেখা গিয়েছিল। উল্লেখ্য, সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিগত ৪০ থেকে ১০০ বছরের মধ্যে দেখা গেছে, গ্রিনল্যান্ডের তাপমাত্রা ১০ থেকে ১২ ডিগ্রি বৃদ্ধি পেয়েছে। আরেকটি দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারির শুরুতেই উত্তর মেরুর পূর্বাঞ্চলের তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছিল। সেখানকার তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে গিয়ে ঠেকেছিল। অপরদিকে, ২০২৪ সাল বিশ্বে সর্বকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার বছর হিসেবে রেকর্ড গড়েছে। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার (ডব্লিউএমও) ২০২৫ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৫ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ১১টি বছর পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে উষ্ণ বছর হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে। বর্তমানে যে হারে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হচ্ছে, তাতে ২০৩০ সালের মধ্যে গড় তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যাবে। আর সেটি হলেই পৃথিবী মহাদুর্যোগের মুখোমুখি পড়বে।

জর্জিয়া ইউনিভার্সিটির পরিবেশবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এভাবে বরফ গলা অব্যাহত থাকলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। ফলে বিশ্বের নিম্নাঞ্চলগুলো ব্যাপকভাবে প্লাবিত হবে। সেই তালিকায় রয়েছে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের নামও। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে গত আড়াই দশকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা গড়ে ২৬ সেন্টিমিটার বেড়েছে এবং এই বৃদ্ধির হার বার্ষিক ১১.৬ মিলিমিটার, যা বৈশ্বিক গড়ের চেয়ে অনেক বেশি।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং শৈতপ্রবাহের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিনই কোনো না

কোনো ধরনের দুর্যোগ সংঘটিত হচ্ছে। সেটি হতে পারে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, খরা, বন্যা, সাইক্লোন, টর্নেডো, ভূমিকম্প ও নদীভাঙনসহ নানা ধরনের দুর্যোগ। তার মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধিই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলছে পৃথিবীকে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন ও লবণাক্ততার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যার প্রমাণ আমরা বারবার পেয়েছি। সিডর, আইলা, বুলবুল, আম্পান ও ইয়াসের তাণ্ডবলীলা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গকে মারাত্মক দুর্যোগের শিকার করেছিল। তবে পশ্চিমবঙ্গে ইয়াস ভয়ঙ্করভাবে আঘাত হানলেও সামান্য দিক পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ সে যাত্রায় কিছুটা রক্ষা পেয়েছিল। তথাপি উপকূলীয় অঞ্চলে জলোচ্ছ্বাসের কারণে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির খবর আমরা জানতে পেরেছি। এসব প্রাকৃতিক তাণ্ডব ঘটছে শুধু বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলেই, যার মূল কারণ হচ্ছে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ। গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের জন্য বিজ্ঞানীরা মানুষকেই দায়ী করেছেন। যার ফলেই মূলত বৈশ্বিক উষ্ণায়ন অব্যাহত রয়েছে এবং জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। যা আমাদের কাছে জলবায়ু সংকট হিসেবে পরিচিত।

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে ধারণা থাকা সত্ত্বেও উন্নত দেশগুলো গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ কমাতে তেমন কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি। শুধু কাগজ-কলমেই তাদের উদ্যোগ সীমাবদ্ধ রয়েছে। উন্নত দেশগুলোর কর্মকাণ্ডে সমগ্র পৃথিবী আজ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ২০২৫ সালের মে মাসে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ প্রথমবারের মতো ৪৩০ পিপিএম ছাড়িয়ে গেছে, যা গত ৩০ লাখ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার (আইইএ) ২০২৬ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালে বিশ্বের মোট শক্তি-সংক্রান্ত কার্বন নিঃসরণ রেকর্ড ৩৮.৪ বিলিয়ন টনে পৌঁছেছে, যা শিল্পযুগের আগের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেশি। এটি পৃথিবীর অস্তিত্বের প্রতি এক মারাত্মক হুমকি।

জাতিসংঘ কর্তৃক জলবায়ুবিষয়ক এবং বৈশ্বিক গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ বন্ধে ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরোতে একটি কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। সেখানে গঠিত হয় ‘জলবায়ুবিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন’ (ইউএনএফসিসিসি)। ওই কনভেনশনে ১৫০টি দেশকে এই নতুন বিধান মেনে চলতে রাজি করানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ প্রশমনে বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে একটি প্রটোকল ঘোষণা করা হয়। মূলত ওই সময় থেকেই সদস্য দেশগুলো প্রতি বছর মিলিত হওয়ার জন্য সম্মত হয় এবং প্রতি বছর মিলিতও হচ্ছে। কিন্তু কাজের কাজ তেমন কিছুই হচ্ছে না। গাছের গোড়া কেটে জল ঢালার মতো দরিদ্র দেশগুলোকে কিছু অনুদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে শুধু। ২০২৫ সালের নভেম্বরে ব্রাজিলের বেলেমে কপ-৩০ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানেও উন্নত দেশগুলো কার্বন নিঃসরণ কমানোর বিষয়ে কঠোর প্রতিশ্রুতি দিতে গড়িমসি করেছে। অথচ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশের কারণে মানুষকে বাস্তুচ্যুত হতে হচ্ছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ইতোমধ্যেই লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে মানুষের জীবন ও জীবিকায় মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। যার কারণে

বাধ্য হয়ে বিশাল জনগোষ্ঠী বাস্তুহারা হচ্ছে। জানা গেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ইতোমধ্যে প্রায় ৬০ লাখ বাংলাদেশি বাস্তুহারা হয়েছেন, আর তাদের অধিকাংশই এখন শহরমুখী হচ্ছেন।

বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, ২০৫০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশ তার মোট ভূখণ্ডের ১৭ শতাংশ হারাবে এবং দেশের ৩০ শতাংশ কৃষিজমি বিনষ্ট হবে। জাতিসংঘের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী এক দশকের মধ্যে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশের প্রায় ১৭ শতাংশ মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে পারে। আর ২১০০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠ পাঁচ থেকে ছয় ফুট বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশ থেকে প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে পারে, যা হবে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় জলবায়ু অভিবাসন। পরিবেশবিজ্ঞানীদের অভিমত, আর মাত্র ৪৫ সেন্টিমিটার সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি গেলেই উপকূলীয় অঞ্চলের ১০ শতাংশ ভূমি জলের নিচে তলিয়ে যাবে। তবে এই অভিমতকে অপ্রতিষ্ঠিত বলে মনে করছেন অন্য একদল গবেষক। কারণ ইতোমধ্যে জানা গেছে, ডুবে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকা অনেক এলাকায় সমুদ্রে উচ্চমাত্রার পলি জমার ফলে একটি প্রাকৃতিক ভারসাম্য তৈরি হতে পারে। ইতোমধ্যে তার কিছু প্রমাণও মিলেছে। যেমন, হাতিয়া অঞ্চলসহ দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিশাল আয়তনের নতুন চর জেগেছে। অন্যদিকে, ২০০৫ সালে আইপিসিসি জানিয়েছিল, ২০৫০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ২১ শতাংশ লবণাক্ত জলে সয়লাব হয়ে যাবে। সাম্প্রতিক গবেষণাও বলছে, ২০৩০, ২০৫০ ও ২১০০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠ যথাক্রমে ১৪, ৩২ ও ৮৮ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

নানা ধরনের তর্ক-বিতর্কের পর সর্বশেষ যে বিষয়টি আমরা জানতে পেরেছি, তা হলো— সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশ এক মহাদুর্যোগের মুখোমুখি হবে; এটি প্রায় অবধারিত। আর এ মহাদুর্যোগের জন্য দায়ী মূলত শিল্পোন্নত দেশগুলোর দায়িত্বহীনতা। শিল্পোন্নত দেশগুলো অধিকহারে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ করে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বাড়িয়ে হিমবাহের চাই গলার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। ফলে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার আরও কয়েকটি দেশ ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিপর্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ। সেই বিপর্যয় থেকে আদৌ উত্তরণ মিলবে কি না, তা নিয়ে আমরা সন্দihan। যদি বিশ্ববিবেকের জাগ্রত হয়, তবে হয়তো আমরা এই মহাদুর্যোগ থেকে উত্তরণ পাব। তাই বিশ্ববিবেকের কাছে আমাদের আর্জি—সময় থাকতে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিন। কার্বন নিঃসরণ শূন্যের কোঠায় নামিয়ে এনে জলবায়ু যুদ্ধে বাংলাদেশসহ ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে বিজয়ী হতে সহায়তা করুন।

লেখক : কথাসাহিত্যিক, পরিবেশ ও জলবায়ুবিষয়ক কলামিস্ট।

দক্ষিণ এশীয়দের ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের পেছনে লুকিয়ে থাকা এক ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি

মাসুম মাহবুব

বর্তমান সময়ে দক্ষিণ এশীয়দের মধ্যে ডায়াবেটিস, থাইরয়েডের সমস্যা এবং অল্প বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা উদ্বেগজনকভাবে বেশি। দীর্ঘদিন ধরে এর জন্য কেবল খাদ্যাভ্যাস বা অলস জীবনযাত্রাকেই দায়ী করা হতো। কিন্তু সাম্প্রতিক এপিজেনেটিক্স (Epigenetics—পরিবেশগত প্রভাবের কারণে জিনের প্রকাশভঙ্গির পরিবর্তন-সংক্রান্ত বিজ্ঞান) বিষয়ক গবেষণায় উঠে এসেছে এক চমকপ্রদ ও বেদনাদায়ক সম্ভাবনা। গবেষকেরা বলছেন, আধুনিক দক্ষিণ এশীয়দের এই স্বাস্থ্যঝুঁকির পেছনে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের দুর্ভিক্ষ ও দীর্ঘস্থায়ী খাদ্যসংকটেরও প্রভাব থাকতে পারে।

ইতিহাসের সেই নির্মম ক্ষুধা যেন আমাদের জীববিজ্ঞানে এক ধরনের "জৈবিক স্মৃতি" রেখে গেছে।

ঔপনিবেশিক দুর্ভিক্ষ ও ১৯৪৩ সালের 'পঞ্চাশের মরুস্তর': ব্রিটিশ শাসনামলে ১৭৬৫ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশে একাধিক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়। ইতিহাসবিদদের বিভিন্ন গবেষণায় বড় ধরনের দুর্ভিক্ষের সংখ্যা ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ, যা 'পঞ্চাশের মরুস্তর' নামে পরিচিত। এই দুর্ভিক্ষে প্রায় ৩০ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন বলে বহু গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।

তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের যুদ্ধকালীন নীতি খাদ্যসংকটকে আরও তীব্র করেছিল বলে বহু ইতিহাসবিদের মত। বাংলার লাখ লাখ মানুষ যখন খাদ্যের অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরছিল, তখন ব্রিটিশ প্রশাসনের



নীতিগত ব্যর্থতা ও উদাসীনতা পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তোলে।

এপিজেনেটিক্স কী এবং কীভাবে এটি জিনের কার্যপ্রণালিকে প্রভাবিত করে?

সাধারণভাবে আমাদের শরীরের গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় জিনের মাধ্যমে। কিন্তু চরম মানসিক চাপ, অপুষ্টি বা দীর্ঘস্থায়ী অনাহার জিনের মূল গঠন না বদলিয়েও তার কার্যপ্রণালিতে পরিবর্তন আনতে পারে। একেই বলা হয় এপিজেনেটিক্স।

অনাহারের সময় শরীর টিকে থাকার জন্য কিছু জৈবিক পরিবর্তন ঘটায়। এর একটি

গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হলো ডিএনএ মিথাইলেশন (DNA Methylation), যেখানে ডিএনএর ওপর রাসায়নিক চিহ্ন (chemical markers) যুক্ত হয়ে নির্দিষ্ট জিনের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে।

এর ফলে শরীরে কয়েকটি অভিযোজনমূলক পরিবর্তন দেখা দিতে পারে—

চর্বি সঞ্চয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি: শরীর প্রতিটি ক্যালরি সংরক্ষণে সচেষ্ট হয় এবং বিশেষ করে পেটের ভেতরের অঙ্গগুলোর চারপাশে (ভিসেরাল ফ্যাট) চর্বি জমাতে শুরু করে।

বিপাকক্রিয়ার গতি কমে যাওয়া: কম শক্তি

ব্যয় করে বেঁচে থাকার জন্য শরীরের মেটাবলিজম ধীর হয়ে যায়।

পেশীর ভর কমে যাওয়া: যেহেতু পেশী বেশি শক্তি ব্যয় করে, তাই শরীর তুলনামূলকভাবে কম পেশী তৈরি করে এবং বেশি চর্বি জমাতে থাকে।

কিছু গবেষণায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এই ধরনের এপিজেনেটিক পরিবর্তনের একটি অংশ পরবর্তী প্রজন্মেও প্রভাব ফেলতে পারে। তবে মানুষের ক্ষেত্রে এই আন্তঃপ্রজন্মগত প্রভাব কতটা স্থায়ী এবং কতটা বিস্তৃত—তা নিয়ে গবেষণা এখনও চলমান।

আধুনিক যুগের 'ভুল মানিয়ে নেওয়া'

(Evolutionary Mismatch)

যদি এই এপিজেনেটিক অভিযোজন সত্যিই প্রজন্মান্তরে প্রভাব ফেলে থাকে, তবে পূর্বপুরুষদের বাঁচিয়ে রাখার সেই জৈবিক কৌশল আজ উল্টো স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হতে পারে। কারণ এখন আর দুর্ভিক্ষ নেই, কিন্তু শরীরের কিছু বিপাকীয় বৈশিষ্ট্য হয়তো এখনও সেই সংকটের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার মতো আচরণ করছে।

এর ফলে দেখা দিতে পারে—টাইপ-২ ডায়াবেটিস: দক্ষিণ এশীয়দের মধ্যে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠীর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি এবং অনেক ক্ষেত্রেই কম বয়সে এ রোগ দেখা যায়।

TOFI (Thin Outside, Fat Inside): অনেক দক্ষিণ এশীয় দেখতে রোগা হলেও শরীরের ভেতরে, বিশেষ করে পেটের অভ্যন্তরে, অতিরিক্ত চর্বি জমে থাকে এবং পেশীর পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হয়।

অল্প বয়সে হৃদরোগ: উচ্চ ট্রাইগ্লিসেরাইড, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স এবং ভিসেরাল ফ্যাট বৃদ্ধির কারণে দক্ষিণ এশীয়দের মধ্যে তুলনামূলক কম বয়সেই হৃদরোগের ঝুঁকি বেশি দেখা যায়।

এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে, পূর্বপুরুষদের জীবন রক্ষার জন্য গড়ে ওঠা জৈবিক অভিযোজন আজ আমাদের স্বাস্থ্যঝুঁকির একটি সম্ভাব্য কারণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তবে এটিও মনে রাখা জরুরি যে, ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের জন্য জিন, এপিজেনেটিক্স, খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক পরিশ্রম, পরিবেশ এবং জীবনযাত্রা—সবগুলোই সম্মিলিতভাবে দায়ী। এপিজেনেটিক্স এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্র হলেও, এটিকে একমাত্র কারণ হিসেবে দেখা বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক হবে না।

বিনিয়োগ হোক মানুষের সম্ভাবনায়

ড. নূর মোহাম্মদ

এত দিন আমরা বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শুধু সংখ্যা বুঝেছি—পৃথিবীতে কত মানুষ বাস করছে, জনসংখ্যা কত দ্রুত বাড়ছে এবং অর্থনীতি, সম্পদ ও উন্নয়নের ওপর এর কী প্রভাব পড়ছে। কিন্তু ২০২৬ সালের বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপনের সময় জনসংখ্যাকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলানোর সুযোগ এসেছে। জনসংখ্যা শুধু মানুষের সংখ্যা নয়; এটি মানুষের অধিকার, স্বপ্ন, সম্ভাবনা, সুযোগ এবং মর্যাদার প্রমাণ।

বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যা ৮০০ কোটির বেশি। কিন্তু আজকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জনমিতিক বাস্তবতা জনসংখ্যা বৃদ্ধি নয়; বরং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঘটে চলা গভীর জনমিতিক পরিবর্তন। একদিকে বহু দেশে জন্মহার কমছে এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, অন্যদিকে অনেক দেশে তরুণ জনগোষ্ঠী এখনো জনসংখ্যার সবচেয়ে বড় শক্তি। এই দুই প্রবণতা, যুবসমাজের বিস্তার এবং জনসংখ্যায় বার্ষিক্য—বিশ্বের অর্থনীতি, শ্রমবাজার, স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং সামাজিক কাঠামোকে নতুনভাবে রূপ দিচ্ছে।

মানবজাতির ইতিহাসে এত বড় তরুণ জনগোষ্ঠী আর কখনো ছিল না। বিশ্বের কোটি কোটি তরুণ আজ শিক্ষা, প্রযুক্তি এবং বৈশ্বিক যোগাযোগের অভূতপূর্ব সুযোগ পাচ্ছে। তারা নতুন উদ্ভাবন করছে, উদ্যোক্তা হচ্ছে, জলবায়ু আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং সামাজিক পরিবর্তনের চালিকাশক্তি হয়ে উঠছে। তাদের সৃজনশীলতা, উদ্যম ও অভিযোজনক্ষমতা টেকসই উন্নয়নের সবচেয়ে বড় সম্পদ হতে পারে।

কিন্তু শুধু তরুণ জনগোষ্ঠী থাকলেই উন্নয়নের সফল নিশ্চিত হয় না। এখনো অসংখ্য তরুণ বেকারত্ব, দক্ষতার ঘাটতি, মানসম্মত শিক্ষার সীমিত সুযোগ এবং বৈষম্যের মুখোমুখি। বাংলাদেশসহ অনেক দেশের জন্য চ্যালেঞ্জটি শুধু অধিক জনসংখ্যার আকার নয়; বরং এই তরুণদের সক্ষম করে তোলার জন্য পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করা হচ্ছে কি না, সেটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং তরুণদের জন্য বিশেষ বিনিয়োগ বরাদ্দ করা এখন আর বিলাসিতা নয়; বরং ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির অপরিহার্য শর্ত।

একই সঙ্গে আরেকটি বাস্তবতা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, জনসংখ্যায় বার্ষিক্য মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া। মূলত উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থা, পুষ্টি এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ফলে মানুষ আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় দীর্ঘ জীবন পাচ্ছে। এটি মানবসভ্যতার অন্যতম বড় অর্জন। তবে দীর্ঘায়ুর সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং



প্রবীণবান্ধব সেব্যব্যবস্থা নতুনভাবে সাজানোর প্রয়োজনীয়তাও বেড়েছে।

দুঃখজনকভাবে প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে প্রায়ই সমাজের জন্য বোঝা হিসেবে দেখা হয়। অথচ প্রবীণেরা পরিবার, সমাজ ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। তাঁরা অভিজ্ঞতার ভান্ডার, মূল্যবোধের ধারক, নতুন প্রজন্মের পরামর্শদাতা এবং সামাজিক সংহতির অন্যতম ভিত্তি। তাই চ্যালেঞ্জ বার্ষিক্য নয়; বরং এমন সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে মানুষ মর্যাদা, নিরাপত্তা ও উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন নিয়ে বার্ষিক্য পৌঁছাতে পারে।

এই পরিবর্তনশীল জনমিতিক বাস্তবতায় প্রযুক্তি নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। তবে প্রযুক্তি একাই সব সমস্যার সমাধান নয়। ডিজিটাল রূপান্তরের পাশাপাশি প্রয়োজন ডিজিটাল সাক্ষরতা, প্রযুক্তিতে সবার সমান প্রবেশাধিকার, নৈতিক শাসনব্যবস্থা এবং মানু্যকেন্দ্রিক নীতি। প্রযুক্তি মানুষের সেবায় নিয়োজিত হবে কিন্তু মানুষের বিকল্প হিসেবে নয়। অন্যথায় প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বিদ্যমান বৈষম্য আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

বাংলাদেশের জন্য এই বৈশ্বিক জনমিতিক পরিবর্তনের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। গত পাঁচ দশকে পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবায় ধারাবাহিক বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম সফল জনমিতিক রূপান্তরের উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। জন্মহার কমেছে, মানুষের আয়ু বেড়েছে এবং স্বাস্থ্য সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

আজ বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। দেশের বৃহৎ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক পরিবর্তনের শক্তিশালী ভিত্তি হতে

পারে। ডিজিটাল অর্থনীতির সম্প্রসারণ, উদ্যোক্তা সংস্কৃতির বিকাশ, শিক্ষার বিস্তার এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ফলে ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

তবে সামনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জও রয়েছে। তরুণদের বেকারত্ব, দক্ষতার অসামঞ্জস্য, দ্রুত নগরায়ণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এখনো লাঞ্ছনা মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করছে।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২৬ আমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশ্বজুড়ে উন্নয়ন সহযোগিতা আজ নানা চাপের মুখে। অর্থায়ন কমে যাওয়া এবং পরিবর্তিত ভূ-রাজনৈতিক অগ্রাধিকারের কারণে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, লিঙ্গসমতা এবং সামাজিক সুরক্ষাবিষয়ক বহু কর্মসূচি সংকুচিত হচ্ছে। অথচ একই সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন, বাস্তুচ্যুতি, মানবিক সংকট এবং বৈষম্য বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকাকে হুমকির মুখে ফেলছে।

ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে না শুধু জনসংখ্যার আকার। ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে আমরা মানুষের ওপর কতটা বিনিয়োগ করতে পারছি, তার ওপর। জনসংখ্যা নীতির লক্ষ্য কখনোই মানুষের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা নয়; বরং মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা, তাদের পছন্দের স্বাধীনতা বাঁধানো এবং জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা। ভবিষ্যৎ শুধু তরুণদের নয়, শুধু প্রবীণদেরও নয়। ভবিষ্যৎ তাদের, যারা প্রতিটি প্রজন্মের মূল্যকে স্বীকৃতি দেয় এবং প্রজন্মের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহহতি গড়ে তোলে।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে আমাদের অঙ্গীকার হোক, জনসংখ্যার প্রকৃত শক্তি তার সংখ্যায় নয়, তার সম্ভাবনায়।

ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ‘নীরব প্রস্থান’

ব্রহ্মা চেলানি

পেন্টাগন ‘ইন্দো-প্যাসিফিক’ নিয়ে সাম্প্রতিক একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেখানে ‘ইন্দো’ অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট মেয়াদের অন্যতম প্রভাব বিস্তারমূলক আমলাতান্ত্রিক পদক্ষেপ হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে। সরকারিভাবে অবশ্য কিছুই বদলায়নি। নতুন করে নামকরণের পরও যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূল থেকে শুরু করে ভারতের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত ইউএস প্যাসিফিক কমান্ডের দায়িত্বাধীন এলাকা আগের মতোই রয়েছে।

কিন্তু ভূ-রাজনীতিতে নীতিগত নথির মতো অনেক সময় প্রতীকের মাধ্যমেও রণকৌশল প্রকাশ পায়। এখানে নামগুলো কখনোই কেবল বাহ্যিক কোনো প্রসাধন বা সাজসজ্জা নয়; এগুলো অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে; মিত্রতা গড়ে তোলে এবং সরকারগুলো বিশ্বকে কীভাবে দেখছে, তা প্রকাশ পায়। কেবল একটি উপসর্গ মুছে দিয়ে ওয়াশিংটন এক অস্বস্তিকর প্রশ্ন সামনে এনেছে। সেটি হলো, যুক্তরাষ্ট্র যে কৌশলগত দূরদৃষ্টি দিয়ে প্রায় এক দশক ধরে চীন নীতিকে পরিচালিত করেছে; ওয়াশিংটন কি নীরবেই তা থেকে সরে আসছে? আসলে সেই দূরদৃষ্টি কখনোই কেবল ভূগোলের সীমানায় আটকে ছিল না।

‘ইন্দো-প্যাসিফিক’ ছিল একটি মহৎ কৌশলগত ধারণা। এটি স্বীকার করে নিয়েছিল, বৈশ্বিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু বদলে গেছে এবং এটি প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরকে একটি অবিচ্ছেদ্য কৌশলগত থিয়েটার বা বলয়ে যুক্ত করেছে। বিশ্বের ব্যস্ততম নৌপথ, দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতি, প্রধান উৎপাদন হাব এবং সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সামরিক ক্ল্যাশপয়েন্টগুলো একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছিল।

এই ভাবনার মূল রূপকার ছিলেন জাপানের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবো। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগর মিলে ‘দুই সাগরের এক অভূতপূর্ব মিলন’ ঘটেছে, যার নিয়মভিত্তিক আঞ্চলিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সমুদ্রনির্ভর গণতান্ত্রিক দেশগুলোর একটি জোট প্রয়োজন। তাঁর ‘মুক্ত ও উন্মুক্ত

ইন্দো-প্যাসিফিক’ ধারণার উদ্দেশ্য চীনকে বিচ্ছিন্ন করা ছিল না, বরং এশিয়ায় একক কোনো শক্তির আধিপত্য বিস্তার রোধ করা।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে এই মুক্ত ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক ধারণাই বৈজ্ঞানিকের বিরুদ্ধে মার্কিন কৌশলের মূল ভিত্তি হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয় থাকা ‘কোয়াড’, যা যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জাপান ও অস্ট্রেলিয়াকে এক ছাতার নিচে এনেছে, তা পুনরুজ্জীবিত করা হয়। চীনকে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই সমীকরণে ভারত এক অভূতপূর্ব গুরুত্ব পায়। কারণ ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান চীনের পশ্চিম প্রান্তে, আর জাপান রয়েছে পূর্ব প্রান্তে। একসঙ্গে মিলে তারা দুটি মহাসাগরজুড়ে বিস্তৃত একটি বৃহত্তর ভারসাম্য রক্ষাকারী জোটের দুই প্রান্তের খুঁটি হিসেবে কাজ করেছে।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও মূলত সেই কাঠামোটি বজায় রেখেছিলেন। যদিও ইউক্রেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ বারবার যুক্তরাষ্ট্রের মনোযোগ ও সামরিক ব্যবস্থাপনা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে, তবুও অন্তর্নিহিত কৌশলগত ধারণাটি অপরিবর্তিত ছিল। ধারণাটি হলো, রাশিয়া নয়, চীনই একবিংশ শতাব্দীর প্রধান ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ।

আজ সেই ধারণা দিন দিন অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। পেন্টাগনের এই নাম পরিবর্তন আসলে বৃহত্তর পরিবর্তনের ইঙ্গিত মাত্র। ট্রাম্প ক্রমাগত চীনের প্রতি তাঁর অবস্থান নরম করছেন এবং কৌশলগত প্রতিযোগিতার চেয়ে ‘লেনদেন বা চুক্তিভিত্তিক’ সম্পর্কের ওপর বেশি জোর দিচ্ছেন। তাঁর প্রশাসন কোয়াডের গুরুত্বও কমিয়ে দিয়েছে। এ ছাড়া মার্কিন-চীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর মুখে বারবার ‘জি-২’ (গ্রুপ অব টু) বা দুই পরাশক্তির জোটের কথা শোনা যাচ্ছে। এটি বিশ্ব রাজনীতির এমন এক উদীয়মান রূপরেখা নির্দেশক, যা ওয়াশিংটনের বহরের পর বছর ধরে গড়ে তোলা জোটভিত্তিক কৌশল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

ব্রহ্মা চেলানি: ওয়াটার: এশিয়া’স নিউ ব্যাটলগ্রাউন্ড বইয়ের লেখক; দ্য হিল থেকে



SECI

Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও ব্রক্স শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

➤ আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট

➤ আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না

➤ আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি

➤ আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান

➤ আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে

আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DfS NY, Df&J NJ, DfFS MI, DB&F GA, DCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE

212-808-0790

ATLANTA

770-936-9906

BROOKLYN

718-853-9558

JACKSON HTS

718-507-6002

BRONX

718-822-1081

JAMAICA

347-644-5150

MICHIGAN

313-368-3845

OZONE PARK

347-829-3875

PATERSON

973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ট্রাম্প যেভাবে আরেকটি ‘ভিয়েতনাম’ এড়াতে পারেন

ডেভিড হাষ্ট

ধীরগতির কোনো গাড়ি দুর্ঘটনার মতোই ইরানকে নিশানা বানিয়ে মার্কিন-ইসরায়েলি হামলাগুলো তৃতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধের দিকে গড়াচ্ছে। একটি অস্ত্রবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে হরমুজ প্রণালিতে ইরানের সার্বভৌমত্ব স্পষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছিল এবং ইসরায়েলও লেবাননে সামরিক অভিযান বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু সেই চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দৃষ্টি প্রতিশ্রুতি থেকেই সরে এসেছেন এবং একটি পূর্ণ মাত্রার ও ক্রমবর্ধমান রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আবার ফিরে গেছেন।

ট্রাম্প এবং তাঁকে এই যুদ্ধে ঠেলে দেওয়ার পেছনে যাঁর মূল ভূমিকা রয়েছে তিনি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াছ। উভয়েই এই অস্ত্রবিরতি চুক্তির জন্য নিজ দেশে কড়া সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। ট্রাম্পের ওপর ক্ষোভের কারণ তিনি এতে স্বাক্ষর করেছিলেন, আর নেতানিয়াছর ক্ষেত্রে তা ছিল তাঁর এই আলোচনার প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়া এবং ইসরায়েলের মূল মিত্র ও অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র অসময়ে শান্তি চাপিয়ে দিয়েছে— এমন অনুভূতি তৈরি হওয়া।

উভয় নেতার কেউই এই চুক্তিকে যৌক্তিক বলে প্রমাণ করতে পারেননি, যা তাদের দেশে একটি বড় পরাজয় বা আত্মসমর্পণ হিসেবে দেখা হয়েছিল। সামনে দুজনেরই নির্বাচন। তাই তেহরানের বিরুদ্ধে এই শক্তির মহড়াকে তারা নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মাধ্যম হিসেবে দেখেছেন। তারা দুজনেই নিজেদের তৈরি এক অমোঘ ফাঁদে আটকে গেছেন। ইরানকে ‘শুঁড়িয়ে দেওয়া, মুছে ফেলা ও ধুলিসাং করে দেওয়া’র মতো তাদের অসংখ্য দাবি যখনই মিথ্যা প্রমাণিত হলো, তখনই সব প্রক্রিয়া নতুন করে আবার শুরু করা ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো পথ ছিল না।

গাজায় হামাস এবং লেবাননে হিজবুল্লাহর ক্ষেত্রেও বারবার একই ঘটনা ঘটেছে। নিজেদের শীর্ষ নেতাদের একের পর এক হত্যার পর আন্দোলনগুলো যে টিকে থাকতে পারে— এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করার একমাত্র উপায় ছিল আবার যুদ্ধে ফিরে যাওয়া। পাকিস্তান ও কাতারের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত চুক্তিকে ইরান কখনও যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি সঞ্চয় ও পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত হওয়ার একটি সুযোগ ছাড়া অন্য কিছু মনে করেনি। ইরান পরিষ্কার জানিয়েছিল— তাদের ওপর আবার হামলা হলে এ অঞ্চলে মোতায়েন করা মার্কিন সেনাদের খোসারত দিতে হবে। বাস্তবে তা-ই ঘটেছে। গত দুই সপ্তাহে প্রায় ১০০ মার্কিন সেনা আহত হয়েছে। অন্যদিকে ইরাক ও জর্ডানে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলায় চারজন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে এবং জর্ডানের একটি বিমানঘাঁটিতে বেশ কয়েকটি ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে প্রায় ২০টি ঘাঁটিতে মোতায়েন থাকা ৫০ হাজার সেনাকে সুরক্ষা দেওয়ার সক্ষমতা যে পেন্টাগনের নেই— তা এখন পরিষ্কার।

তবে আপাতত পরিস্থিতির দিকনির্দেশনা স্পষ্ট এবং তা ইসরায়েলের বিপক্ষে যাচ্ছে। ট্রাম্প ও নেতানিয়াছ প্রথমবার ইরানে হামলা চালানোর পর থেকে কেবল জনমতই বদলায়নি; বদলেছে ইরানও। এটা এখন একদম পরিষ্কার— ইসলামিক রিপাবলিকের ওপর বিক্ষুব্ধ সাধারণ ইরানিদের ওপর এই হামলা



সম্পূর্ণ বিপরীত প্রভাব ফেলেছে।

এটি ইরানি জাতীয় পতাকার তলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করেছে; এমনকি তাদেরও যারা গত জানুয়ারির গণবিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন এবং যা অত্যন্ত নির্মমভাবে দমন করা হয়েছিল। সেই অভ্যন্তরীণ বিভাজন মুছে যায়নি সত্য, তবে জাতীয় সংকটের এই সময়ে তা আপাতত স্বগিত হয়েছে।

যেমনটি বিশিষ্ট ইরানি-মার্কিন শিক্ষাবিদ ও সাবেক কূটনীতিক ভালি নাসর আমাকে বলছেন, ‘সবকিছু আসলে এই প্রণালি ঘিরে; কোনো ভুল বোঝাবুঝি বা সমঝোতা স্মারকের কয়েকটি লাইনের বিষয় এটি নয়... যুক্তরাষ্ট্র সমঝোতা স্মারকের সময়টিকে একটু জিরিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি নিজেদের সামলে নেওয়ার জন্য এবং লেবানন ও প্রণালিতে ইরানের প্রভাব দুর্বল করতে ব্যবহার করতে চায়। একই সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী অর্থনৈতিকভাবে ইরানকে যা দেওয়ার কথা ছিল, তা সত্যিই দিতে চায় না।’

নাসরের মতে, এটি শুরু থেকেই ট্রাম্পের নেওয়া কৌশলের সঙ্গেই মিলে যায়— ‘আমি আসলে কোনো আলোচনা করতে চাই না। আমি শুধু নিজের শর্ত চাপিয়ে দিতে চাই।’ ভিয়েতনামে জয় পাওয়া সম্ভব নয়— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সত্যটি অনুধাবন করার পরও সেখান থেকে সেনা গুটিয়ে নিতে দীর্ঘ সাত বছর সময় নিয়েছিল। আশা করি, ট্রাম্পের এটি বুঝতে ততটা সময় লাগবে না— ইরান বা সামগ্রিকভাবে মধ্যপ্রাচ্যে তাঁর পক্ষে জেতা সম্ভব নয়।

ডেভিড হাষ্ট: মিডল ইস্ট আইর সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক

লাবনী আক্তার কবিতা

ভারত দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম একটি দেশ। নিজেদের প্রায়ই গণতান্ত্রিক ও উন্নত বলে প্রচার করে আসছে। কিন্তু সম্প্রতি সমীকরণটা একটু বদলে গেছে। ভারতে চলমান সিজেপি-এর আন্দোলন দমাতে সরকারের পদক্ষেপ যেন প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছে ভারতের গণতন্ত্র এবং সরকারসহ পুরো সরকারব্যবস্থাকে।

বর্তমান বিশ্বের রাজনীতিই যেন অন্যদিকে যাচ্ছে। ভারতের আন্দোলন শুরু হয়েছিল ছোট একটি কটাক্ষ থেকে। ২০২৬ সালের মে মাসে একটা মামলার শুনানিতে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বেকার তরুণদের তেলাপোকা বা ককরোচ বলে ঠাটা করেন। মূলত তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, তেলাপোকার উপদ্রবে মাঝে মাঝে যেমন জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তেমনি এই তরুণেরা সিস্টেমকে চ্যালেঞ্জ করে তাদের অতিষ্ঠ করে তুলছে এবং এই তারা হলো তেলাপোকা অর্থাৎ পরজীবী প্রাণী। এই কটাক্ষের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় গড়ে ওঠে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (সিজেপি)। ভারতের সিস্টেমের ব্যর্থতা, তরুণদের ক্ষোভ এখানে তুলে ধরা হতো। কিন্তু এই পার্টি এতটাই জনপ্রিয় হয়ে যায় যে কিছুদিনের মধ্যেই এর ফলোয়ার সংখ্যা বেড়ে যায় সরকারের আসনে আসীন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) চেয়ে। ফলে ভারত সরকার সিজেপির সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ভারতে ব্যান করে দেয়।

পরবর্তী সময়ে মেডিকেল ভর্তি (নিট) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবিতে আন্দোলন আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এই পর্যায়ে আন্দোলনে যুক্ত হন লাদাখের পরিবেশ ও শিক্ষা আন্দোলন কর্মী সোনম ওয়াংচুক। দুই সপ্তাহের বেশি অনশন করার কারণে ৫৯ বছর বয়সী সোনম ওয়াংচুকের অবস্থার অবনতি ঘটলে পুলিশ জোর করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ২০ জুলাই সোনমসহ তাঁরা সংসদ অভিমুখে রওনা দিলে অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে যায়। প্রশাসন বাধ্য হয়ে ইন্টারনেট ও মেট্রোরেল সেবা বন্ধ করে দেয়।

তারপরও আন্দোলনকারীরা সংসদ ভবনের কাছাকাছি যন্ত্রর মন্ত্রর চত্বরে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে সংসদের ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করলে পুলিশ বেধড়ক লাঠিপেটা করে, কাঁদানো গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে জমায়েত ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তবু আন্দোলনকারীরা দমে যায়নি, আন্দোলন এখনো চলমান। কিন্তু এখানেই কিছু প্রশ্নের জন্ম নেয়।

১. শিক্ষার্থীদের প্রধান দাবি—শিক্ষামন্ত্রীকে বদলানো হচ্ছে না কেন? যদি ধরি ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, মোদি সরকারের মাঝে কোনো ঝামেলা নেই, তাহলে এত দিনে শিক্ষামন্ত্রী বদলে দেওয়ার কথা। কারণ, শিক্ষামন্ত্রী যখন প্রশ্নপত্র ফাঁস, নির্ভুল ফলাফলের মতো বিভিন্ন কাজে ব্যর্থ হন এবং এর জন্য ২২ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেন, তখন তাঁর মন্ত্রীর চেয়ারে বসার যৌক্তিকতা থাকে না। তাহলে শিক্ষামন্ত্রীকে বদলানো হচ্ছে না কেন? মোদি সরকার কি সত্যিই ভণ্ড আর স্বেরাচার? নিশ্চয়ই মোদি সরকার জানে, একবার যদি আন্দোলনের দাবিতে শিক্ষামন্ত্রী পরিবর্তন করা

ভারত জাতিগতভাবে খুবই ধর্মভীরু একটা দেশ। বছরের পর বছর ধরে শুধু ধর্মকে পুঁজি করে এ দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন চলে আসছে। অথচ জনগণ যেন বুঝেও বুঝতে চাইছে না। যেই দেশের জনগণ শুধু ধর্মকে কেন্দ্র করে কোনো দলকে ভোট দিয়ে তার গণতান্ত্রিক অধিকারের বহিঃপ্রকাশ করে, তখন বুঝে নিন তাদের আন্দোলন সফল হবে না।

হয় তাহলে জনগণের মাঝে আত্মবিশ্বাস চলে আসবে। তখন তারা সবকিছুর জন্য আন্দোলন করবে। দেখা যাবে তাঁর গদিও উল্টে যাচ্ছে!

২. ভারতের জনসংখ্যা ১৪৭ কোটি। অথচ আন্দোলনে জড়িত হয়েছে ৪-৫ লাখের মতো মানুষ (যদিও অনলাইনে কোটি সমর্থন রয়েছে), যা ০.০৩৪ শতাংশের কাছাকাছি। তাহলে কি ভারতের জনগণ পরিবর্তন চাইছে না? মূলত ভারত একটি অনেক বড় রাষ্ট্র, তাই চাইলেই এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে গিয়ে আন্দোলন করা সবার পক্ষে সম্ভব না। কিন্তু মানুষ সমর্থন জানাচ্ছে। তারা অনলাইনে সমর্থন জানাচ্ছে, এমনকি তারা ভারতের বিভিন্ন অনলাইন ফুড অ্যাপ থেকে খাবার অর্ডার করে সেই আন্দোলনস্থলে পাঠাচ্ছে। যে খাবার পাঠাচ্ছে সে জানে না কার কাছে খাবার যাবে, যে খাচ্ছে সেও জানে না কে খাবার পাঠিয়েছে। এ থেকেই মানুষের পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা কতটা, তা বোঝা যায়।

৩. ভারতের আন্দোলন কি নতুন কোনো পরিবর্তন আনবে? কারণ, এর আগেও এমন অনেক আন্দোলন দেখা গেছে কিন্তু ফলাফলশূন্য। এর উত্তর দেওয়া খুব কঠিন। আগে জেনে নিই কী কী কারণে আন্দোলন ব্যর্থ হতে পারে।

ভারত জাতিগতভাবে খুবই ধর্মভীরু একটা দেশ। বছরের পর বছর ধরে শুধু ধর্মকে পুঁজি করে এ দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন চলে আসছে। অথচ জনগণ যেন বুঝেও বুঝতে চাইছে না। যেই দেশের জনগণ শুধু ধর্মকে কেন্দ্র করে কোনো দলকে ভোট দিয়ে তার গণতান্ত্রিক অধিকারের বহিঃপ্রকাশ করে, তখন বুঝে নিন তাদের আন্দোলন সফল হবে না।

এই আন্দোলন যখন আরও বেগবান হবে, তখন ভারতের মোদি মিডিয়ায় খবর আসবে, ‘অমুক প্রদেশে হিন্দুধর্মের কাউকে জোর করে গরুর মাংস খাওয়ানোর চেষ্টা করেছে কোনো মুসলিম গোষ্ঠী’ অথবা ‘কোনো মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর করেছে দুর্ভরুরা’, ‘যারা আন্দোলন করছে তাদের মধ্যে একজন পাকিস্তানি শনাক্ত হয়েছে’ ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন আর পরিবর্তনের আন্দোলন চলবে না, তখন আন্দোলন হবে মুসলিমমুক্ত ভারত করার। এইভাবে ‘ভাগ কর, শাসন কর’ নীতি ব্যবহার করে বছরের পর বছর জনগণকে ঠকানো হচ্ছে। অথচ ভারতের জনগণ কিছু বোঝার চেষ্টাও করছে না।

এত কিছু পেরিয়ে যদি আন্দোলন সফল হয়, তবে সেটা অলৌকিক কোনো ঘটনা হবে!

সপ্তাহের চাকরি

স্টারবাকসে বারিস্তা পদে নিয়োগ

বিশ্বখ্যাত কফি চেইন স্টারবাকস যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ৯৫থ অ্যান্ড ব্রডওয়ে (স্টোর #০৭৬৯৯) শাখায় বারিস্তা পদে জনবল নিয়োগ দেবে।

এ পদে আবেদন করতে পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। নির্বাচিত প্রার্থীদের ঘণ্টাপ্রতি ১৭.৭৫ থেকে ২০.১৫ মার্কিন ডলার বেতন দেওয়া হবে। এছাড়া স্বাস্থ্যবীমা, ডেন্টাল ও ভিশন ইনস্যুরেন্স, ৪০১(কে) অবসর সুবিধা, বেতনসহ মাতৃত্ব ও পিতৃত্বকালীন ছুটিসহ বিভিন্ন কর্পোরেট সুবিধা পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা স্টারবাকসের অফিসিয়াল ক্যারিয়ার ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের লিংক : <https://careers.starbucks.com/>

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বেডফোর্ড হোম ক্লিনিং নিউইয়র্কের ব্রুকলিনের উইলিয়ামসবার্গ/গ্রিনপয়েন্ট এলাকায় আবাসিক পরিচ্ছন্নতাকর্মী (Residential Cleaner) পদে জনবল নিয়োগ দেবে।

পদের নাম: আবাসিক পরিচ্ছন্নতাকর্মী (Residential Cleaner)

কর্মস্থল: উইলিয়ামসবার্গ/গ্রিনপয়েন্ট, ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক

বেতন: ঘণ্টাপ্রতি ৩৫ থেকে ৫০ মার্কিন ডলার

যোগ্যতা: পরিচ্ছন্নতার কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ইংরেজি ভাষায় ভালো যোগাযোগের দক্ষতা এবং দায়িত্বশীলভাবে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

সুযোগ-সুবিধা: বেতনসহ ট্রায়াল কাজ, নিয়মিত সাপ্তাহিক কাজ এবং তাৎক্ষণিক যোগদানের সুযোগ।

আবেদনের লিংক: <https://jobtoday.com/us/job/residential-cleaner-williamsburg-greenpoint-9wwajg>

নিউইয়র্কে খণ্ডকালীন চাকরির সুযোগ

নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে অবস্থিত ক্লিন অ্যান্ড কমফি লব্জি-তে লব্জোম্যাট অ্যাটেন্ডেন্ট পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।

যোগ্যতা: গ্রাহকসেবায় আগ্রহী, পরিশ্রমী ও দায়িত্বশীল হতে হবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার, তবে অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করা যাবে। আবেদন করতে ভিজিট করুন : <https://jobtoday.com/us/job/outgoing-and-hardworking-laundromat-attendant-3DdZAZ>

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে অবস্থিত লে ক্যাফে কফি-তে বারিস্তা পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।

যোগ্যতা: কফি শপে কাজের অভিজ্ঞতা, গ্রাহকসেবায় দক্ষতা এবং ভালো

ইংরেজি যোগাযোগের সক্ষমতা থাকতে হবে।

উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার:

তারিখ: ২২ জুলাই

সময়: দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫টা

সঙ্গে জীবনবৃত্তান্ত (রিজিউমে) নিয়ে উপস্থিত হতে হবে।

আবেদন করুন:

<https://jobtoday.com/us/job/barista-open-call-e8K4kN>

যুক্তরাষ্ট্রে চাকরির সুযোগ

নিউ জার্সির জার্সি সিটিতে অবস্থিত স্পা ব্লু (Spa Blue)-এ হেয়ার ড্রেসার পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।

যোগ্যতা: কসমেটোলজি লাইসেন্স, চুল কাটা, রং করা ও স্টাইলিংয়ে দক্ষতা, ভালো ইংরেজি যোগাযোগের সক্ষমতা এবং যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে কাজ করার অনুমতি থাকতে হবে। অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

আবেদন করুন:

<https://jobtoday.com/us/job/hair-dresser-jersey-city--PwzYD8>

চাকরির সুযোগ

নিউ জার্সির ম্যাপলউডে অবস্থিত গ্র্যান্ডমা এন্ড্রাস বেক শপ (Grandma Emma's Bake Shop)-এ হেড কুক পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।

যোগ্যতা: রান্নাঘর পরিচালনা, খাবার প্রস্তুত, মান নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ভালো ইংরেজি যোগাযোগের সক্ষমতা প্রয়োজন।

কাজের সময়: সোমবার থেকে শুক্রবার, সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা।

আবেদন করুন:

<https://jobtoday.com/us/job/head-cook-KiVejX>

চাকরির সুযোগ

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক মেট্রো এলাকায় কেন্ট সার্ভিসেস (Kent Services)-এ সিকিউরিটি গার্ড পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।

যোগ্যতা: নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের (NYS) সক্রিয় সিকিউরিটি গার্ড লাইসেন্স থাকতে হবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক নয়। ইংরেজিতে ভালো যোগাযোগ দক্ষতা, দায়িত্বশীলতা, সময়নিষ্ঠা এবং পেশাদার মনোভাব থাকতে হবে।

সুযোগ-সুবিধা: ৪০১(কে) অবসর সঞ্চয় সুবিধা, স্বাস্থ্য, ডেন্টাল ও দৃষ্টিসেবা বীমা, বেতনসহ ছুটি, কর্মী ছাড় এবং রেফারেল বোনাস কর্মসূচির সুবিধা।

আবেদন করুন:

<https://jobtoday.com/us/job/security-guard-in-nyc-6jR7KE>

চাকরির সুযোগ

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে অবস্থিত ফ্রেশ বাইতেজ ডেলি (FRESH BITEZ DELI)-তে ডেলি ম্যান পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।

যোগ্যতা: ডেলি কাজে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সকালের ৭ বিকেলের শিফটের জন্য দক্ষ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। দায়িত্বশীল, দ্রুত কাজ করার সক্ষমতা এবং ভালো কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

কাজের সময়: সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৪টা।

আবেদন করুন:

<https://jobtoday.com/us/job/deli-man-KiVKkp>

চাকরির সুযোগ

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির হর্থর্নে অবস্থিত চার্চিল লিভিং (Churchill Living | Furnished Apartments)-এ ফার্নিচার আপহোলস্টার / কার্ঠের কাজের কর্মী পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।

যোগ্যতা:

ফার্নিচার আপহোলস্টারি ও কার্ঠের কাজে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বিভিন্ন ধরনের ফার্নিচার তৈরি, কার্ঠের ফ্রেম নির্মাণ, কাপড় ও চামড়ার উপকরণ দিয়ে কাজ করার দক্ষতা থাকতে হবে।

কাজের সময়: ৮ ঘণ্টার শিফট।

সুবিধা: স্বাস্থ্য বীমা, ডেন্টাল বীমা, ভিশন বীমা, ৪০১(কে) ও বেতনসহ ছুটির সুবিধা।

আবেদন করুন:

<https://jobtoday.com/us/job/furniture-upholster-woodworking-KiVj7X>

চাকরির সুযোগ

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির পার্থ অ্যান্সয়ে অবস্থিত প্রিমিয়ার ডিলজ (Premier Dealz)-এ ওয়ারহাউস কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে।

পদ: ওয়ারহাউস কর্মী

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন

বেতন: ঘণ্টায় ১৮–২০ মার্কিন ডলার

কর্মস্থল: পার্থ অ্যান্সয়, নিউ জার্সি

যোগ্যতা:

পণ্য সাজানো, প্যাকিং, ইনভেন্টরি ও বাস্ত্ব ওঠানো-নামানোর কাজে দক্ষতা থাকতে হবে। ইংরেজিতে ভালো যোগাযোগ দক্ষতা প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো, তবে বাধ্যতামূলক নয়।

সময়: সোমবার–বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা–সন্ধ্যা ৬টা, শুক্রবার সকাল ১০টা–বিকেল ৩টা।

আবেদন করুন: <https://jobtoday.com/us/job/warehouse-worker-KiVdQX>



স্মৃতির কলতান

মৃদুল রহমান

পাখিরা খোঁজে আকাশের নীলিমায় মুক্তির ঠিকানা,
নদী খোঁজে শ্রোতের বৃকে জলের অনন্ত প্রার্থনা।
ফুলেরা খোঁজে ঋতুর কাছে রঙের গোপন উৎসব,
আমি খুঁজি এক অভয়ারণ্য—
যেখানে প্রকৃতির সাথে নতুন কলরব।

যেখানে নীরবতারও থাকবে আপন ভাষার সংজ্ঞার্থ,
যেখানে হারিয়ে যাওয়াও হবে ফিরে পাওয়ার এক অর্থ।
তোমরা সেখানে খুঁজে নিও কিছু অব্যক্ত বিরহের গান,
আমি রেখে যাবো—
হৃদয়ের গভীরে তোমাদের স্মৃতির কলতান।

স্বাধীনতা কেনো উপহার নয়

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির

সে দেশে শিশুরাও কুঁজো হয়ে হাঁটতো,
যেন জন্মই হয়েছিল ঝুঁকে থাকার অভিশাপ নিয়ে।
সেখানে পথিক, পুলিশ, ইমাম,
শিক্ষক, কুলি, দিনমজুর, আমলা-
সবাই একই ছন্দে হাঁটে মেরদগুহীন।

তাদের মুক্তির উচ্চারণও ছিল ফাঁকা আওয়াজ-
বয়ানহীন স্লোগানের মতো-
মগজে গ্রথিত মিথ্যা বুলি আওড়ে
ওদের বিজয় মিছিলে গাওয়া হতো ভ্রান্ত সুরের গান।

তারপর এল এক সময়—
চোখে ঘুম ছিল না কারও, হৃদয়ে ছিল অগ্নি।
মায়েদের বুকফাটা আত্ননাদ,
পিতার নীরব কান্না রূপ নিল বজ্রের হুঙ্কারে।

মুক্তির সন্তানেরা চেপে ধরে স্বৈরাচারীর টুটি -
জ্বালাল স্বাধীনতার মশাল,
এভাবেই জন্ম নিল এক অদ্ভুত আলোর-
তারপর নিঃশব্দে ঘুমিয়ে গেল ওরা, ভোরের-
সহস্র বুলেট বিদ্ধ রক্তগোলাপের মতো।

যারা ছিল সাধারণ মানুষ- রিকশাওয়ালা, ভিক্ষুক
কিংবা দিনমজুর, যাদের জীবনের অভিধানে
'সোজা হয়ে দাঁড়ানো' মানেই ছিল দুঃস্বপ্ন
তরাই শিখিয়েছিল এক অমোঘ সত্য—
স্বাধীনতা কোনো উপটোকন নয়-
স্বাধীনতা কেবল ছিনিয়ে নিতে হয়।

প্রিয় মাছ

সাইয়্যিদ মঞ্জু

তারপর থেকে ইলিশের প্রতি খুব টান অনুভব
কাঁটার যে ভয় মনের ভেতর— ক্রমাগত ঠেঁলি দূরে
রূপালী শরীর ডাকি লেজ মাথা নয়, ঠিক মাঝখণ্ড
এসো ধীরলয়ে পাতে,

ডেকের উপর জোড়া নামাতায় গণনার ধ্যানে মাঝি
তখন কেন যে—
মনে পড়ে যায়, অচ্ছুৎ মায়ায় শৈশবের এক মুখ
ছুঁয়ে দেখি বারবার, ঘাটে ফেরে যতবার
পাঁচমিশেলির কোণে রূপচাঁদা হাসে, ইলিশের
প্রীতি দেখে

দৃঢ় এক সীমারেখা, তবুও কেন যে রয়ে যায় আবদার
কোন একবেলা খেতে ডাকিও তোমার হাতের পাক

তারপর থেকে ইলিশের প্রতি খুব টান অনুভব
যখনই জানি এ তোমার প্রিয় মাছ ...

আম্মার করমকলে

বশির আহমেদ

ফজরের সময় আম্মা প্রতিদিন ডেকে তোলেন,
মোরগ ডাকার আগে
আম্মার ডাক শুনে ঘুম ভাঙ্গে,
নামাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন, জায়নামাজ তুলে
দেন হাতে,
আম্মার করমকলে ধন্য প্রাতঃকাল।
অলস শরীর, ভোরের ইবাদত শেষে বাসি
বিছানায় শরীর এলিয়ে দেই।
গৃহস্থালি কাজে আম্মা ডুবে যায়,
সূর্য ডুবার পরেও সে ডুবে থাকে।
আম্মার কোন নির্দিষ্ট রুটিন নেই,
একালবর্তী সংসারে
আম্মাই আমাদের একমাত্র রুটিন।

তড়িৎ-আনন্দে

মারুফ আহমেদ নয়ন

সূর্যশিশিরের বনে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কীটজন্মে
রূপবতী ফুলের লোভে পিচ্ছিল আঠায় দিয়েছি প্রাণ।
আমাকে নিষেধ করেছিল পিপীলিকারা—
“ঐ কামুকী ফুলের কাছে যেও না, বালক।”
তুরীয় আল্লাদে মেতে ভুলে গিয়েছি সবকিছু।
হরিণের মতো চোরাকাদায় নাচছি—তাধিন-ধিন।
শিকার দেখে ছুটে আসছে চিতাবাঘ। এমন
দুঃস্বপ্নে প্রেমে পড়েছিলাম। যেন চাঁদ বাওরির
কুয়ায় পড়েছিলাম, অগ্নিচুল্লিতে পুড়েছিলাম।
তোমার কাছে জেনেছি, তুমি পতঙ্গশিকারি ফুল।
তোমার শরীর জীবন্ত সমাধি। আমাকে ভক্ষণ করো।
তোমার বিচ্ছেদে শরীরে ফুটছে লাভার নদী-নালা।
তোমাকে জড়িয়ে ধরি। জানি, বিপরীতধর্মী দুটি
চুম্বক একবার কাছে এসেছিল—তড়িৎ-আনন্দে।

বিমূর্ত ময়ূরের দাগ

সাক্ষির আহমাদ

একদল নৃবিজ্ঞানীর গবেষণা বলছে: আমার ঘুমের
ভিতর একটা মৃত নদী কাতরাতে কাতরাতে শুকিয়ে গিয়েছিল
হঠাৎ।
সেই থেকে পৃথিবীতে পানির আকাল।
মৎস্যকন্যাদের এইসব দুঃখ আমি কিভাবে ভুলাই?
আমার ফণা-ফণা বুক, ভেজা উদ্যান,
চুলগুলো উষ্ণশুষ্ক। দ্যাখো— অচেনা এক নদী
চোখের ভিতর।
ডুব দাও, হে রূপোলী কন্যাদের দল। তোমাদের ক্যামোস্কেজ
স্তনে আঁকা জানালার শিক, সশব্দে বৃষ্টি
পড়ছে বাহিরে।
আমার সঞ্চারিত রক্তের শিরায় বয়ে যায় কালো কালো বিন্দুর
আকাশ। অদ্ভুত এই বৃষ্টি; রঙিন সন্ধ্যার তলে তলে ধরে তার
উদ্যত ফণা। বিজ্ঞানার উপকথা শুনে নেয় স্বপ্নের নিরবচ্ছিন্ন
কান। সেই থেকে একটা বিমূর্ত ময়ূর—

চুমুর আবেশে দাগ কেটে যায় গলার মাদুলিতে।

বৃক্ষবাগান

এস ডি সুরত

ব্যথাবিষে নীল সমস্ত দেহপ্রান্তর
কোথায় বুলাবে হাত
কোথায় লাগাবে বলো মলম

ভেতরে যে বিষাদের কালো ছায়া
কীভাবে দেবে বলো সান্ত্বনা?

উষর ভূমিতে হয় না বৃক্ষ-বাগান
খরতাপে দগ্ধ যে মাটি
সেখানে তুমি দেবে কতটা আর জল?

ভাসতে চেয়ে ডুবে যাই

শাখাওয়াত তানভীর

অতঃপর জানলাম—
স্বজনহীন সন্ন্যাসের বিষাদ বিলাসে
সূর্যভীত জলেরও মন আছে; সর্বগ্রাসী সে মন
সম্ভবত চাঁদকেই ভালোবাসে!
দূরত্বে যদিও জ্বলে বিরহ অনল
জানি না কেন, কোন অভিলাষে চাঁদের টানে
উদ্ভাস্ত জল জোয়ার-ভাটায় তবুও হাসে!
ও জল, কত বিমল!
তবুও এতো রূপ তোমার!
দীঘির জল, নদীর জল, সমুদ্র জল
অশ্রুজল— পাখর চোখে ব্যথার উপহার!
হায় জল! উতলা জল!
চন্দ্র বিরহে ডুবিয়ে দাও তারে— রুদ্ধ দহে
ভালোবেসে তোমার বৃকে ভাসে যে কমল!
এইসব জলীয় অনুভবে
মানুষও কি জল নয় তবে?
ভালোবাসার মায়াজ্বলে
ভাসতে চেয়ে ডুবে যাই যার অতলে!

প্রথম আলো’র আলো

আশরাফুল ইসলাম মিলন

নিউ ইয়র্কের বৃকে জ্বলে এক আলোর প্রদীপ,
শব্দের সেতু গড়ে, হৃদয়ের কলতানে নিত্যদীপ।
উত্তরের প্রথম আলো -প্রবাসের এক গর্বের নাম,
বাংলা ভাষার সুবাস ছড়ায় সকাল-সাঁঝ অবিরাম।

হাডসনের হাওয়ায় ভেসে আসে বাংলার গান,
প্রতিটি পাতায় জাগে স্বপ্ন, আশা আর প্রাণ।
প্রবাসীর হৃদয়ে শত কথা-তুলে ধরে যতনে,
সত্য আর সৌন্দর্য মিশে থাকে প্রতিটি বর্ণে।

সংস্কৃতির রঙে রাঙায় পাতা, প্রজন্মের মন,
বাংলার ইতিহাসে জাগায় নতুন স্পন্দন।
কবিতা, গল্প, সংবাদ আর জীবনের কথা,
পাঠকের হৃদয়ে গেঁথে যায় মমতার ব্যথা।

দূর পরবাসেও রাখে শেকড়ের পরিচয়,
প্রথম আলো এগিয়ে চলে; অটুট প্রত্যয়।
কলমের শক্তিতে গড়ে ঐক্যের সেতুবন্ধন,
মানুষে মানুষে ছড়ায় ভালোবাসার স্পন্দন।

আগামীর পথে থাকুক তার সাফল্যের দীপ,
সত্য-নেতিকতায় হোক আরও সুদীপ্ত রূপ।
নিউ ইয়র্কের আকাশ জুড়ে উঠুক তার জয়গান,
উত্তরের প্রথম আলো; থাকুক সন্মানে চিরঅম্লান।

আব্বার দিনলিপি’

মুরাদ ক্বালবি

বিকেল নামলে
সূর্যটা ঘুমঘুম চোখে
ধানক্ষেতের ভেতর ডুবে যেত।
সবুজের বুক চিরে
একটি সরু পথ—
সেখানে আব্বা ফিরতেন
ঘামে ভেজা খয়েরি সন্ধ্যা হয়ে।
ফিরতেন কাদামাথা গোধূলি হয়ে।
কাঁধে তাঁর সন্ধ্যা ঝুলত।

স্কুলের ঘণ্টা থেমে গেলে
পাখিরাও নিচু স্বরে উড়ত।
হ্যাঁরিকেনের আলোয়
আমরা শব্দ কমিয়ে ফেলতাম।
আব্বা খুব কম কথা বলতেন—
তবু তাঁর নীরবতায়
একটা সংসার
নাঙর খুঁজে পেত।
ঘর ভর্তি থাকত অদৃশ্য শব্দভান্ডার।

শ্রুত উদ্বোধন



JOL KHABAR INDIAN RESTAURANT & SWEETS



উদ্বোধন উপলক্ষে সকল প্রকার খাবারে
মাসব্যাপী (১৬ আগস্ট পর্যন্ত)

১৫% ডিসকাউন্ট



পিকনিক, বার্থডে, ক্যাটারিং-সহ যেকোনো অনুষ্ঠানের
খাবারের অর্ডার নেয়া হয়।



অর্ডারের জন্য কল করুন

718-880-1020

📍 168-01 Jamaica Ave, NY 11432

☎ 646-209-5851, 516-708-7072



GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় **PCA HOME CARE** সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে **HOME CARE** সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সম্বন্ধে সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: **718-775-7852**
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com



Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE

71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE

3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE

170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE

516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Parkchester + Medical

PARKCHESTER MEDICAL

TEL: 718-828-6610 1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472

WE WELCOME WALK INS

পার্কচেস্টার মেডিক্যাল

WE ARE OPEN:

MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM	TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM	SATURDAY 9:00AM-3:00PM
------------------------------------	--	---------------------------

WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.

INTERNAL MEDICINE **ASTHMA DIABETES CENTER** **CARDIOLOGY** **PHYSICAL THERAPY** **UROLOGY**

GYNECOLOGY **PODIATRY** **GASTRO-ENTEROLOGY** **ORTHO-PEDICS** **HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY**

আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচি:

সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা	মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা	শনিবার সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
---	--	---

তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!

শারীরিক অভ্যন্তরীণ সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়াবেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপূরণ
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

Community Development for Asian American (CDAA)

একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা

যাঁরা আপনার ডায়াল কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে

আমাদের সেবা সমূহ—

- আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
- বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
- কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
- যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা

এছাড়া যে কোন শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।

Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org



RESTORATION HOMECARE AGENCY



আমাদের **PCA** বৃদ্ধ মা-বাবাসহ সব ধরনের
হোমকেয়ার রোগীদের সেবা দিতে বদ্ধপরিকর

সেবা সমূহ:

LHSCA

PCA



RESTORATION HOMECARE AGENCY

রিস্টোরেশন হোম কেয়ার এজেন্সি

আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

HEAD OFFICE

📍 170-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA NY 11432

☎ 917-300-6463, 516-744-7111

✉ essentialcareny@gmail.com

বাংলাদেশি গবেষকের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

যুক্তরাষ্ট্র

সম্প্রতি শিকাগোয় আমেরিকান একাডেমি অব নিউরোলজির ২০২৬ সালের সম্মেলনে তাঁকে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক

আমেরিকান একাডেমি অব নিউরোলজির মর্যাদাপূর্ণ ‘ফিউচারস ইন নিউরোলজিক রিসার্চ স্কলারশিপ’ অর্জন করেছেন ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান। স্নায়ুবিজ্ঞান গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি মর্যাদাপূর্ণ ‘Futures in Neurologic

সরকারি সহায়তা নিলে
কঠিন হতে পারে গ্রিন কার্ড

নতুন ‘পাবলিক
চার্জ’ নীতিতে
উদ্বেগে অভিবাসীরা

ইফতেখার ইসলাম

যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিন কার্ড পেতে ইচ্ছুক অভিবাসীদের জন্য সরকারি সহায়তা গ্রহণের বিষয়টি আবারও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য হতে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন ‘পাবলিক চার্জ’ নীতি পুনর্বহালের উদ্যোগ নেওয়ায়

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪



ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান

Research Scholarship’ অর্জন করেছেন। বাংলাদেশি চিকিৎসক ও গবেষক ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের সেন্ট জনস ইউনিভার্সিটির (St. John's

University) পিএইচডি গবেষক।

সম্প্রতি শিকাগোতে অনুষ্ঠিত আমেরিকান একাডেমি অব নিউরোলজি (American Academy of Neurology-AAN)–এর ২০২৬ সালের বার্ষিক সম্মেলনে তাঁকে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

‘ফিউচারস ইন নিউরোলজিক রিসার্চ স্কলারশিপ’ একাডেমিটির অন্যতম প্রতিযোগিতামূলক সম্মাননা। প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মাত্র ৩৫ জন রেসিডেন্ট চিকিৎসক, মেডিকেল শিক্ষার্থী এবং মাতাকোত্তর গবেষককে ভবিষ্যৎ স্নায়ুবিজ্ঞান গবেষণায় নেতৃত্ব দেওয়ার সম্ভাবনার ভিত্তিতে এই বৃত্তি

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

নেতানিয়াহুকে কি থ্রেপ্তার করতে পারবেন মামদানি?

আইনি কী বলছে

আইনের বাস্তবতা বলছে, এমন সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষমতা কোনোভাবেই নিউইয়র্ক সিটির মেয়রের হাতে নেই।

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি আবারও বলেছেন, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন



বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু

নেতানিয়াহু আগামী সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

ভারতে ছড়াচ্ছে মোদিবিরোধী বিক্ষোভ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভারতে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসকে কেন্দ্র করে আন্দোলন দিন দিন জোরালো হচ্ছে। দিল্লিতে তরুণদের ওপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদে গতকাল বুধবার দেশটির অন্তত ৮ রাজ্যে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন তরুণেরা। এই বিক্ষোভ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি উঠেছে।

এই আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী গতকাল পার্লামেন্ট ভবনের সামনে কালো পোশাক পরে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। গত জুনে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। এরপর শিক্ষার্থীরা আন্দোলন শুরু করেন। ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো বলছে, আন্দোলনে নতুন গতি আসে সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের সমর্থনের পর। তিনি ২৮ জুন অনশন শুরু করেন। পরে গত শনিবার পুলিশ তাঁকে জোর করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। গত মঙ্গলবার ধীর করা আবেদনের পর আদালতের নির্দেশে তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

এদিকে, মূলত ভারতের প্রধান বিচারপতি বেকার তরুণদের ‘তেলাপোকা’ হিসেবে আখ্যা দিলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হাস্যরস

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

প্রযুক্তি



‘গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স’ দিচ্ছে বিনামূল্যে কাপড় শুকানোর ড্রায়ার

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্ক সিটি এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসরত বাংলাদেশীদের নিজ বাসা কিংবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাপড় শুকানোর জন্য বিনামূল্যে এইউপি ড্রায়ার দিচ্ছে গ্রি-ম্যাকানিক্যাল ইয়ংকার্স। যে কেউ সংগ্রহ করতে পারেন এই ফ্রি ড্রায়ার। এজন্য সিটি িকর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান দিচ্ছে। এইউপি ড্রায়ার পেতে একটি আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে আগ্রহীদেরকে। এজন্য প্রয়োজন হবে ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস বিলের কপি ও ইনকাম ট্যাক্সের ১০৪০ এর প্রথমপাতা অথবা পে-স্টারের সাম্প্রতিক চারটি কপি। এছাড়া ড্রায়ার যেখানে স্থাপন করা হবে সেই স্থানের ছবি ও ইলেকট্রিক প্যানেলের উল্লেখ থাকতে হবে। শুধুমাত্র ২৪ ইঞ্চি মডেলের ড্রায়ার বিনামূল্যে দেয়া হচ্ছে। কেউ ২৭ ইঞ্চি মডেলের ড্রায়ার নিতে আগ্রহী হলে এজন্য তাকে

প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করতে হবে বলে জানান প্রতিষ্ঠানটির মালিক

ছাড়া এয়ারকন্ডিশন এবং হিটিং সিস্টেম সুবিধাও প্রদান করে আসছে ‘গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স’। তোফায়েল চৌধুরী লিটন তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গ্রি-ম্যাকানিক্যালের মাধ্যমে সেবা প্রদান করছেন অন্যান্য কমিউনিটিকেও। তবে

বাংলাদেশীরা ব্যাপকহারে সেবা নিচ্ছেন ‘গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স’ থেকে। প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নের, অত্যাধুনিক ও পরিবেশসম্মত ঘরে কাপড় শুকানোর জন্য ফ্রি ড্রায়ার সেবা ইতোমধ্যে বিশ্বহতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ইয়ংকার্সে অবস্থিত বাংলাদেশি মালিকানাধীন এই বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি তাদের কর্ম ও সেবায় গত কয়েক বছরে নিউইয়র্ক বাংলাদেশি কমিউনিটি ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারায়

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

Law Firm of Farhan Aryan P.C.
(Attorney and Counsellor at Law)
State of New York and Federal District Court
আপনার অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষায়
আমরা আছি আপনার পাশে...
আমাদের সেবা সমূহ
● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● পার্সোনাল ইনজুরি ● ল্যান্ডলর্ড এন্ট টিন্যান্ড
72-85 Broadway, office #213, Jacksons Heights, NY 11372

LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)
এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
● গাড়ী এক্সিডেন্ট ● ট্রিপ এন্ড ফল
● কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা ● হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
● বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা ● বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
● স্লিপ এন্ড ফল ● লেড পয়জনিং
IMMIGRATION
(Consultation fee applies)
ক্রায়েটেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি
Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases.
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স কর্পোরেট ট্যাক্স সেলস ট্যাক্স
পেরোল বিজনেস সেটআপ
ইমিগ্রেশন নোটারি পাবলিক
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2FI, Jackson Heights
Mohammed Haseem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
সেখা যাওয়ার পথে ওমরাহ পালানের সুযোগ
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: 30 Avenue Station
Nazrul Islam
President & CEO

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
● ব্যক্তিগত ও বিজনেস ট্যাক্স কন্সাল্টিং ● আই আই এস ও পের অডিট সহায়ক
● কর্পোরেট ও এস এস সি পেমেন্টস ● বিজনেস পরামর্শ ● সেলস ট্যাক্স কন্সাল্টিং
● ফ্রিডোম অফ ইনফরমেশন অ্যাক্ট (FOIA) ● অস্ট্রেলিয়া ভিসা ● অস্ট্রেলিয়া ট্যাক্স ● ওপ-ওয়েল
929-207-1516
2152B Westchester Ave, Bronx, NY 10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

Home & Habitat Realty Corp.
নিউইয়র্ক বাড়ী ক্রয়
বিজয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল \$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
Emirates, Turkish Airlines, Qatar Airways, Etihad
এয়ার টিকেট, হজ্জ-ওমরাহ ও ভিসা প্রসেসিং
CALL: 718-205-3270, 646-322-1654
37-15 73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
TRUSTED ACCOUNTING AND TAX SERVICES
Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience
ইনকাম ট্যাক্স আমাদের সেবাসমূহঃ
● ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
● কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
● স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
● সেক্স-এমপ্রয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
● একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন
ইনকাম ট্যাক্স
● INDIVIDUAL TAX RETURN
● CORPORATE TAX RETURN
● SMALL BUSINESSES TAX RETURN
● SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAB DRIVER)
একাউন্টিং ও বুককিপিং
● PAYROLL W2S, 1099S
● FINANCIAL STATEMENT
● SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS
OUR OTHER SERVICES:
● PHOTOCOPY ● FLYER
● E-MAIL PRINT ● A-SIGN
● BANNER ● CARGO
● MONEY TRANSFER ● FEDEX/UPS
● BUSINESS CARDS ● CELL PHONE
● CUSTOM T-SHIRT ● MUG PRINTING
Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T: 917-832-7785 C: 347-5153858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY 11372
BRONX OFFICE
2040 McGraw Avenue Bronx NY 10462
72-30 Roosevelt Ave, Jackson Heights, New York 11372.
Cell: 347-448-6092, 518-699-2499